মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-২৯ ॥ ১৫ মে ২০২৫ ॥ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১৬ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ভারত ও পাকিস্তানকে একসঙ্গে নৈশভোজের আহ্বান ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তেজনা পরিস্থিতি এড়াতে ভারত ও পাকিস্তানকে 'একসঙ্গে নৈশভোজের' আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার (১৩ মে) সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত মার্কিন-সৌদি বিনিয়োগ ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

মোদি অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে, দেশকে সজাগ থাকতে হবে : ইমরান খান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশকে সজাগ থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে কারাবন্দি বিরোধী নেতা ইমরান খান। ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাতের কথা উল্লেখ করে তিনি একথা বলেন। বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে এবং সে বিষয়ে দেশ ও জাতিকে সজাগ থাকতে হবে।

হামাস জিম্মিদের মুক্তি দিলেও গাজায় হামলা বন্ধ হবে না: নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় হামাস উৎখাত আর তাদের কবল থেকে জিম্মি উদ্ধারের নামে ইসরায়েলের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চলছেই। প্রতিদিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা; দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে লাশের মিছিল। নিরাপদ বলে কোনো স্থান বাকি নেই গাজাবাসীর জন্য।

দুদকের মামলায় হাইকোর্টে জামিন পেলেন জোবাইদা রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কিমিশনের (দুদক) দায়েরকৃত মামলায় ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে সাজার বিরুদ্ধে তার আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন আদালত। বুধবার (১৪ মে) বিচারপতি মো. খসরুজ্জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে তারেকপত্নীর পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। সঙ্গে ছিলেন অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মাকসুদ উল্লাহ, অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন। এর আগে, মঙ্গলবার (১৩ মে) তিন বছরের কারাদণ্ডের আপিলের জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে ৫৮৭ দিনের বিলম্ব মার্জনা করেন হাইকোর্ট। জোবাইদা রহমানের আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. খসরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তারেক রহমান, জোবাইদা রহমান ও তার মা সৈয়দা

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। -পিআইডি

চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা শূন্যে নামিয়ে আনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা চলতি বছরের বর্ষা মৌসুমে আগের তুলনায় অর্ধেকে এবং ক্রমান্বয়ে শূন্যে নামিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৪ মে) চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনবিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন প্রধান উপদেষ্টা। এসময় তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নানা উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতার কথা শোনেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা অনেক রকম থিওরিটিক্যাল আলোচনা করেছি, সেসব আর করতে চাইনা, আমরা চাই জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে চিরতরে বের হয়ে আসতে। কিন্তু সেটা একবারেই হবে না, তাই আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, এবছর যেহেতু বর্ষা মৌসুম ইতোমধ্যে এসে গেছে তাই এবার সমস্যা পুরোপু-রি সমাধান সম্ভব হবে

২-এর পাতায় দেখুন

প্রকৃতি ধ্বংস করে উন্নয়ন টেকসই হবে না : রিজওয়ানা হাসান

স্টাফ রিপোর্টার : পানি সম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, প্রকৃতিকে ধ্বংস করে উন্নয়ন হলে সে উন্নয়ন টেকসই হবে না ।আমরা যদি প্রকৃতিকে ধ্বংস করে, বন কেটে, পাহাড় কেটে রেললাইন নির্মাণকে উন্নয়ন ভাবি, তাহলে আমরা ভুল পথে চলছি। এ ভুল পথ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বুধবার (১৪ মে) ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)'র সম্মেলন কক্ষে 'আবহাওয়া অর্থায়নের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগ যন্ত্রের পরিচিতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেন, উন্নয়ন বরাদ্দ সহযোগিতা যতই আসুক, তা যথেষ্ট হবে না যদি আমরা প্রকৃতিকে সংরক্ষণ না করি, যদি আমরা অভিযোজন এবং প্রশমন উভয় ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত বিনিয়োগ না করি। তিনি বলেন,

জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তি এবং প্যারিস চুক্তির অধীনে যে-সব দেশে আমাদের অর্থ দেওয়ার কথা, তারা এখন প্রকৃতিনির্ভর সমাধানের কথা বলছে অথচ প্রকৃত অর্থ বরাদ্দ করছে না। তারা বলছে, তোমরা নিজেদের প্রস্তুত করো, প্রকৃতি রক্ষা করো, যাতে দুর্যোগে টিকে থাকতে পারো। কিন্তু তারা নিজেদের দায় কমিয়ে আমাদের ওপর দায় চাপাচ্ছে। এটি কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। প্রকৃতি ও বন রক্ষার ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। রিজওয়ানা হাসান বলেন, একটা সুবিধার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ' নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করেছে, যেখানে সিডা, এডিবি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীরা সহায়তা করছে। আমরা চাই, এই প্রক্রিয়াটি ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকরভাবে শুরু হোক। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে বসতে যাচ্ছি। উপদেষ্টা আরও বলেন, আজকের বাস্তবতায়, অভিযোজনের জন্য অর্থায়ন না পেলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। অথচ, অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য বরাদ্দের যে গ্লোবাল সমতা, তার কাছেও আমরা পৌঁছাতে পারিনি। বেশিরভাগ অর্থই যাচ্ছে প্রশমনে, যা উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব। ফলে আমরা একদিকে এমন সমস্যার ভুক্তভোগী, যা আমরা তৈরি করিনি, অন্যদিকে সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের ঋণ নিতে হচ্ছে। তাই জলবায়ু অর্থায়নের রাজনীতি এবং ন্যায়বিচারের রাজনীতি গভীরভাবে বোঝা দরকার। আমাদের পরিকল্পনা আরও স্মার্ট, স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সংগত হতে হবে। এখানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনেক কিছু হয়েছে, আরও অনেক কিছু হওয়া দরকার। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যা হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়, এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন। ইআরডির অতিরিক্ত সচিব একেএম সোহেল অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ওপর ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে এডিবি, সিডা, জিআইজেডসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার এদেশীয় প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সাম্য হত্যাকাণ্ডে ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি, আন্দোলনের কড়া হুঁশিয়ারি ছাত্রদলের

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। একইসঙ্গে সংগঠনটি হুঁশিয়ারি দিয়েছেড় ভবিষ্যতে কোনো নেতাকর্মী আক্রান্ত হলে সরকার পতনের আন্দোলনে নামবে তারা। মঙ্গলবার (১৩ মে) রাতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চের পাশে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য। তিনি স্যার এ এফ রহমান হল শাখা

২-এর পাতায় দেখুন

নিজ দায়িত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে নিরাপদ করব: আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্যের হত্যাকারীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। একইসঙ্গে নিজে দায়িত্ব নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে নিরাপদ একটি জায়গা হিসেবে গড়ে তুলবেন বলেও ঘোষণা করেছেন তিনি। বুধব-ার (১৪ মে) নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এসব আশ্বাস দেন অন্তর্বর্তী সরকারের এ উপদেষ্টা। পোস্টে আসিফ মাহমুদ লিখেন, ২০১৯ সালের দিকে ক্যাম্পাসে

গেস্টরুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিংবা শিক্ষার্থীদের যেকোনো যৌক্তিক দাবির আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে যেসব মুখ সবসময় দেখা যেত, সাম্য তাদের একজন। মশিউর আমিন শুভ আর শাহরিয়ার আলম সাম্য এই দুজন সবসময় একসঙ্গে আসতো। প্রথম বর্ষ থেকেই সাম্য ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং অসম্ভব ভদ্র একজন ছেলে। সেই ছোট ভাই সাম্য আজ আর আমাদের মাঝে নেই-এটা মেনে নেয়া সত্যিই কষ্টকর। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি লিখেন, হত্যাকারীদের অবশ্যই

২-এর পাতায় দেখুন

গাইবান্ধায় জেগে ওঠা চরের জমি নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, বৃদ্ধ নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নদীর জেগে ওঠা চরের জমি নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল মজিদ আকন্দ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের পলুপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মজিদ কাটাবাড়ি ইউনিয়নের পলুপাড়া গ্রামের ফসির আকন্দের ছেলে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, কাটাবাড়ী ইউনিয়নের পলুপাড়া গ্রামের করতোয়া নদীর চরের কিছু আবাদি জমি নিয়ে আব্দুল মজিদ ও আমিরুল ইসলাম গংদের বিরোধ

২-এর পাতায় দেখুন

গুমোট আবহাওয়া ও তীব্র বাতাসে উত্তাল সমুদ্র

ভোলা প্রতিনিধি : গুমোট আবহাওয়া ও তীব্র বাতাসে ভোলার নদ-নদী ও সমুদ্র উপকূল উত্তাল হয়ে উঠেছে। বুধবার (১৪ মে) ভোর থেকেই জেলাব্যাপী গুমোট অন্ধকার ও তীব্র বাতাস বইছে। সরেজমিনে ভোলার উপকূলবর্তী বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, তীব্র বাতাসের কারণে মেঘনা, তেঁতুলিয়া, কালাবাদর, বেতুয়া ও ইলশা নদী উত্তাল থাকায় মাছধরা নৌকা ও ট্রলারগুলোকে মূল ভূ-খণ্ডের কাছাকাছি অবস্থান করতে দেখা গেছে। সকালে ঢাকা-ভোলা, লক্ষ্মীপুর-ইলিশা ও ভোলা-বরিশাল নৌ-রুটে যাত্রীবাহী কিছু লঞ্চ চলাচল

শুরু হলেও বেলা ১১টার পর থেকে নৌযান চলাচল করবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধায় আছেন লঞ্চ মালিকরা। ভোলার মেসার্স ব্রাদার্স নেভিগেশনের ম্যানেজার মো. আলাউদ্দিন বলেন, আবহাওয়া বেগতিক দেখলে তাদের কর্ণফুলী সিরিজের লঞ্চগুলো চলাচল

২-এর পাতায় দেখুন

আগামী মাসে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা পাচ্ছে দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, আগামী জুনের মধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণের পরের কিস্তি ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ। একই মাসে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাইকা, এআইআইবিসহ কয়েকটি সংস্থা থেকে আরও ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ পাবে দেশ। সবমিলিয়ে আগামী মাসে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলারের ঋণ পাবে দেশ। বুধবার (১৪ মে) দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন এ তথ্য জানান

২-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহী নার্সিং কলেজ বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী নার্সিং কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে আবাসিক শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গতকাল বুধবার সকালে কলেজটির অধ্যক্ষ মতিয়ারা খাতুন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুরে ডিপ্লোমার সঙ্গে বিএসসি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনার পর বন্ধ ঘোষণা আছে। নোটিশে বলা হয়েছে, এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগের দিন ডিপ্লোমা (সিনিয়র স্টাফ নার্স) ও বিএসসি নার্সিং (বেসিক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার দাবিতে নগর ভবন প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করে কয়েকশ মানুষ।

ইশরাককে মেয়র পদে শপথ করানোর দাবিতে নগরভবন ঘেরাও

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র পদে দ্রুত শপথ গ্রহণ করানোর দাবিতে নগর ভবন ঘেরাও করেছেন তার সমর্থকরা। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন থেকে গেজেট প্রকাশ সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনকে এখনও ডিএসসিসির মেয়রের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। বুধবার (১৪ মে) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে অংশ নেয় শত শত মানুষ। সকালে নগর ভবনের মূল ফটকের সামনে মানববন্ধন শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা ভবনের সিঁড়ির সামনে অবস্থান নেন। তারা অভিযোগ করেন, আদালতের রায় ও গেজেট প্রকাশের পরও ইশরাক হোসেনকে এখনও মেয়রের দায়িত্ব

২-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের নিবন্ধন ও প্রতীক নিয়ে আপিল শুনানি শেষ, রায় ১ জুন

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ও প্রতীক ফিরে পেতে আপিল শুনানি শেষ হয়েছে। এ বিষয়ে রায় ঘোষণা করা হবে ১ জুন বলে জানিয়েছেন আপিল বিভাগ বুধবার (১৪ মে) দুপুরে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৪ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ রায়ের জন্য এদিন ধার্য করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার (১৩ মে) সকাল ১০টা থেকে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বেঞ্চে শুনানি চলে। পরে তা এদিন পর্যন্ত মুলতবি করা হয়। এর আগে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে আপিল শুনানি শুরু হয়। জামায়াতের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিক। তাকে সহযোগিতা করেছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির, ব্যারিস্টার ইমরান আবদুল্লাহ সিদ্দিক ও ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন। এর আগে বুধবার (৭ মে) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ দিন ধার্য করেছিলেন। ওইদিন আদালতে জামায়াতের নিবন্ধন মামলা দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন জানান আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। ১২ মার্চ রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে আপিল শুনানি শুরু হয়। এরপর আর শুনানি হয়নি। গত বছরের ২২ অক্টোবর রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করে দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের আপিল বিভাগ। এর ফলে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াই করার পথ খুলে যায়। ওই সময় প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামায়াতের পক্ষে শুনানি করেছিলেন

২-এর পাতায় দেখুন

ঢাবি শিক্ষার্থী সাম্য হত্যার ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্যকে হত্যার ঘটনা তদন্ত এবং এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) এই কমিটি গঠন করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল ১৩ মে বুধবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তদের আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মেধাবী শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম

২-এর পাতায় দেখুন

গ্যাসসংকটে কমছে শিল্প উৎপাদন প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক অর্থনীতিতে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে দুবছর আগেও জাতীয় গ্রিডে দিনে গ্যাস সরবরাহ করা হতো প্রায় তিন হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দৈনিক গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে দুই হাজার ৬৯৮ মিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহে ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় শিল্প-কারখানার উৎপাদন কমছে। পাশাপাশি সিএনজি স্টেশন, আবাসিক খাতসহ সব ক্ষেত্রেই গ্যাসের সংকট চলছে। এর মধ্যে সিরামিক, ইস্পাত ও টেক্সটাইল খাতের উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। এ পরিস্থিতির মধ্যেই শিল্প-কারখানায় এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে (শিল্পে উৎপাদিত নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র) গ্যাসের দাম ৩৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা না করে নতুন করে গ্যাসের দাম বাড়ানোয় সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, গ্যাসসংকটে শিল্প খাতে বিপর্যয় নেমেছে। কয়েক-শ কারখানা বন্ধ হয়েছে। রপ্তানি আয়ও কমেছে। বিনিয়োগ থমকে আছে। কর্মসংস্থানও বাড়ছে না। শিল্প খাত না বাঁচলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি থেমে যাবে। তাই শিল্পের গ্যাস-বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে। জ্বালানি বিভাগ ও পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা বলছেন, কয়েক বছর ধরে দেশীয় কূপগুলোয় গ্যাসের উৎপাদন কমছে। চাহিদা সামাল দিতে অন্তর্বর্তী সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি বাড়িয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোয় গ্যাসের

২-এর পাতায় দেখুন

জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা প্রতীক সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠারও আগে : শিশির মনির

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠারও আগে থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীক নিয়ে রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির আইনজীবী মোহাম্মাদ শিশির মনির। বুধবার (১৪ মে) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীক ফিরে পাওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি। জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিলের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি শেষ হয় এদিন। আইনজীবী শিশির মনির বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৪১ সালে। তখন থেকেই তাদের দলীয়

২-এর পাতায় দেখুন

আলী রীয়াজের সঙ্গে আরএফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস প্রেসিডেন্টের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটস প্রেসিডেন্ট ক্যারি কেনেডির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকায় সংসদ ভবনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে আর এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটসের এশিয়ার স্টাফ অ্যাটর্নি ক্যাথরিন কুপার এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শ এবং বিচারিক কার্যক্রমের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জেলিটা ব্যায়েন্স উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে

২-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের সুযোগ যখন পাবো তখন করবো: শাজাহান খান

স্টাফ রিপোর্টার : যখন নির্বাচনের সুযোগ পাবেন তখন নির্বাচন করবেন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান। বুধবার (১৪ মে) নতুন করে গ্রেফতার শুনানি শেষে আদালতের এজলাস থেকে নামার সময় তিনি এ কথা বলেন। এদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিনহাজুর রহমান। শুনানি শেষে আদালতের এজলাস থেকে নামার সময় শাজাহান খান বলেন, 'ইউনূস

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৫ মে ২০২৫ ॥ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বাংলা

গাজায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ চলছেই নিহত বেড়ে ৫৩ হাজার ছুঁই ছুঁই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় হামাস উৎখাত আর তাদের কবল থেকে জিম্মি উদ্ধারের নামে ইসরায়েলের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চলছেই। প্রতিদিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা; দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে লাশের মিছিল। নিরাপদ বলে কোনো স্থান বাকি নেই গাজাবাসীর জন্য। একদিকে আকাশ ও স্থল অভিযান, অন্যদিকে ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ; গাজা যেন সাক্ষাৎ নরক হয়ে উঠেছে তার বাসিন্দাদের জন্য। ইতোমধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভূখণ্ডটিতে রাতভর হামলা চালিয়ে আরও ৮১ জনকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে করে, গত প্রায় ১৮ মাসে গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতার শিকার হয়ে প্রায় ৫৩ হাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি তাদের প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। বুধবার (১৪ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আলজাজিরা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলি বাহিনীর ব্যাপক হামলায় মধ্যরাতের পর থেকে কমপক্ষে ৫১ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। আর দক্ষিণ গাজায় হাসপাতালে চালানো হামলায় আরও ৩০ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে। মূলত, হাসপাতালে হামলার কয়েক ঘণ্টা পরই উত্তর গাজায় ওই হামলা চালায় ইসরায়েল। আল জাজিরা বলছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় হামলা তীব্রতর করেছে এবং মধ্যরাত থেকে কমপক্ষে ৫১ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে বলে উত্তর গাজার চিকিৎসকরা ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। দক্ষিণ গাজার ইউরোপীয় এবং নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি বাহিনী বোমা হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ৩০ জনকে হত্যা করার কয়েক ঘণ্টা পরেই উত্তর গাজায় হামলাগুলো শুরু হয়। হাসপাতালে হওয়া ওই হামলায় নিহত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে চিকিৎসা নিতে আসা একজন সাংবাদিকও রয়েছেন। এদিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের গণহত্যামূলক আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৫২ হাজার ৯৮৯ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন; সেইসঙ্গে আহত হয়েছেন আরও ১ লাখ ১৯ হাজার ৭২১ জন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের এক হামলার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গাজায় ভয়াবহ এক অভিযানে নামে ইসরায়েলি বাহিনী। দীর্ঘ ১৫ মাস সামরিক অভিযানের পর যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল। তারপর প্রায় দু'মাস গাজায় কম-বেশি শান্তি বজায় ছিল; কিন্তু গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রশ্নে হামাসের মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসের তৃতীয় গত সপ্তাহ থেকে ফের গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত ১৮ মার্চ থেকে গাজায় নতুন করে শুরু হওয়া ইসরায়েলি বিমান হামলায় ৭-এর পাতায় দেখুন

হজ পালনে সৌদি পৌঁছেছেন ৪১ হাজার ৬৭১ বাংলাদেশি ৬ হজযাত্রীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র হজ পালনের জন্য বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত পরিচালিত ১০৪টি ফ্লাইটে সর্বমোট ৪১ হাজার ৬৭১ জন সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। বুধবার (১৪ মে) সকালে হজ পোর্টালে প্রকাশিত পবিত্র হজ ২০২৫ এর প্রতিদিনের বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। জানা যায়, এখন পর্যন্ত ১০৪টি ফ্লাইটে সর্বমোট ৪১ হাজার ৬৭১ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। এর মধ্যে সরকারি মাধ্যমে ৪ হাজার ৫৮৩ জন এবং বেসরকারি মাধ্যমে ৩৭ হাজার ৮৮ জন হজযাত্রী দেশটিতে পৌঁছেছেন। পরিচালিত ১০৪টি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৫২টি, সৌদি এয়ারলাইনস পরিচালিত ফ্লাইট ৩৬টি এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইনস পরিচালিত ফ্লাইট ১৬টি। এছাড়া, ৫২টি ফ্লাইটে ২০ হাজার ৮২৯ জন হজযাত্রীকে সৌদি নিইয়ে গেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, অন্যদিকে সৌদি এয়ারলাইনস পরিবহন করেছে ১৪ হাজার ৮৪ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইনস পরিবহন করেছে ৬ হাজার ৭৫৮ জন হজযাত্রী। এদিকে এবারের মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে হজ করতে সৌদি আরবে গিয়ে এখন পর্যন্ত ৬ জন মারা গেছেন । এদের মধ্যে ৫ জন পুরুষ এবং একজন নারী। চলতি বছরের হজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে গত ২৯ এপ্রিল থেকে। এদিন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রথম ডেডিকেটেড ফ্লাইট ৩৯৮ জন হজযাত্রী নিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারের কাছে বহু দাবি থাকলেও আমরা রাস্তায় নামছি না: জয়নুল আবদিন

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বহু দাবি থাকলেও বিএনপি রাস্তায় নামছে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। বুধবার (১৪ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফার্মেসি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো মেরামত শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। সরকারকে উদ্দেশ করে জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, আপনার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করতে যাবো কেন? আপনাকে তো আমরাই সরকারে বসিয়েছি। সরকারের কাছে আমাদেরও অনেক দাবি আছে কিন্তু আমরা রাস্তায় নামি না। তিনি বলেন, আপনাদের অনুরোধ করবো, মানুষের ভাষা বুঝুন। দেশের মানুষ নির্বাচন চায়। দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। আওয়ামী লীগের যেসব দোসররা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, তাদের চিহ্নিত করুন। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। যার বিদেশে কোনো সম্পদ নেই। যিনি স্বামী হারানোর পর গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য রাজপথে সংগ্রাম করেছেন। সেই নেত্রীও আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাহিনীর হামলা থেকে রক্ষা পাননি। হাসিনার বিদায় হয়েছে, কিন্তু তার প্রেতাত্মারা এখনো রয়ে গেছে। সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরও বলেন, হাজারো আয়নার ঘর আবিষ্কার হলো, কিন্তু আয়নার ঘর কারা বানালো? তারা কি এখনো আপনার সঙ্গে আছে? অবশ্যই আছে। তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। অনেকে বলে, আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ চায় না। আরে অনেক আগেই বিএনপি বলেছে, আইনের আওতায় এনে আওয়ামী লীগের বিচার করতে হবে। ফারুক বলেন, গত ১৬ বছর যারা আন্দোলন করেছে, জুলাই আন্দোলনে যারা গিয়েছে তাদের দাবি একটাইড় সুষ্ঠু নির্বাচন। বিএনপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য নয়, জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্বাচন চাই আমরা। এজন্যই ১৬ বছর আন্দোলন করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা সাম্য হত্যার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ঢাকা মেডিকেল, বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সেখানে চলে মদ, জুয়া, অসামাজিক কাজ, ছিনতাইকারীদের আড্ডা। এগুলো কারো চোখে পড়ে না? আমাদের এক ছাত্র নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। একটা তদন্ত কমিটি হবে, তারপর আর কিছু হবে না। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডা. এ বি সিদ্দিক হাওলাদার। এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামান, তাঁতি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব কাজী মনিরুজ্জামান মনির প্রমুখ।

ডলারের দর হবে বাজারভিত্তিক: গভর্নর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ডলারের বিনিময় হার শিগগির বাজারভিত্তিক করা হবে। রপ্তানি, রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহের ফলে ডলারের দরে বাড়তি প্রভাব পড়বে না। নতুন নিয়মে ডলারের দরে সর্বোচ্চ সীমা ১২২ টাকা থাকছে না। বাজারের চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে ডলারের দাম নির্ধারিত হবে। তা ১২২-এর বেশি বা কম হতে পারে। বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন এ তথ্য জানান গভর্নর। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন গভর্নর। সংবাদ সম্মেলনে ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার, ড. হাবিবুর রহমানসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর আশ্বস্ত করে বলেন, রপ্তানি আয় ও ৭-এর পাতায় দেখুন

বিলুপ্তির অধ্যাদেশ বাতিলে চলছে কলমবিরতি, স্থবির এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিলুপ্ত করে দুটি পৃথক বিভাগে ভাগ করে জারি করা অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে তিন দিনের কলমবিরতি চলছে ঢাকাসহ দেশের সব কাস্টম হাউস, শুল্ক স্টেশন, কর অঞ্চল ও ভ্যাট কমিশনারেট অফিসে। তিনদিনের কলমবিরতির প্রথম দিনে বুধবার (১৪ মে) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআরের প্রধান কার্যালয় অনেকটাই ফাঁকা দেখা গেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে এলেও তারা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন না। রুমের সামনে কলমবিরতির সাইনবোর্ড ঝুলছে। ফলে এনবিআরে কার্যত স্থবিরতা বিরাজ করছে। এনবিআর সংস্কার ঐক্য পরিষদের ব্যানারে তিন দিনের কর্মসূচি লেখা থাকার পাশাপাশি করদাতাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সকাল থেকে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা এলেও তারা কোনো সেবা পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে আন্দোলনে থাকা একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী বলেন, পরামর্শক কমিটির সুপারিশ এড়িয়ে ও স্টেকহোল্ডারসহ আমাদের মতামতকে উপেক্ষা করে সোমবার (১২ মে) রাতে গোপনীয়ভাবে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে। খসড়া অধ্যাদেশ জারির পর থেকেই আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই, অধ্যাদেশটি বাতিল করে পরামর্শক কমিটি যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেই প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে দেশের ভালোর জন্য নতুন অধ্যাদেশ জারি হোক। অবিলম্বে অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। তা না হলে আমাদের কলমবিরতি চলবে এবং ভবিষ্যতে আরও ৭-এর পাতায় দেখুন

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের প্রসঙ্গ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সব নাগরিকের প্রকাশ, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক আওয়ামী লীগ কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও নিবন্ধন বাতিল নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-মুখপাত্র টমি পিগট। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ব্রিফিংয়ের ধারাবিবরণী থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি দেশটির একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং নিবন্ধন বাতিল করেছে। ফলে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে দলটির অংশগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিকে, বরাবরই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও নির্বাচনের ৭-এর পাতায় দেখুন

সংসদে ১০০ নারী আসন চান নাসরিন আউয়াল

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীদের জন্য ১০০ আসন চায় উইমেন অ্যান্ট্রাপ্রেনার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)। বুধবার (১৪ মে) প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা সংসদে ১০০ জন নারীর আসন দেখতে চাই। নারীদের জন্য আসন বেশি হলে ভালো হয়। কারণ নারীরা সব কিছু ভালোভাবে বোঝে। আপনারা দেখবেন, নারী যেমন ঘর সামলায়, তেমনি সংসারের বাইরের কাজও সামলায়। নারীরা যদি আসে, তবে ভালো হবে। নারীদের দ্বারা সব কাজ ভালোভাবে করা সম্ভব। নাসরিন আউয়াল বলেন, নারীদের সেইভাবে নির্বাচনে সম্পৃক্ত করা হয় না। আমরা চাই, সব নারী যেন নির্বাচনে অংশ নিতে পারে। নারীরা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে। অনেক দিন আমরা নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোট দিতে পারি-নি। এবার আমরা সবাই সমানভাবে ভোটে অংশ নিতে চাই। ভোট এমনভাবে হোক যেন নারী-পুরুষ একসঙ্গে ৭-এর পাতায় দেখুন

ভূমিকম্পে দ্রুত উদ্ধার-সহায়তায় স্পেশাল ফোর্স গড়েছে ফায়ার সার্ভিস

স্টাফ রিপোর্টার : ভূমিকম্প ঝুঁকি বিবেচনায় ফায়ার সার্ভিসের অপারেশন্যাল বিভাগকে রাজধানীর মিরপুরে স্থানান্তর করার কথা জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল। তিনি বলেন, "ঢাকায় ভূমিকম্পের মতো বড় দুর্যোগ মুহূর্তে উদ্ধার সহায়তার জন্য কুইক রেসপন্স করতে ৬০ সদস্যের স্পেশাল ফোর্স গড়া হয়েছে।" ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০ জনের একটা করে স্পেশাল টিম গঠন করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব)-এর সদস্যদের নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা ৭-এর পাতায় দেখুন

জবি শিক্ষার্থীদের 'মার্চ টু যমুনা' কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা, টিয়ারশেল

জবি প্রতিনিধি : ৭০ শতাংশ আবাসন ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের 'মার্চ টু যমুনা' কর্মসূচি পুলিশের বাধার মুখে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা ডিএমপির নিষেধাজ্ঞা ভেঙে যমুনা অভিমুখে যেতে চাইলে কাকরাইল এলাকায় পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হয়। বুধবার (১৪ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে যাত্রা শুরু করে শিক্ষার্থীরা। পরে পুলিশের বাধার মুখে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকেনড় 'রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়', 'দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেবো রক্ত'ড় এমন নানা প্রতিবাদী শ্লোগান শোনা যায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, সংঘর্ষে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। পাশাপাশি কয়েকজন পুলিশ সদস্যও আহত ৭-এর পাতায় দেখুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি রনি ও সোহানাকে ১৭/০৩/২০২৫ইং তারিখ হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে

অফিস বিজ্ঞপ্তি : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কর্মরত দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি এবং বিশেষ প্রতিনিধি মোঃ শামসুন্নাহার সোহানাকে গত ১৭/০৩/২০২৫ইং তারিখে সাংবাদিক নিবন্ধন ও চুক্তিপত্রের শর্ত নং ৯(ঘ) এর অধীন কর্তৃপক্ষের সহিত অসাদাচরন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ উক্ত দুইজন সাংবাদিককে অব্যাহতি দিয়ে পত্র জারি করেন। পত্রে উল্লেখিত ২২/০৩/২০২৫ইং তারিখের মধ্যে ব্যবহৃত আইডি কার্ড, ফিতা, বুম সহ মাইক্রোফোন জমা দেওয়ার জন্য বলা হলেও অদ্যবধি জমা দেননি। যেহেতু উক্ত সাংবাদিকগণকে দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে সেহেতু কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেই বহন করতে হবে। দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকা কোন ভাবেই এর দায় নিবে না।

আরও উল্লেখ্য যে, উক্ত সাংবাদিকগন দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক বলে পরিচয় দিলে প্রমাণ সহ কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো। ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩ (অফিস)।

স্নাতক স্বীকৃতির দাবিতে শাহবাগ অবরোধ নার্সিং শিক্ষার্থীদের

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি পাশের পর প্রচলিত ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স দুটিকে স্নাতক সমমান (ডিগ্রি পাস কোর্স) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে রাজধানীর শাগবাগ মোড় অবরোধ করেছে নার্সিংয়ের শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৪ মে) দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এর আগে, দাবি আদায়ে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ শেষে তারা মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড়ের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ শাহবাগ থানার সামনে তাদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। লিন্তু পুলিশের ব্যারিকেড সরিয়ে শাহবাগ মোড়েই অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে দাবি আদায়ে মানববন্ধন, স্মারকলিপিসহ বিভিন্ন ৭-এর পাতায় দেখুন

আ.লীগসহ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বন্ধে বিটিআরসিকে চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো বন্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে সরকার। এগুলোর ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, টেলিগ্রাম, এক্সের (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্ট 'ব্লক' করতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) চিঠি দিয়েছে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি। বুধবার (১৪ মে) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সরকার এরই মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধের আওতায় পড়ে সাইবার কার্যক্রমও। তাই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, টেলিগ্রাম, এক্সসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বিটিআরসিকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কর্তৃপক্ষ এটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এই চিঠির আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা এবং এক্স ও ইউটিউব কতৃপক্ষকে চিঠি পাঠাবে বিটিআরসি। তারা তাদের নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। এর আগে, গত সোমবার (১২ মে) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এক প্রজ্ঞাপনে আওয়ামী লীগসহ সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর আকাশের মেঘের ঘনঘটা চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, মুষলধারে বৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার : সকাল থেকে রাজধানীর আকাশ পরিষ্কার থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুর্যের তাপ কমতে শুরু করে। দুপুর দুইটা নাগাদ আকাশ কালো হয় যায় মেঘে। এরপর পোনে তিনটা নাগাদ বিদ্যুৎ চমকানো আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে রাজধানীর অনেক এলাকায়। এরপর আস্তে আস্তে বৃষ্টি বাড়তে শুরু করে। বিকালের মধ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হতে পারে। এতে চলমান তাপপ্রবাহ কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। বুধবার (১৪ মে) আবহাওয়া অফিস জানায়, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দুয়েক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে পতন অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (১৪ মে) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। গত সপ্তাহের মতোই চলতি সপ্তাহে পুঁজিবাজারে সূচকের পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। একইসঙ্গে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৩৮.৯৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৮৩৫ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১০.৩৫ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৫৩ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৭.৬০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৭৯১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রশিক্ষণের অভাব

থমকে আছে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইটের ব্যবহার

খুলনা প্রতিনিধি : পরিবেশ রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হলেও খুলনায় এখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট। সরকারি পর্যায়ে গৃহীত কিছু প্রকল্পে সীমিতভাবে এই ইট ব্যবহৃত হলেও, বেসরকারি নির্মাণকাজে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। সরবরাহ ঘাটতি এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অভাবে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট ব্যবহার থমকে আছে বলে মনে করছেন নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা। স্থানীয় নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, ব্লক ইটের বাজার এখনো সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই সীমিত হওয়ায় সরবরাহে

ঘাটতি রয়েছে। স্থানীয় নির্মাণ শ্রমিকরাও ব্লক ইট ব্যবহারে অনভিজ্ঞ হওয়ায় এই ইট ব্যবহারের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এখনো এই ইটের উপকারিতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতা তৈরি না হওয়ায় অনেকে এটি ব্যবহারে আগ্রহ দেখান না। জানা গেছে, সিমেন্ট, বালু ও পাথর দিয়ে ব্লক ইট তৈরি হয়। বাজারে সলিড ও হলো দুই ধরনের ব্লক ইট পাওয়া যায়। তবে খুলনার বাজারে ব্লক ইট বিক্রি হচ্ছে না। যশোরের নিটল নিলয় কোম্পানি এবং জননী ব্লকার কোম্পানি ব্লক ইট তৈরি করে। খুলনাতে খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ইট ব্যবহারের প্রবণতা শূন্যের কোটায়। সলিড ব্লক ইট প্রতি হাজার ১৭-১৮ হাজার টাকা এবং হলো ব্লক প্রতি হাজার ৪৫-৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সলিড ব্লক ইট আকারে ছোট হয় এবং হলো ব্লক ইট আকারে বড় হয়। হলো ব্লকের একটি ইট সাধারণ প্রায় ৫টি ইটের সমান হয়। খোঁজ নিয়ে আরও জানা যায়, খুলনার ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাবি শিক্ষার্থী সাম্য হত্যার ঘটনায় আটক ৩ থানায় মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুর্বৃত্তের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের ১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী ও স্যার এ এফ রহমান হল ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহরিয়ার সাম্য (২৫) হত্যার ঘটনায় তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীর রাজাবাজারসহ কয়েকটি এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। তবে আটক ব্যক্তিদের নাম জানা যায়নি। এ ঘটনায় গতকাল বুধবার সকালে নিহতের বড় ভাই শরীফুল ইসলাম শাহবাগ ডিএমপির শাহবাগ থানায় ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি একটি মামলা দায়ের করছেন। গতকাল বুধবার সকালে মামলা ও আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর। তিনি বলেন, তিন জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে ৭-এর পাতায় দেখুন

রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরেক ধাপ এগিয়ে নিল পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের উন্নতিতে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে পাকিস্তানের। দেশটিতে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের বিশেষ সহকারী হারুন আখতার খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মস্কোর প্রতিনিধি ডেনিস নাজারুফ। এর মধ্য দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে নতুন এক দিগন্তের স্বপ্ন দেখছে পাকিস্তান। বুধবার (১৪ মে) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন। পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদ্মাধ্যমটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাক্ষাৎকালে দুইদেশের শীর্ষ এ দুই কর্মকর্তা পারস্পারিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং করাচিতে তারা ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে একটি যৌথ কর্মী গোষ্ঠী গঠনে সম্মত হয়েছেন। হারুন আখতার খান

পাকিস্তানে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেন, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের পাকিস্তানে বিনিয়োগ করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং ব্যবসার জন্য একটি শক্তিশালী এবং নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এসময় পাকিস্তান ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার সম্ভাবনার উপরও জোর দেন তিনি। তার মতে, এই সহযোগিতা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক হতে পারে। পাকিস্তান বিনিয়োগের জন্য একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও এর সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের বিশেষ এই সহকারী রাশিয়ান ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণে পাকিস্তানে আমন্ত্রণও জানান। পাকিস্তান ও রাশিয়ার ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

আলী রীয়াজের সঙ্গে আরএফ

ঐকমত্য কমিশনের কাজের অগ্রগতি এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিশনের পক্ষে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সমৃদ্ধশালী গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতীয় সনদ তৈরি করতে চায়, যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নির্দেশ করবে। এ লক্ষ্যে শিগগিরই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা শেষ হবে এবং দ্বিতীয় ধাপের আলোচনা শুরু করবে কমিশন। তিনি আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেবল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং স্বাধীন বিচার বিভাগ জনগণের দোরগোড়ায় সুবিচার ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে পারে। এ সময় ক্যারি কেনেডি ঐকমত্য কমিশনের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কমিশনের সাফল্য কামনা করেন।

নির্বাচনের সুযোগ যখন পাবো তখন

জামায়াতের সঙ্গে আঁতাত প্রেম করে, অবৈধ প্রেম করে টিকে আছে। এই প্রেম বেশিদিন টিকবে না।' সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আগে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তোমরা লিখতেও পারো না, দেখাতেও পারো না।' এ সময় এক সাংবাদিক শাজাহান খানকে লক্ষ্য করে বলেন, 'দল তো নিষিদ্ধ (কার্যক্রম) হয়ে গেলো নির্বাচন করবেন কীভাবে?' জবাবে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সুযোগ যখন পাবো, তখন ইনশাআল্লাহ করবো। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা যায় না। আওয়ামী লীগ ফিনিক্স পাখির মতো।' এরপর ধীরে ধীরে তাকে হাজতখানায় ঢোকানো হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর রাতে রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে শাজাহান খানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয় তাকে। এরপর থেকে তিনি কারাগারে।

জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা প্রতীক সুপ্রিম

প্রতীক হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। আর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৭২ সালে। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠারও আগে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে রাজনীতি করছে জামায়াতে ইসলামী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এদেশের অন্যতম বড় একটি দল। সব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এবং সংসদীয় রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে কয়টি সংসদ বসেছে সঠিকভাবে যে কয়টা নির্বাচন হয়েছে। সব নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে এমপি-মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচন কমিশন একটা নিবন্ধন ইস্যু করেন। কিন্তু বাংলাদেশের হাইকোর্ট মেজরিটি জাজমেন্টের ভিত্তিতে নিবন্ধনটি বাতিল করে। এর বিরুদ্ধে আমরা আপিল করেছিলাম। আপিল মামলা আজকে শুনানি শেষ হয়েছে। শুনানিতে আগামী ১ জুন এ মামলার রায় ঘোষণার জন্য দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। জামায়াতের এ আইনজীবী বলেন, আজকে আমরা আদালতকে বলেছি, জামায়াতের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার মাধ্যমে এবং কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাতিল করার মাধ্যমে বিচার বিভাগ রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। যারা এই মামলার শুনানি শেষে নিবন্ধন বাতিল করেছেন, তারা মূলত বাংলাদেশের উচ্চ আদালতকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ কারণে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। আমাদের এই আরগুমেন্ট আদালত অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শুনেছেন, প্রত্যাশা করবো এই আরগুমেন্টের ভিত্তিতে আগামী ১ জুন জামায়াতে ইসলামী তার নিবন্ধন ফিরে পাবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী নতুন উদ্যমে নতুনভাবে বাংলাদেশের মানুষের সমর্থন নিয়ে মেজরিটির ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিশির মনির আরও বলেন, প্রতীক নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের ১২ ডিসেম্বর একটি রেজ্যুলেশন গ্রহণ করে। এই রেজ্যুলেশনের কারণে নির্বাচন কমিশন জামায়াতের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজকে আমরা আদালতের কাছে এ বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে বলেছি রাজনৈতিক দলের প্রতীক সুপ্রিম কোর্ট বরাদ্দ করতে পারেন না। প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের। আদালত যেন এ বিষয়ে একটি অবজারবেশন দেন। নির্বাচন কমিশন যেন এ বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেন। আমরা আশা করি পূর্ণাঙ্গ রায়ে এ মর্মে নির্দেশনা দেবেন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লা বরাদ্দ না দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইসিকে চিঠি দেয় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। যদি কাউকে বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ওই বরাদ্দ বাতিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়। সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভায় এক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ইসিকে ওই চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 'দাঁড়িপাল্লা' ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের মনোগ্রামে ব্যবহার করা হয়। ফলে 'দাঁড়িপাল্লা' অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। 'দাঁড়িপাল্লা' ন্যায়বিচার তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হওয়ার পাশাপাশি যদি কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এতে আরও বলা হয়, এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিদের উপস্থিতিতে ২০১৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ফুলকোর্ট সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়েছে, 'দাঁড়িপাল্লা' ন্যায়বিচারের প্রতীক হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের মনোগ্রামে ব্যবহৃত হবে। অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানানো হোক। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ২০১৭ সালের ৯ মার্চ 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীক বাদ দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করে গেজেট প্রকাশ করে ইসি। ফলে নির্বাচনে দল বা প্রার্থীর প্রতীক হিসেবে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বাদ হয়ে যায়।

ঢাবি শিক্ষার্থী সাম্য হত্যার ঘটনা

সাম্যর মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত এবং এ সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। এই কমিটিতে সহকারী প্রক্টর শারমীন কবির কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (তদন্ত) সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। আগামী ৩ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

গ্যাসসংকটে কমছে শিল্প উৎপাদন

সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। তার পরও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) চাহিদামতো গ্যাস সরবরাহ করা যাচ্ছে না। পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে দেশের মোট গ্যাস চাহিদা ৩,৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট, অথচ সরবরাহ মাত্র ২,৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট। ফলে সরবরাহের চেয়ে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় গ্যাসের চাপ কম থাকে। আর গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলো জানিয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ফলে এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলোয়। শিল্পমালিকরা বলছেন, সময়মতো পণ্য রপ্তানি করতে না পারায় বাতিল হচ্ছে ক্রয়াদেশ। পণ্য না পেয়ে বিদেশি বায়াররা চলে যাচ্ছেন অন্য দেশে। তারা বলছেন, এমনিতেই তারা লোকসানে জর্জরিত, এভাবে চলতে থাকলে আর্থিক চাপের মধ্যে ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে ব্যবসায়ীদের ঋণখেলাপি হওয়া, কর্মী ছাঁটাই ও ভয়াবহ শিল্পমন্দার ঝুঁকি বাড়বে। এমন অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত দুই বছরে গ্যাসের দাম দুই দফায় বাড়ানো হয় গ্যাস সরবরাহ আরও খারাপের দিকে যাওয়া দেশের অর্থনীতির জন্য ভয়ংকর দুঃসংবাদ। সরকার চাইলে অন্য জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু তা না করে উল্টো শিল্পের গ্যাস কমিয়ে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদনে দেওয়া হচ্ছে, দেশের অর্থনীতির ওপর যার বিরূপ প্রভাব পড়বে। সরকার চাইলে সার উৎপাদন না করে আমদানিও করতে পারে। জানা গেছে, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদীর শিল্প-কারখানাগুলোতে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস না পাওয়ায় উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। গ্যাসের চাপ কম থাকায় এসব এলাকার শিল্প-কারখানা কখনো চলছে, কখনো বন্ধ থাকছে। গ্যাসভিত্তিক ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিজস্ব ব্যবস্থা থাকলেও গ্যাস সংকটে শিল্প-কারখানাগুলো সেগুলোও চালাতে পারছে না। অনেকে বাধ্য হয়ে বিকল্প জ্বালানি এলপিজি ব্যবহার করছেন। এতে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বড় ক্ষতির মুখে পড়ছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। গ্যাসসংকটের দরুন তৈরি পোশাকসহ অন্য কারখানাগুলোয় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিকল্প জ্বালানি হিসেবে মালিকরা বেশি দামে এলপিজি গ্যাস ও ডিজেল কিনে সংকট নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দ্রুত সংকট নিরসন করা না গেলে শিল্প খুব খুবই ক্ষতির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা কারখানা মালিকদের। সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে প্রায় দেড় হাজার শিল্প-কারখানা রয়েছে। জানা গেছে, কারখানাগুলোতে গ্যাসের চাপ থাকার কথা ১৫ পিএসআই (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে গ্যাসের চাপের ইউনিট) চাপের গ্যাস দরকার। তা এখন অর্ধেকে নেমে গেছে। ফলে সাভার-আশুলিয়ার শিল্প-কারখানা কখনো চলছে, কখনো বন্ধ থাকছে। বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমইএ) সভাপতি মইনুল ইসলাম বলেন, সিরামিক খাতসহ শিল্পে গ্যাসসংকট বাড়ছে। সিরামিক খাতের প্রধান জ্বালানি গ্যাস। নিরবচ্ছিন্ন চাহিদা বা চাপে গ্যাসসংকটে সিরামিক খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এরই মধ্যে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে গ্যাসের স্বল্প চাপের কারণে গাজীপুর ও নরসিংদী অঞ্চলের কারখানাগুলোতে ৫০ শতাংশ উৎপাদন কম হচ্ছে। তবে গ্যাসের চরম সংকট বিরাজ করছে সাভার ও ধামরাই অঞ্চলের কারখানাগুলোতে। এসব এলাকার সিরামিক কারখানার উৎপাদন প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে গেছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান জানিয়েছেন, আমাদের গ্যাসের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, আবার এলএনজি আনতে যে আর্থিক সামর্থ্য প্রয়োজন, তাও কম। তাই চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস দেওয়া যাচ্ছে না।

গাইবান্ধায় জেগে ওঠা চরের জমি

চলে আসছিল। গতকাল বুধবার সকালে ওই জমির মালিকানা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আব্দুল মজিদ (৬২), আমিরুল ইসলাম (৪৮), তাজেল আকন্দ (৫০), আলমগীর হোসেনসহ (৪৫) উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল মজিদকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া গুরুতর আহত একই গ্রামের আমিরুল ইসলাম (৪৮), তাজেল আকন্দকে (৫০) আশঙ্কাজনক অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকি আহতরা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। তাৎক্ষণিক তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম জানান, জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল মজিদ আকন্দের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

ইশরাককে মেয়র পদে শপথ

বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ফজলে নূর তাপসকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গত ২৭ মার্চ ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ ও নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. নুরুল ইসলাম ওই ফলাফল বাতিল করে ইশরাক হোসেনকে বৈধ মেয়র হিসেবে ঘোষণা দেন। নির্বাচন কমিশন ইশরাকের নগরবাসী ও রাজনৈতিক কর্মীরা বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে দায়িত্ব না দিলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে ২৭ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ইশরাক হোসেনকে মেয়র হিসেবে ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করে। তবে গেজেট প্রকাশের পরও তাকে মেয়রের দায়িত্ব না দেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী আপিল করতে পারেন এবং আপিল নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ ১২০ দিন সময় নির্ধারিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইনি প্রক্রিয়ার কোনো বাঁধা না থাকায় ইশরাক হোসেনকে দ্রুত দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়াই সরকারের উচিত। অন্যথায় তারা আবারও মাঠে নামার হুমকি দিয়েছেন।

দুদকের মামলায় হাইকোর্টে জামিন

ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা করে দুদক। মামলার বিচার শেষে ২০২৩ সালের ২ আগস্ট জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় তারেক রহমানকে দুটি অভিযোগে নয় বছর ও তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমানকে ৩ বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের তৎকালীন বিচারক মো. আছাদুজ্জামান। রায়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন ২০০৪-এর ২৬(২) ধারায় তারেক রহমানকে তিন বছর ও ২৭(১) ধারায় ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাকে তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জোবাইদা রহমানকে ২৭(১) ধারায় তিন বছর কারাদণ্ড দেন। তাকেও জরিমানা করা হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। এদিকে গত বছরের শেষের দিকে এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জোবাইদা রহমানের সাজা এক বছরের জন্য স্থগিত করে সরকার। সেই গেজেটে বলা বলা হয়, ডা. জোবাইদা রহমানের সাজা স্থগিতের বিষয়ে দাখিল করা আবেদন এবং আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের আলোকে ২২ সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপন (১০ অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত) সংশোধনপূর্বক আইনের ক্ষমতাবলে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকা এর মেট্রো বিশেষ মামলা নং-৩৪১/২০২২ [কাফরুল থানার মামলা নং-৫২, তারিখ-২৬-০৯-২০০৭] -এ তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ আদালতে আপিল দায়েরের নিমিত্ত বিনাশর্তে ১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো। এরপর চলতি বছরের ৬ মে দেশে ফেরেন জোবাইদা রহমান।

রাজশাহী নার্সিং কলেজ বন্ধ ঘোষণা

কলেজের অধ্যক্ষ মতিয়ারা খাতুন বলেন, আগামী ১৬ তারিখ থেকে পরীক্ষা। আরও বিশৃঙ্খলা যদি হয়ে যায়, এ আশঙ্কায় কলেজ বন্ধ করে দিতে হলো। সবকিছু স্বাভাবিক হলে শিক্ষা কার্যক্রম আবারও চালু হবে। তবে এমন নির্দেশনায় নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা চরম ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, আমাদের ওপর হামলা হলো, আমরা আহত ও রক্তাক্ত হলাম। আবার উল্টো আমাদেরকেই শাস্তি দিচ্ছে। আমাদেরকেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে এখন হল ত্যাগ করতে বলছে! হল ত্যাগ না করলে শাস্তিও দেবে বলছে। এ কেমন বিচার! হঠাৎ এই নির্দেশনায় দূরের ছাত্রীরা কোথায় যাবে এখন? কীভাবে বাসায় যাবে? উল্লেখ্য, ডিপ্লোমা (সিনিয়র স্টাফ নার্স) কোর্সের শিক্ষার্থীরা তাদের বিএ-এর সমমান দেওয়ার দাবিতে টানা আন্দোলন করে আসছেন। আর এটি না করার দাবিতে আন্দোলন করছেন বিএসসি নার্সিং (বেসিক) কোর্সের শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে গত মঙ্গলবার দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে দুই পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। এর জেরে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

আগামী মাসে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার

তিনি। দুবাই থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন গভর্নর। সংবাদ সম্মেলনে ডেপুটি গভর্নর ড. হাবিবুর রহমানসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আহসান এইচ মনসুর বলেন, আমাদের লক্ষ্য ব্যাংকের গভর্নেন্স নিশ্চিত করা, এরই মধ্যে ১৪টি বোর্ড পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেখানে গুণগত পরিবর্তন এসেছে। বিতরণ করা ঋণের ১০ শতাংশের বেশি খেলাপি হলে লভ্যাংশ দিতে পারবে না ব্যাংক। পাশাপাশি নগদ জমা ও বিধিবদ্ধ জমায় ঘাটতির কারণে কোনো ব্যাংকের ওপর আরোপ করা দণ্ডসুদ বা জরিমানা অনাদায়ি থাকলেও লভ্যাংশ দিতে পারবে না ব্যাংকগুলো।

তিনি বলেন, ব্যাংক সংস্কার শুরু হয়েছে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে যারা উল্টাপাল্টা করবেন তাদের বিরুদ্ধব্যবস্থা। ব্যাংককে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। শর্টফুল থাকলে আমটা সে ব্যাংক নিয়ে নেবো, মার্জার করবো বা যা করার করবো। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানতকারীর সঙ্গে আছে। রাষ্ট্র সাময়িক সময়ের জন্য নিয়ে নেবে এতে ব্যাংক ভালো থাকবে, ঘুরে দাঁড়াবে। আমরা ব্যাংক নয়, আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষায় আসবো।

গুমোট আবহাওয়া ও তীব্র

আপাতত বন্ধ রাখা হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র বরিশাল লাহারহাট ফেরির ম্যানেজার সিহাবউদ্দিন বলেন, নদী উত্তাল থাকলে আমরা খুব সতর্কতার সঙ্গে ফেরি চালিয়ে থাকি। কিন্তু গুমোট আবহাওয়া ব্যাপক ঝড়ে রূপ নিলে বরিশাল-ভোলা ও ভোলা-লক্ষ্মীপুর নৌ-রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভোলা জেলার পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, বুধবার বরিশাল অঞ্চলসহ ভোলায় যেকোনো মুহূর্তে দমকা হাওয়াসহ, ঝড়ো বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

নিজ দায়িত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে

বিচারের আওতায় আনা হবে। তবে শুধু ব্যক্তি নয়ড়উদ্যান কেন্দ্রিক অপরাধচক্র, মাদক চক্র এবং উদ্যানের অনিরাপদ পরিবেশও এ ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হওয়ার কথা ছিল স্বস্তির জায়গা, অথচ অবৈধ দোকান, মাদক ব্যবসাসহ নানা ধরনের অপরাধচক্রের কারণে এটি দীর্ঘদিন যাবৎ আতঙ্কের স্থানে পরিণত হয়েছে। উপদেষ্টা লিখেন, এরই মধ্যে ঢাবি প্রশাসন, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ডিএমপিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরামর্শ অনুযায়ী খুব শিগগিরই উদ্যানকে একটি নিরাপদ স্থানে পরিণত করা হবে। আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে নিরাপদ একটি জায়গা হিসেবে গড়ে তুলবো। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছি। সবশেষে দুঃখ প্রকাশ করে আসিফ মাহমুদ লেখেন, আমরা দুঃখিত সাম্য, তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারিনি। তবে আর কারো সঙ্গে যেন এমন কিছু না ঘটে তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। এর আগে মঙ্গলবার (১৩ মে) দিবাগত রাত ১২টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় সাম্যকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সাম্য ঢাবির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি সিরাগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায়। সহপাঠী বায়েজীদ আব্দুল্লাহ জানান, ঘটনা রাত সাড়ে ১১টার। সাম্যের সঙ্গে তিনি এবং তাদের আরেক বন্ধু রাফি ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংশ্লিষ্ট রমনা কালীমন্দিরের গেট দিয়ে একটি মোটরসাইকেল করে বের হচ্ছিলেন তারা। এ সময় তাদের মোটরসাইকেলের সঙ্গে অন্য একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে অন্য মোটরসাইকেলে থাকা আরোহী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গে থাকা ১০-১২ জন চারটি মোটরসাইকেলে ঘটনাস্থলে আসেন। এ সময় তাদের সঙ্গে সাম্য এবং তার বন্ধুদের কথা কাটাকাটি হয়। যা মারামারিতেও রূপ নেয়। এক পর্যায়ে সাম্যকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় দলটি। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফারুক বলেন, সহপাঠীরা সাম্যকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার ডান পায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

সাম্য হত্যাকাণ্ডে ভিসি-প্রক্টরের

ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের অভিযানে রাজধানীর পান্থপথের একটি হাসপাতাল থেকে তামিম, মল্লিক ও পলাশ নামে তিনজনকে আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, আটকরা থাকতেন এবং মাদক সেবনের উদ্দেশ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাতের এ ঘটনার পর বুধবার (১৪ মে) যোহরের নামাজের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে সাম্যের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ ছাত্রদল রাজু ভাস্কর্য থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে যা কেন্দ্রীয় মসজিদ, মধুর ক্যান্টিন হয়ে উপাচার্য চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ক্যাম্পাস কমিটির নেতাকর্মীরা। সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি রাকিব বলেন, শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের কাছ থেকে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য পাইনি। এর আগেও ঢাবি এলাকায় মাদকসেবীদের দ্বারা আমাদের ছাত্ররা আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এখন মাদকসেবীদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, স্যারদের মূল দায়িত্ব ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ছাত্রলীগের দোসরদের বিচার নিশ্চিত করা। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা পাইনি। তাদের এ ধরনের নীরব ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে তিনি বলেন, ছাত্রসমাজের মধ্য থেকে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি উঠেছে। আশা করি, তারা সেই দাবি শুনবেন ও পদত্যাগ করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে। রাকিব বলেন, সুষ্ঠু তদন্ত করে খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাই। আর যদি ভবিষ্যতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের কোথাও ছাত্রদলের কোনো নেতাকর্মী আক্রান্ত হয়, এবং সরকার কোনো ব্যবস্থা না নেয়, তবে সরকার পতনের আন্দোলনে রাজপথে নামবে ছাত্রদল। আমরা ছাড় দিয়ে কথা বলবো না। আমরা রক্ত ভয় করি না।

চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা শূন্যে নামিয়ে

না। কিন্তু গত কয়েক মাসে সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাতে যদি এবছর যদি তারা আশানুরূপ ফল না আসে তাহলে তো সব কিছু মনে হবে জলে গেল। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক অর্জনের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন হচ্ছে একটি প্রতীকী সমস্যা এবং খুবই জটিল সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে অন্যান্য শহর ও জেলা উৎসাহিত হবে, তাই চট্টগ্রামকে এই কাজে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে।

এই সমস্যা নিরসনে নিয়মিত তাগিদ দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেন, চট্টগ্রাম শহরের যে সক্ষমতা রয়েছে অন্য অনেক অনেক শহরের সেই সক্ষমতা নেই। তাই চট্টগ্রামের সব প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় হতে হবে এবং নাগরিক সমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে নিজেদের সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন এবং অক্সিজেন-হাটহাজারী মহাসড়কের উন্নয়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, শিক্ষা উপদেষ্টা সি. আর আবরার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুকুইআজম, প্রধান উপদেষ্টার স্পেশাল এনভয় লুৎফে সিদ্দিকী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদসহ আরও অনেকে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তরুণ শক্তি বিএনপিতে: রফিকুল

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু বলেছেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তরুণ শক্তি বিএনপিতে রয়েছে। যারা নিজেদের তরুণদের প্রতিনিধিত্বকারী দাবি করে, তারা ওয়ার্ড বা থানায় পাঁচ জন কর্মীও দেখাতে পারবে না, অথচ বড় বড় কথা বলছে। গতকাল বুধবার নয়াপল্টনে দলের কার্যালয়ে ঢাকায় আসন্ন 'বিভাগীয় তারুণ্যের সমাবেশ' সফল করতে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ মে। তিনি জানান, গত ১৬ বছরে আন্দোলনে বিএনপির সহস্রাধিক নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন। শুধু জুলাই মাসেই প্রাণ গেছে ৪৫০ জনের বেশি নেতাকর্মীর। অথচ কেউ কেউ বলছে বিএনপির কোনো অবদান নেই- এটি ইতিহাস বিকৃতি। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র ও অধিকার ফিরিয়ে দিতে বছরের পর বছর সময় নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে বিএনপি চ্যালেঞ্জ জানাবে। তরুণদের পাশে থাকবে বিএনপি। সভায় আরও বক্তব্য দেন মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিন, যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়ন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাদ মোর্শেদ পাপ্পা সিকদার, ছাত্রদল নেতা আব্দুল হান্নান মজুমদার প্রমুখ। সভার সভাপতিত্ব করেন খন্দকার এনামুল হক, সঞ্চালনায় ছিলেন জহির উদ্দিন তুহিন।

মীর আহমাদ বিন কাশেমের সঙ্গে আয়নাঘর পরিদর্শনে ক্যারি কেনেডি

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত মানবাধিকার সংগঠন আরএফকে সেন্টার- এর প্রধান এবং রবার্ট এফ. কেনেডির কন্যা ক্যারি কেনেডি বাংলাদেশের আলোচিত গোপন নির্যাতন কেন্দ্র আয়নাঘর পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ করেন আট বছর ধরে বন্দি থাকা মীর আহমাদ বিন কাশেমের সঙ্গে। গতকাল বুধবার সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করে এসব তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাশেম শেখ হাসিনার শাসনামলে গুমের শিকার হন। গত মঙ্গলবার আয়নাঘরে তাদের সাক্ষাতের সময় নিজের বিভীষিকাময় বন্দিজীবনের কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভেঙে পড়েন মীর আহমাদ। চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি ক্যারি কেনেডিও। তিনি মীর আহমাদকে সান্ত্বনা দেন এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা তার অমানবিক বন্দিত্বের কথা শোনেন। প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাস-নামলে বাংলাদেশে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোচ্চার ছিলেন ক্যারি কেনেডি। তার নেতৃত্বে আরএফকে সেন্টার বারবার বাংলাদেশ সরকারের নিন্দা জানিয়েছে এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের মুক্তির দাবি জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ক্যারি কেনেডি ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর চাপই মীর আহমাদ বিন কাশেমকে জীবিত রাখার অন্যতম কারণ ছিল। ক্যারি কেনেডি এসময় বলেন, আয়নাঘর শুধু একটি জায়গা নয়, এটি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতীক। মীর আহমাদের মতো মানুষরা আমাদের প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। এই সাক্ষাৎ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দেবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আওয়ামী লীগের সাবেক প্রভাবশালী ৭ মন্ত্রী-এমপি নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার পৃথক মামলায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ ৭ জনের নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমানের আদালত এ আবেদন মঞ্জুর করেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। পরে বিচারক সেটি মঞ্জুর করেন। অন্য আসামিরা হলেন, সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক এমপি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু। মামলাগুলোর মধ্যে, আনিসুল হককে ৩ মামলায়, মনিরুল ইসলাম মনুকে তিন মামলায়, আমির হোসেন আমু ২ মামলায়, রাশেদ খানকে ২ মামলায়, হাসানুল হক ইনু ২ মামলায়, জুনাইদ পলককে ২ মামলায়, শাজাহান খানকে ১ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সব মামলাই জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক।

রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে চেয়ারম্যানকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার করগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দাশ রানাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন একদল যুবক। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে সিলেট নগরীর রিকাবীবাজার এলাকায় একটি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে সেখান থেকে বের করে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। নির্মলেন্দু দাশ রানা (৪৫) নবীগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক ও করগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর মিছিলে হামলার ঘটনায় জড়িত অভিযোগে নির্মলেন্দু দাশ রানাকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগের ২৬ নেতার বিরুদ্ধে নবীগঞ্জ থানায় ২০২৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর মামলা করেন জামায়াতের সদর ইউনিয়নের সভাপতি শাহ মো. আলাউদ্দিন। এজাহারভুক্ত প্রধান আসামি হওয়ায় আত্মগোপনে চলে যান রানা। পরবর্তী সময়ে জামায়াতের নেতা শাহ আলাউদ্দিন সঙ্গে টাকার বিনিময়ে মামলাটি আপোসের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় শাহ আলাউদ্দিনকে বহিষ্কার করে জামায়াতে ইসলামী। এরপর ঢাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার ঘটনায় রানাকে আসামি করে আরেকটি মামলা করা হয়। গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রিকাবীবাজার এলাকায় ফাতেমা রেস্টুরেন্টে খেতে যান রানাসহ নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা। এ সময় নবীগঞ্জের কয়েকজন ছাত্রনেতা রানাকে দেখে সেখান থেকে বের করে পিটিয়ে আহত করেন। খবর পেয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের লামাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির এসআই আলী হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রানাকে উদ্ধার করেছেন। নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. কামাল হোসেন বলেন, চেয়ারম্যান রানাকে মারধর ও আটকের খবর পেয়েছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছি।

রাজশাহী নার্সিং কলেজ বন্ধ ঘোষণা শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহী নার্সিং কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে আবাসিক শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গতকাল বুধবার সকালে কলেজটির অধ্যক্ষ মতিয়ারা খাতুন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার দুপুরে ডিপ্লোমার সঙ্গে বিএসসি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনার পর বন্ধ ঘোষণা আছে। নোটিশে বলা হয়েছে, এ আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগের দিন ডিপ্লোমা (সিনিয়র স্টাফ নার্স) ও বিএসসি নার্সিং (বেসিক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ মতিয়ারা খাতুন বলেন, আগামী ১৬ তারিখ থেকে পরীক্ষা। আরও বিশৃঙ্খলা যদি হয়ে যায়, এ আশঙ্কায় কলেজ বন্ধ করে দিতে হলো। সবকিছু স্বাভাবিক হলে শিক্ষা কার্যক্রম আবারও চালু হবে। তবে এমন নির্দেশনায় নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীরা চরম ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, আমাদের ওপর হামলা হলো, আমরা আহত ও রক্তাক্ত হলাম। আবার উল্টো আমাদেরকেই শাস্তি দিচ্ছে। আমাদেরকেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে এখন হল ত্যাগ করতে বলছে! হল ত্যাগ না করলে শাস্তিও দেবে বলছে। এ কেমন বিচার! হঠাৎ এই নির্দেশনায় দূরের ছাত্রীরা কোথায় যাবে এখন? কীভাবে বাসায় যাবে? উল্লেখ্য, ডিপ্লোমা (সিনিয়র স্টাফ নার্স) কোর্সের শিক্ষার্থীরা তাদের বিএ-এর সমমান দেওয়ার দাবিতে টানা আন্দোলন করে আসছেন। আর এটি না করার দাবিতে আন্দোলন করছেন বিএসসি নার্সিং (বেসিক) কোর্সের শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে গত মঙ্গলবার দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে দুই পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। এর জেরে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

হোমনায় পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লার হোমনায় ডেভিল হান্ট অভিযানে নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী হাসান মিরাজকে গ্রেফতার করেছে হোমনা থানা পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাতে শ্রীমদ্দি মোড়ের বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মেহেদী হাসান মিরাজ হোমনা পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড পশ্চিম শ্রীমদ্দি গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে। সে হোমনা পৌর ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি। থানা সূত্রে জানা যায়, পুলিশ গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করেন। এতে জেলার তিতাস থানার বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় মেহেদী হাসান মিরাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে হোমনা থানার উপ পরিদর্শক মো. এহসানুল হাসান সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ডেভিল হান্ট অভিযানে তিতাস থানার বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় হোমনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মিরাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রীকে হত্যা ও দুই সন্তানকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়া শহরে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীকে হত্যা ও দুই কন্যা শিশুকে মারপিট করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মামুন আলী নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। গত মঙ্গলবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মেঘলা খাতুন নামে ওই নারীর মৃত্যু হয়। হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) হোসেন ইমাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে কুষ্টিয়া শহরের হরিশংকরপুর এলাকায় স্ত্রীকে কুপিয়ে ও দুই সন্তানকে মারপিট করে আহত করে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মামুন। পরে তাদের চারজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মামুন কুষ্টিয়া শহরের হরিশংকরপুর এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে। আহত অন্যরা হলো- তার চার বছর বয়সী মেয়ে কুলসুম ও দেড় বছর বয়সী জান্নাত। পরকীয়ার জেরে স্ত্রীকে হত্যা ও দুই সন্তানকে হত্যাচেষ্টা যুবকের এ বিষয়ে মামুনের পরিবার, স্বজন ও প্রতিবেশীরা জানান, মামুনের স্ত্রী মেঘলা পরকীয়ায় লিপ্ত ছিলেন। এ নিয়ে মাঝেমধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হত। এর জেরে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর স্ত্রীকে বেধড়ক মারপিট করে ও কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন মামুন। পরে দুই কন্যা শিশুকে আঘাত করে। এতে তারা তিনজনই গুরুতর আহত হয়। এরপর মামুন ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। প্রতিবেশীরা তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রতিবেশী স্বপ্না খাতুন বলেন, মামুনের স্ত্রী পরকীয়া করতো। পরপুরুষের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলতো। কয়েকদিন আগে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আবারও ফিরে আসে। এরপর স্বামীর সঙ্গে সংসার করছিল। গত মঙ্গলবার হঠাৎ করে মামুন তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। একই সঙ্গে দুই শিশু মেয়েকে ও স্ত্রীকে মারপিট করে। এরপর মামুন নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের আমরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) হোসেন ইমাম জানান, মারপিট ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চারজন গুরুতর আহত হন। পরে মেঘলা নামে ওই নারী মারা গেছেন। বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আমরা সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা দিচ্ছি। বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কচুয়া সরকারি মহিলা কলেজে অভিভাবক সমাবেশ ও সভা

স্টাফ রিপোর্টার : কচুয়া সরকারি মহিলা কলেজে অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা গতকাল কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কলেজের অধ্যাপক শিশির কুমার রায়। প্রভাষক সুযশ কান্তি মন্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম সেখ, সহকারী অধ্যাপক মিলন কান্তি মৈত্র, প্রভাষক এস এম বনি আমিন, প্রভাষক মোঃ আব্দুল হান্নান নকীব, অভিভাবক সদস্য আছিয়া খাতুন অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্রী ও ছাত্রী গার্ডিয়ান গন উপস্থিত ছিলেন।

সরিষাবাড়ী নিখোঁজের ৫ দিন পরেও সন্ধান মেলেনি ব্যবসায়ীর

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলায় ব্যবসায়ী স্বপন মিয়া(৩৯) নিখোঁজের ৫ দিন অতিবাহিত হলেও আজও সন্ধান মেলেনি। গত শনিবার থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছেন। জানা যায় নিখোঁজ স্বপন মিয়া উপজেলার পোগলদীঘা ইউনিয়নের মূলবাড়ী এলাকার বাসিন্দা জসিম উদ্দিন মোল্লার ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ব্যবসায়ী স্বপন মিয়া গত শনিবার রাতে মসজিদে এশার নামাজ পড়ার কথা বলে মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যান। ঐদিন রাত ৯টায় মুঠোফোনে স্ত্রী আখির সাথে ফোনে কথা হয়। কিন্তু গভীর রাত হলেও সে আর বাড়িতে ফিরেনি। পরে তার মোটরসাইকেলটি চৌধুরী মোড় এলাকায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল থেকে মোটরসাইকেল ও তার পরনের শার্ট উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনায় নিখোঁজের পিতা জসিম উদ্দিন মোল্লা সরিষাবাড়ী থানায় গত রোববার দুপুরে একটি সাধারণ ডায়েরী করেছেন। নিখোঁজ ব্যবসায়ী স্বপনের স্ত্রী আখিঁ আকতার বলেন, নামাজ পড়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়িতে ফিরেনি। তার স্বামীকে উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে জোর দাবি জানান। এ বিষয়ে সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদ হাসান বলেন, আমি নতুন এসেছি। দ্রুত প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কালীগঞ্জে খেলার মাঠ বন্ধের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যালয়ের সন্মুখে খেলার মাঠে প্রবেশ বন্ধে প্রাচীর নির্মাণ চেষ্টার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার দুপুর দেড়টায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌর এলাকার নিশ্চিন্তপুর সরকারী ভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় দেড় শতাধিক ক্ষুদে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সন্মুখে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বিক্ষোভ প্রর্দশন করে। শিক্ষার্থীদের ভার্ষ্য, তাদের বিদ্যালয়ের সন্মুখ মাঠটি প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা যাবে না। মাঠটি ঘিরে দিলে তারা আর খেলতে পারবে না। শিশু শিক্ষার্থীরদের দাবী তারা মাঠ চায়, উন্মুক্ত মাঠে খেলাধুলা করতে চায়। বিক্ষোভ ও মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শামিমা হোসেন রিপা বলেন, এ বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৩ শতাধিক শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়ের সন্মুখে উনুক্ত মাঠে শিশুরা খেলাধুলা করে থাকে। কিন্তু সরকারী নলডাঙ্গা ভূষণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই মাঠটি ঘিরে দিতে প্রাচীর নির্মানের চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, তার বিদ্যালয়ের সামনে প্রাচীর দিলে মাঠটি অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মাঠে প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে তারা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হবে। এজন্য তারা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন মহলের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন। মানবন্ধনে অংশ নেওয়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকদেরও দাবী তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য মাঠটি মুক্ত রাখতে হবে। তারা যেন খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত না হয়। প্রাচীর নির্মানের বিষয়টি জানতে সরকারী নলডাঙ্গা ভূষণ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন তোতার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, তার বিদ্যালয়ের নিরাপত্তায় সরকারী ভাবে একটি প্রাচীর নির্মাণের টেন্ডার হয়েছে। এটি নির্মাণে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়ে ভূষণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে থেকে আপত্তি জানায়। তারা বিষয়টি আইনানুগ অবস্থা জেনে ব্যবস্থা নিবেন বলে জানান তিনি।

দুইটি কিডনিই নষ্ট, আক্তারুলের প্রতিস্থাপনের সাহায্য প্রয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার : দুইটি কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্দি ইউনিয়নের মিয়াকুন্ডু গ্রামের আহমেদ মোল্যার ছেলে আক্তারুল ইসলামের (২৩)। কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পর থেকে সপ্তাহে ২ দিন ডায়ালাইসিস করাতে হচ্ছে। ডায়ালাইসিস না করা গেলে অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে হাত-পা ফুলে হাঁটা-চলা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৪ বছর ধরে ডায়ালাইসিস করাতে গিয়ে তার বাবার মাঠের জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। পরিবারে উপার্জন অক্ষম বৃদ্ধ পিতা ও দিনমজুর ভাইয়ের সংসারে এখন আর মিলছে না অর্থ। এখন মানুষের সহায়তায় চিকিৎসা করাতে হয়। বর্তমানে খুব দুর্দশার মধ্যে দিন পার করছেন আক্তারুল। তার ৪ বছরের ছোট্ট একটা ফুটফুটে মেয়ে রয়েছে। আক্তারুলের স্ত্রী তার একটি কিডনি স্বামীকে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু অর্থাভাবে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। ফলে চিকিৎসাহীনতায় সাহায্যের আকুতি জানিয়েছেন আক্তারুল ও তার পরিবার। শিক্ষাজীবনে প্রথমে আক্তারুল নারিকেলবাড়িয়া জেড এ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৩ সালে এসএসসি ও নারিকেলবাড়িয়া আমেনা খাতুন কলেজ থেকে ২০১৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপি এ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। পরে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স শেষ করেন। আক্তারুল ইসলাম বলেন, পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির পর ঋণ করে চিকিৎসা চালাচ্ছেন।

জবি শিক্ষার্থীদের 'মার্চ টু যমুনা'

হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সংঘর্ষে আহত অন্তত ১২ জন শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাকরাইল এলাকায় অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা বলছেন, তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবিগুলো, আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসন বৃত্তি ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে কার্যকর করতে হবে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত পূর্ণাঙ্গ বাজেট কাটছাঁট না করেই অনুমোদন করতে হবে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ পরবর্তী একনেক সভায় অনুমোদন করে অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করতে হবে।

রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে ইস্পাত উৎপাদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে যৌথ উদ্যোগের নতুন পথ খোলার জন্য এই বৈঠককে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন পাকিস্তানি কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা।

আ.লীগসহ সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সব

এসব সংগঠনের যেকোনো সভা-সমাবেশ, মিছিল, প্রচারণা ও গণমাধ্যমে উপস্থিতি নিষিদ্ধ থাকবে। এ নির্দেশনার আলোকে ওইদিন রাতেই রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নিবন্ধনও স্থগিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি ও বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোকে শিগগিরই অ্যাকাউন্ট ও লিংক 'ব্লক' করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হবে।

তবে, বিষয়টি সহজ নয় বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের। জানা গেছে, সরকার চাইলে ওয়েবসাইট ব্লক করতে পারে, তবে ফেসবুক বা ইউটিউবের কনটেন্ট সরানো বা অ্যাকাউন্ট বন্ধের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সরকারের নেই। এসবের জন্য মেটা, গুগল বা সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মগুলোকে অনুরোধ করা হয়। তারা নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই করে পদক্ষেপ নেয়। মেটার সর্বশেষ স্বচ্ছতা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে ২ হাজার ৯৪০টি কনটেন্টের অ্যাক্সেস সীমিত করেছে তারা। অন্যদিকে গুগলের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো ৪৯০টি অনুরোধে মোট ৫ হাজার ৮২৭টি কনটেন্ট সরানোর কথা বলা হয়। তবে বছরের প্রথমার্ধে গুগল ৬৮.২ শতাংশ এবং দ্বিতীয়ার্ধে ৪৫.৮ শতাংশ অনুরোধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

ঢাবি শিক্ষার্থী সাম্য হত্যার ঘটনায়

কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। এর আগে, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় সাম্যকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের কালিমন্দিরের পাশে তিন যুবক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সাম্যর ওপর হামলা করেন। এসময় হামলাকারীরাও আহত হন। তারা একটি ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে দুজনকে আটক করে। এ সময় পালিয়ে যান আরেক যুবক। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে রমনা কালিমন্দিরের পাশে মোটরসাইকেলে ধাক্কাকে কেন্দ্র করে একটি মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। বিস্তারিত জানতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। নিহত সাম্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের স্যার এ এফ রহমান হলের সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জড়ো হতে থাকেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ ও চত্বরে মধ্যরাতেও নেতাকর্মীদের অবস্থান করতে দেখা যায়।

ঘটনা তদন্তে কমিটি: এদিকে, সাম্যের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) প্রশাসন। গতকাল বুধবার ঢাবির কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমানকে প্রধান ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। সহকারী প্রক্টর শারমীন কবির কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (তদন্ত) সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিকে আগামী ৩ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।

হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি: সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত ঢাবি শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার সাম্যের হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি চাইলেন তার বড় ভাই আনোয়ারুজ্জামান সাগর। গতকাল বুধবার বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ছোট ভাইয়ের জানাজার আগে কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বলেন, আর কোনো মেধাবী সন্তান যেন এমন নৃশংসতার শিকার না হন। এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সাম্যের রাজনৈতিক সহকর্মী এবং সহপাঠীরাও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। আনোয়ারুজ্জামান সাগর বলেন, সাম্য আমার চেয়ে ১৬ বছরের ছোট। সে অষ্টম শ্রেণিতে থাকতে মাকে হারিয়েছি। সেই থেকে তাকে আগলে রেখেছি। কোনো কষ্ট বুঝতে দেইনি। অনেক স্বপ্ন নিয়ে তাকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে পাঠিয়েছি। কিন্ত এভাবে ভাইকে হারাতে হবে ভাবতেও পারিনি। কী কারণে তার ভাইকে প্রাণ হারাতে হলো তার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে উপাচার্যকে আহ্বান জানান তিনি। জানাজায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। জানাজা শেষে সাম্যের লাশ গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সাম্যকে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শাহরিয়ার সাম্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং স্যার এ এফ রহমান হলের ২২২ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তিনি হল ছাত্রদলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

থমকে আছে পরিবেশবান্ধব

গণপূর্ত-২ এর আওয়াতাধীন খুলনায় কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প, পাইকগাছা আকলিমা খাতুন ভকেশনাল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও পিএসসি ভবন নির্মাণ কাজে শতভাগ ব্লক ইটের ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, অভিজ্ঞ শ্রমিকরা সাধারণত এই ধরনের কাজ আরও দক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু নতুন শ্রমিকরা প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সমস্যা অনুভব করেন। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা না থাকলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন না। উল্টো কাজের গুণগত মান কমে যেতে পারে। তবে হলো ব্লক ইটের ব্যবহার খুলনায় এখন পর্যন্ত হয়নি। হলো ব্লক ইটের ব্যবহার বাড়াতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। খুলনার নির্মাণাধীন কর ভবনে কর্মরত রাজমিস্ত্রী রুস্তম শেখ বলেন, এই প্রথম তিনি সলিড ব্লকের কাজ করছেন। সাধারণ ইটের থেকে সলিড ব্লক ইট ব্যবহার অনেক সহজ। আকারে ছোট হওয়াতে ধরতেও সুবিধা। এই ইট ব্যবহার করে বিল্ডিং গাঁথুনি দিতে কোনো সমস্যা হয়নি। তিনি আরও বলেন, ব্লক ইট ব্যবহারে নির্মাণকাজে সিমেন্ট ও বালিও কম লাগে। এছাড়া কাজের ফিনিশিং ভালো হয়। অন্য এক রাজমিস্ত্রি আনোয়ারুল ইসলাম জানান, তিনি প্রথমবারের মতো সলিড ব্লক ইট দিয়ে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ করছেন। তবে ব্লক ইট ব্যবহারে সুবিধা অনেক। সিমেন্ট কম লাগে, গাঁথুনিতে সময় কম লাগে। কাজের মানও ভালো হয়। আবার ব্লক ইট বহনে ও ধরতেও সুবিধা আছে। রাজমিস্ত্রি কবির হোসেন জানান, ১৭ বছরের অভিজ্ঞতায় তিনি ব্লক ইটের কাজ করেছেন একবার। সলিড ব্লক ইট ছোট। পোড়া ইটে যে কৌশল অবলম্বন করতে হয়, এই ইটেও তাই। তবে প্রথমে একটু সমস্যা হলেও এখন সমস্যা নেই। তিনি আরও বলেন, সলিড ব্লক ইট সিমেন্ট বালি দিয়েই তৈরি হয়। এজন্য ফিনিশিং আর গাঁথুনিতে সিমেন্ট বালি কম লাগে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) খুলনা জেলা শাখার সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মো. বাবুল হাওলাদার বলেন, প্রচলিত পোড়া ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহার করলে কার্বন নির্গমন হ্রাসসহ কৃষি জমি রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া সরকারের পরিবেশবান্ধব নির্মাণে ব্লক ইট ব্যবহারের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নজরদারির অভাব এবং নীতিগত সহায়তা না থাকায় উদ্যোগটি কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগোচ্ছে না। তিনি বলেন, ট্রেডিশনাল ব্যবসায়ীদের ব্লক ইটের ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। পাশাপাশি রাজমিস্ত্রিদের ব্লক ইট ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিষয়টি সহজতর হলে ব্লক ইটের ব্যবহার বাড়বে। খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান বলেন, আমাদের জোনের আওয়াতাধীন তিনটি প্রকল্পে ব্লক ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্লক ইট ব্যবহারে টেকসই নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি আমরা। এসব প্রকল্পে সলিড ব্লক ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হলো ব্লক ইট এখনই ব্যবহার করা হচ্ছে না। হলো ব্লক ইট ব্যবহারে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ একটা নির্দিষ্ট অংশ পর পর হলো ব্লক ইটের মাঝে রড দিয়ে গাঁথুনি দিতে হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক মো. সাদিকুল ইসলাম বলেন, পরিবেশবান্ধব উপায়ে ব্লক ইট তৈরি করা হয়। ব্লক ইট ব্যবহারে পরিবেশের ওপর থেকে বিরূপ প্রভাব দূর করা সম্ভব। উদ্যোক্তারা চাইলে ব্লক ইট তৈরিতে এ সময় বিপ্লব ঘটাতে পারেন। ব্লক ইট তৈরী পরিবেশের ক্ষতি করে না, বিধায় যেকোনো জায়গাতেই কারখানা করা যেতে পারে।

পুঁজিবাজারে পতন অব্যাহত

৬১টি কোম্পানির, কমেছে ২৯২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৬টির। এদিন ডিএসইতে মোট ২৯৪ কোটি ১৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৪৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৫৬.৩৩ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৩০৬ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৯৮.৩০ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৫৮৭ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৭.৭৯ পয়েন্ট কমে ৮৭২ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৯৪.৭৪ পয়েন্ট কমেছে ১১ হাজার ৫১৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ১৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪২টি কোম্পানির, কমেছে ১২৯টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৫টির। সিএসইতে ১১ কোটি ২২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৭ কোটি ৬৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

স্নাতক স্বীকৃতির দাবিতে শাহবাগ

কর্মসূচি পালন করে আসছেন তারা। কিন্তু, এখন পর্যন্ত দাবি না মানায় তারা বাধ্য হয়ে শাহবাগে অবস্থান নিয়েছেন।

ডলারের দর হবে বাজারভিত্তিক:

প্রবাসী আয়ের (রেমিট্যান্স) উচ্চ প্রবাহ থাকায় বাজারভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ডলারের দর উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে না। এই পদক্ষেপের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হবে এবং দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আহসান এইচ মনসুর জানান, সংস্কারপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে চলমান আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। আগামী জুন মাসে আইএমএফের দুটি কিস্তিসহ দেশের অর্থনৈতিক সহায়তা তহবিল হিসেবে পাওয়া যাবে। আহসান এইচ মনসুর আরও জানান, আগামী জুনের মধ্যে আরও সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার আসবে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, জাইকা, এআইআইবিসহ কয়েকটি সংস্থা থেকে আরও ২ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারের ঋণ পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে আগামী মাসে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের ঋণ আসবে। গভর্নর বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো ব্যাংকের গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করা। ইতিমধ্যে ১৪টি বোর্ডে পরিবর্তন আনা হয়েছে, যেখানে গুণগত পরিবর্তন এসেছে।' এ সময় মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, 'আমাদের ডলারের বাজার এখন অনেকটাই স্থিতিশীল। এ সময় আমাদের বাজারভিত্তিক যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। এখন সবাইকে সবার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। সুযোগ পেয়ে যদি ডলারের বাজার নিয়ে কেউ খেলা করে, সেটা ঠিক হবে না। আশা করছি, ডলারের বাজার স্থিতিশীলই থাকবে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে নিজের কাজ সঠিকভাবে পালন করব বলেই আশা করছি।

রাজধানীর আকাশের মেঘের ঘনঘটা

বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। তাপপ্রবাহের বিষয়ে বলা হয়ড় রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, টাংগাইল, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর এবং পটুয়াখালী জেলাসহ খুলনা বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে যেসব এলাকায় বৃষ্টি হবে সেখানে তাপপ্রবাহ কমে আসতে পারে।

ভূমিকম্পে দ্রুত উদ্ধার-সহায়তায়

বলেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ক্র্যাব সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জসীম উদ্দীনসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা, ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ আজাদ আনোয়ার ও মিডিয়া সেলের সিনিয়র স্টাফ অফিসার মো. শাহজাহান শিকদারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক বলেন, "ভূমিকম্প হলে আমরাও আক্রান্ত হতে পারি।কিন্তু উদ্ধারকারী অপারেশনাল টিমকে তো আক্রান্ত হতে দেওয়া যাবে না। তাহলে উদ্ধার কাজ করবে কে? তাই আমাদের কমান্ডিং ফোর্সকে আলাদা করা হচ্ছে। ডাইরেক্টর ট্রেনিং ও ডেভেলপমেন্টকে আমরা পূর্বাচলে নিচ্ছি। সেখানে থেকে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারি।" তিনি বলেন, "সারা দেশ থেকে বাছাইকৃত ফাইটারদের নিয়ে ৬০ জনের একটা স্পেশাল টিম গঠন করা হয়েছে। তাদেরকে পূর্বাচলে রেখেছি। বড় ভূমিকম্পেও আশা করি সেখানে কোনো ক্ষতি হবে না। আমাদের স্পেশাল টিমটা রেডি থাকবে মূলত বড় ধরনের আগুন, ভূমিকম্প দুর্যোগে। তখন গ্যাস থেকে বিস্ফোরণও ঘটতে পারে। তখন যেন এই টিমটা দ্রুত রেসপন্স করতে পারে। এরই মধ্যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে।" এছাড়া প্রতি বিভাগীয় শহরে ২০ জনের একটা করে স্পেশাল টিম গঠন করা হবে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, "যদি চট্টগ্রামে ভূমিকম্প হয়, তাহলে ওই টিম যেন দ্রুত মুভ ও রেসপন্স করতে পারে। সঙ্গে ঢাকার ৬০ জনের স্পেশাল টিমকে পাঠানো যাবে। তবে এসব পর্যাপ্ত না। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা লাগবে।" তিনি বলেন, "ঢাকা বা চট্টগ্রাম শহরের যে জনসংখ্যা সে-তুলনায় ফায়ার সার্ভিসের জনবল, ইকুইপমেন্ট বা স্টেশন সংখ্যা পর্যাপ্ত না। ঢাকা শহরে যদি ভূমিকম্প হয়, দুর্যোগ তৈরি হয় তাহলে কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে যদি কাজ করতে চাই তাহলে জনবল ইকুইপমেন্ট বা স্টেশন বাড়াতে হবে। কারণ ভূমিকম্প হলে আমরা তো নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবো।" তিনি ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ভবনের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, "এই ভবনও কিন্তু ভূমিকম্প থেকে ঝুঁকিমুক্ত না। যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আমরাও আক্রান্ত হতে পারি। কারণ আমরা ও পরিবার তো ঢাকাতেই থাকি। তাই সবাই মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন বিশেষ করে ভূমিকম্পে যেন দুর্ঘটনায় সম্মিলিত প্রয়াসের বিকল্প নেই।" প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ফায়ার সেফটি বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা অগ্নি ও দুর্যোগের ব্যাপারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে উল্লেখ করে ফায়ার সার্ভিস ডিজি বলেন, "পাঠ্যপুস্তকে ফায়ার সেফটি সচেতনতার বিষয়টি এ বছর সংযুক্ত করা যায়নি। তবে আমরা আশা করবো আগামী বছর থেকে পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত হবে। আমরা প্রস্তাবনাসহ বিস্তারিত সব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি।"

মহাপরিচালক বলেন, "ঢাকায় ১৮-২০টা স্টেশন আছে। ঢাকায় যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে এর মধ্যে যদি ৮-১০টা স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাকি স্টেশনগুলো তখন স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে সহায়তা করবে। ঢাকায় যদি ভূমিকম্প হয় তা যে সারা দেশে একই মাত্রায় হবে এমন মনে করি না।" তিনি বলেন, "ফায়ার সার্ভিস একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। অগ্নি, ভূমিকম্প দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় মানবপ্রাণ রক্ষাসহ সম্পদ উদ্ধারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস সেবা দিয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিসের একজন ফায়ার ফাইটার থেকে শুরু করে মহাপরিচালক পর্যন্ত সবাই সীমাবদ্ধতা থাকে তবে চেষ্টার কোনো কমতি নেই। গণমাধ্যম ফায়ার সার্ভিসের কাজগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরে, প্রচার করে বলেই ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে মানুষের আস্থা তৈরি হয়েছে।" মিয়ানমারে ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, "ফায়ার সার্ভিসের সবাই ভূয়সী প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার জন্য। আমরা এক মাসব্যাপী ঢাকার ৩৫টি স্থানে অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিনিরাপত্তা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। বড় আগুন আমরা ফেস করছি। সেখানে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা, সাধারণ মানুষের ভূমিকা কি হবে সেটা প্রদর্শন করা হয়েছে। আমরা ফায়ার সার্ভিসের ফেসবুক পেজে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক পোস্ট করছি, ভিডিও প্রচার করছি, যাতে করে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।" "ফায়ার সার্ভিসের কাজ করতে গিয়ে ভুল হতে পারে, সেটা আমরা সংশোধন করব, কিন্তু আমরা সজ্ঞানে কোনো দুর্নীতি বা নিয়োগ বাণিজ্যে জড়াব না। আগুন বা দুর্যোগে মানুষ পালায় সেখানে আমাদের ফাইটাররা ঝুঁকি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।" ফায়ার সার্ভিসের ভালো কাজগুলো প্রচার করে পাশে থাকার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

ক্র্যাব সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল বলেন, "অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্পসহ যেকোনো দুর্যোগে প্রথম সাড়া দানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস। অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা ঢাকা শহরে প্রায়দিনই আমরা আগুনের মুখোমুখি হই। যেকোনো বড় দুর্যোগ মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিসের অংশগ্রহণ থাকে। তবে শুধু তাদের ভরসায় না থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সচেতনতা বাড়াতে হবে। ফায়ার সেফটি সচেতনতার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ফায়ার সেফটি পাঠ। তাহলে ছোটবেলা থেকেই সচেতনতা বাড়বে। নাগরিকরা প্রত্যেকে হয়ে উঠতে পারে ফাইটার।" পাশাপাশি অগ্নি ও ভূমিকম্প দুর্যোগে নিরাপত্তা, সেফটি পরিকল্পনা ও সচেতনতায় সাংবাদিকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও কার্যকর কর্মশালা আয়োজনের আহ্বান জানান।

সংসদে ১০০ নারী আসন

ভোট দিতে পারে। আসন্ন নির্বাচনে নারীদের জন্য ১০০টি আসন চাই। সংসদে নারীর সংখ্যা খুবই কম। তিনি আরও বলেন, আমরা দেশের জন্য কাজ করছি। আমাদের যেন সমানভাবে সুযোগ দেওয়া হয়। পুরুষদের মানসিকতা বদলাতে হবে। তিনি আরও বলেন, নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত। আমরা নারীরা পুরুষদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। আমরা সামনে যেতে চাই না, পেছনেও যেতে চাই না। আমরা বৈষম্য দেখতে চাই না। আমরা অনেক চেষ্টা করছি, নারীর বৈষম্য শেষ হয়েছে-এটা শুধু শুনতে চাই না, বাস্তবে দেখতে চাই। এই নারী নেত্রী বলেন, ১০০ আসনের বিষয়ে লিখিত কোনো প্রস্তাব দেইনি, মৌখিকভাবে প্রস্তাব দিয়েছি। তবে লিখিতভাবে বলেছি, আসন্ন নির্বাচনে আমাদের যেন পর্যবেক্ষক হিসেবে রাখা হয়। সিইসি আমাদের সব কথা শুনেছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন বলেও জানান নাসরিন আউয়াল।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে

গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অবস্থায় একটি রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিষয়টি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের ভাবনা কী? জবাবে টমি পিগট বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিষয়ে আমরা অবগত আছি। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধীনে দলটি ও এর নেতারা বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব নেই উল্লেখ করে উপ-মুখপাত্র আরও বলেন, আমরা আবার ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সবার জন্য স্বচ্ছ ন্যায়বিচারের ওপর বরাবরই জোর দিয়ে থাকি। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশের কাছে আমাদের একটাই আহ্বান, সব নাগরিকের জন্য মত প্রকাশ, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা যেন রক্ষা করা হয়। এরপর বাংলাদেশে উগ্রবাদী মতবাদ ও সন্ত্রাসবাদের পক্ষে সরকারি মদদের অভিযোগের কথা উত্থাপন করে প্রশ্নকর্তা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তাইয়্যেবার কর্মী হারুণ ইজহারের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে। পাশাপাশি, কাশ্মীর ইস্যুতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে বিভিন্নরকম উসকানিমূলক বক্তব্য উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-মুখপাত্র এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বলেছেন, আমাদের তরফ থেকে আগেও যা বলা হয়েছে, আমি এবারও সে কথাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বয়স পাঁচ দশক। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে এই সম্পর্ক আমরা আরও গভীর করতে চাই। অন্য প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছি, এরপর নতুন করে আমাদের পক্ষ থেকে যোগ করার কিছু নেই।

বিলুপ্তির অধ্যাদেশ বাতিলে চলছে

কঠোর আন্দোলনে যাব। তারা আরও বলেন, ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি বিসিএস ট্যাক্সেস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতিসহ কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। তারা ভিন্ন ক্যাডারের পক্ষে কাজ করছেন। তাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ চলছে। এরই মধ্যে ট্যাক্সেস অ্যাসোসিয়েশনের অন্তত ২০ জন নেতা পদত্যাগ করেছেন। আমাদের ন্যায্য দাবির বিপক্ষে যারাই কথা বলবেন, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এর আগে মঙ্গলবার (১৩ মে) আগারগাঁও এনবিআরের সামনে 'এনবিআর সংস্কার ঐক্য পরিষদের' ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই কলমবিরতির ঘোষণা দেন। দাবি আদায় না হলে ১৭ মে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও অবস্থান কর্মসূচিতে জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কমিশনার (কাস্টমস ও ভ্যাট) সাধন কুমার কুন্ডু বলেন, বর্তমান সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সোমবার অধ্যাদেশটি জারি হয়েছে। এই সংস্কারে সরকার যে কমিটি করেছে, সেখানে দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই কমিটি যে প্রতিবেদন দিয়েছে তা প্রকাশ করা হয়নি। প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে আমরাও জানতে পারিনি। ভালো-মন্দ কিছুই জানতে পারিনি। স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, আমাদের মতামতকে উপেক্ষা করে সোমবার রাতে অনেকটা গোপনীয়ভাবে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে, যা অন্যান্য অধ্যাদেশের মতো নয়। আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই, অধ্যাদেশটি বাতিল করে পরামর্শক কমিটি যে প্রতিবেদন দিয়েছে, সেই প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে দেশের ভালোর জন্য, দেশের রাজস্ব ও মানুষের ভালোর জন্য নতুন অধ্যাদেশ জারি হবে। অধ্যাদেশ বাতিলের জন্য আমরা তিনদিনের কলমবিরতি দিয়েছি। তাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছেড় ১৪ মে বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা, ১৫ মে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা ও ১৭ মে শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কলমবিরতি পালন করবেন। তবে কাস্টম হাউস ও শুল্ক স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা, আমদানি-রপ্তানি ও বাজেট এই তিনটি কার্যক্রম চালু থাকবে। বাকি সব কার্যক্রম কলমবিরতির আওতায় বন্ধ থাকবে। আগামী ১৭ মে বিকেল ৩টায় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। আন্দোলনে থাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলছেন, আমরা সরকারের সংস্কার কর্মসূচির ওপর আস্থা রাখি। সরকার খুবই সুন্দরভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি সংস্কার কার্যক্রমের প্রক্রিয়া হিসেবে সংস্কার কমিশন করেছে। তেমনিভাবে রাজস্ব বোর্ড সংস্কারের জন্য একটি পরামর্শক কমিটিও করা হয়েছিল। তারা অন্যান্য কমিশনের মতো প্রতিবেদন দাখিল করেছে। আমরা সবাই পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদন দেখতে পাইনি। কারণ এটি প্রকাশ করা হয়নি। রাজস্ব সংস্কার কমিশনের সঙ্গে যারা ছিলেন, তাদের মতামতের প্রতিফলনও এই অধ্যাদেশে হয়নি বলে জানতে পেরেছি। কোনো ক্যাডারের বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে প্রশ্নে আমাদের অবস্থান নয়। কারণ আমরা সবাই রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করি। আমাদের যে অধ্যাদেশটি হয়েছে, সেই অধ্যাদেশের ফরমেট অনুযায়ী ট্যাক্স এবং কাস্টমস ক্যাডারকে আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পলিসি কন্ট্রিবিউশনে কন্ট্রিবিউট করার মতো অবস্থা নেই। সেখানে আমাদের কোনো ফাংশনাল অবস্থান দেখতে পাচ্ছি না। এই জায়গাতে আমাদের অবস্থানগত জায়গা। নতুন অধ্যাদেশ জারির ফলে দীর্ঘদিনের রাজস্ব সংস্থা এনবিআরের অস্তিত্ব এখন আর থাকলো না। রাজস্ব খাত এখন থেকে 'রাজস্ব নীতি বিভাগ' ও 'রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ'ড় এই দুই ভাগে পরিচালিত হবে। এনবিআরের আওতায় থাকা কাস্টমস ও আয়কর ক্যাডারের কর্মকর্তারা এতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাদেশের খসড়া পর্যায় থেকেই কাস্টমস ও আয়কর ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সরকার তাদের মতামত উপেক্ষা করে প্রায় অপরিবর্তিত খসড়ার ভিত্তিতে চূড়ান্ত অধ্যাদেশ জারি করেছে। কেবল রাজস্ব নীতি বিভাগের কার্যপরিধিতে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

হজ পালনে সৌদি পৌঁছেছেন ৪১

সৌদির উদ্দেশে যাত্রা করে। আগামী ৩১ মে শেষ হবে এবারের হজ ফ্লাইট। এবার বাংলাদেশ থেকে মোট ৮৭ হাজার ১০০ জন হজযাত্রী হজ পালনের জন্য সৌদি আরব যাবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার ২০০ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৮১ হাজার ৯০০ জন হজ পালন করবেন। সৌদি আরবে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ৫ জুন হতে পারে পবিত্র হজ। হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট আগামী ১০ জুন এবং শেষ ফিরতি ফ্লাইট আগামী ১০ জুলাই।

গাজায় ইসরায়েলের হত্যাযজ্ঞ চলছেই

এখন পর্যন্ত অন্তত ২ হাজার ৮৬১ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও ৮ হাজার ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন। ইসরায়েলের বর্বর এই হামলা চলতি বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে দিয়েছে। যুদ্ধবিরতি পুনরায় কার্যকর করার চেষ্টা করে যাচ্ছে মিশর এবং কাতার। তবে, ইসরায়েল ও হামাস কেউই নিজেদের মূল দাবি থেকে সরে আসেনি। কার্যকর চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থতার জন্য উভয় পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে। গত সোমবার (১২ মে) ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর জানায়, ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আলোচক দলকে কাতারে পাঠানো হয়েছে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে। তবে, পরদিন মঙ্গলবারই (১৩ মে) নেতানিয়াহু ঘোষণা করেন, হামাসকে নির্মূল করা এবং আমাদের সব জিম্মিকে মুক্ত করাড়এই দুই কাজ একসঙ্গে চলবে। হামাস যদি বলে আমরা আরও ১০ জন মুক্তি দিতে চাই, তাও আমরা যুদ্ধ বন্ধ করব না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আমরা গাজায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে অভিযান চালাব। আমাদের সেনারা ইতোমধ্যে সেখানে মোতায়েন আছে।

আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানে গেট নির্মানে অনিয়ম কাজ বন্ধ করলো এলাকাবাসী

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর ধামইরহাটের ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় ওপর্যটকদের বিনোদন কেন্দ্র্র আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানের গেট নির্মানে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। গেট নির্মান কাজে ১৬ মিলিমিটার রডের স্থলে ১২ মিলিমিটার রড দিয়ে নির্মান কাজ করায় স্থানীয়রা গত মঙ্গলবার আপত্তি তুললে এলাকার লোকের মধ্যে জানাজানি হলে এলাকাবাসী অনিয়মের কাজে বাধা প্রদান করে এবং অসংখ্য বিক্ষুব্ধ মানুষ অনিয়মে বাধা দিতে নির্মানাধীন গেটের নিকট জমায়েত হয়। একই প্যাকেজের আওতায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফারিভা অটো আলতাদিঘীতে ২টি ঘাট, বসার বেঞ্চ ইত্যাদি কাজ করছে যার চুক্তিমূল্য ১ কোটি ৫৬ হাজার ৯৬২ টাকা। স্থানীয় আব্দুস ছালাম অভিযোগ করেন ' ১৬ মিলিমিটার রডের পরিবর্তে ১২ মিলিমিটার রড দিয়ে ঠিকাদার কাজ করছেন। আমাদের ট্যাক্সের টাকায় নির্মানকাজের কেন অনিয়ম করবে? আমারা সঠিক কাজ চাই। ' স্থানীয় আবু সাইদ নামে একজন অভিযোগ করেন 'রডের মিলিমিটার কমিয়ে দেওয়া ছাড়াও পাথরের পরিবর্তে ইটের খোয়া ঢালাই কাজে ব্যাবহার করেছে ঠিকাদার, যা নিয়ম বহির্ভূত। কিছু বললে ঠিকাদারের লোক আমাদেরকে হুমকি দেয়। ; এ বিষয়ে ঠিকাদারের প্রতিনিধি মোঃ পরশের সঙ্গে মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মিস্ত্রি কাজে ভূল করতে পারে, সেটার সমাধান আছে, কিন্ত কিছু প্রভাবশালী আমাদের কাজে সমস্যা করছে বলে উল্টো দোষ দেবার চেষ্টা করেন। ' আলতাদিঘী জাতীয় উদ্যানের কাজ দেখার দায়িত্বে নিয়োজিত কোম্পানি অ্যাকুম্যান আর্কিটেক্টস এর প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, '১৬ মিলিমিটার এর স্থলে ১২ মিলিমিটার রড ঢালাইয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, সেটি খুলে ফেলা হয়েছে। এখন সমস্যা নেই। ' পাইকবান্দা রেঞ্জ কর্মকর্তা এ.কে এম ফরহাদ জাহান বলেন, 'সিডিউলে যেমন আছে তেমনই কাজ হবে। সিডিউলের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই, ডিএফও স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক এখানে আর কোন অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে। ' বনবিভাগের রাজশাহী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মতলেবুর রহমান বলেন, 'ডিজাইন ও এস্টিমেটে যা আছে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে এটি ঠিকাদারকে বলা হয়েছে, কাজের ত্রুটি হলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় এলাকাবাসী, আমজনতা ও আলতাদিঘীর পর্যটকগণ সুষ্ঠভাবে যাবতীয় নির্মান কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

ধামইরহাটে প্রাক-বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর ধামইরহাটে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে সুইজারল্যান্ডের অর্থায়নে, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ও সুইসকন্টাক্ট বাংলাদেশের যৌথ সহযোগিতায় গতকাল বুধবার বেলা ১১ টায় উপজেলার জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ সভা কক্ষে প্রাক-বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাহানপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে প্রাক বাজেট সভা পরিচালনা করেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা উত্তম কুমার মন্ডল। উক্ত সভায় জলবায়ু সহনশীল পানি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ওয়ার্ড সভার চাহিদা ও প্রস্তাবনা সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। এতে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায় থেকে প্রাপ্ত চাহিদা এবং উন্মুক্ত বাজেট সভা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা ও মতামত বিশ্লেষন করা হয়। আগামী অর্থ বছরের ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে কিভাবে জলবায়ু সহনশীল পানি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সে বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন উপ-সহকারী কৃষি সমপ্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ ওয়াশেকুর রহমান, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক মোঃ সাদ্দাম হোসেন, গোফরইমপ্যাক্ট কর্মসূচীর উপজেলা কো-অর্ডিনেটর মোঃ রওশন জামাল চৌধুরী, সিনিয়র অফিসার-জেন্ডার এন্ড স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট পারভীন সুলতানা, ইউনিয়ন আউটরিচ এন্ড মোবিলাইজেশন অফিসার মোঃ বিপ্লব হোসেন, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সদস্যাবৃন্দ ও পরিষদের স্টাফবৃন্দ।

কালীগঞ্জে সড়ক দূর্ঘটনার্য় নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার উল্লা-কোলা সড়কে ইঞ্জিনচালিন আলমসাধু ও মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ফজলু খাঁ (৬০) নামের এক মোটর সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন এবং আহত ১ জনকে গুরুতর অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ষে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুর সাগে ১২ টার দিকে উপজেলার কালীগঞ্জ-উল্লা দীঘির পাড় মাদ্রাসার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফজলু খাঁ উপজেলার নাটোপাড়া গ্রামের লোকমান খাঁর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, গতকাল বুধবার সকালে ফজলু খাঁ কোলা বাজার থেকে উল্লা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে উল্লা দীঘির পাড় মাদ্রাসার পাশে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা আলমসাধু তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় এবং একজন গুরুতর আহত হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোলা ক্যাম্পের আইসি এসআই লিটন হোসেন। কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের ময়না তদন্তে শেষে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

চিরিরবন্দরে মিথ্যা মামলায় হয়রানীর শিকার কিছু নিরীহ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : চিরিরবন্দরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও ড্রাম ট্রাকে করে পরিবহনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করায় জেলা ছাত্রলীগের নেতা কতৃক মিথ্যা মামলায় হয়রানীর শিকার হয়ে ন্যায় বিচারের আশায় আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন এলাকার কিছু নিরীহ মানুষ। মামলার এজাহারসুত্রে জানা গেছে, দিনাজপুর জেলা ছাত্রলীগ নেতা আজমাঈন কবির উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের কুশলপুর বালু মহাল বাংলা-১৪২৯ সালে ১ বছরের জন্য লীজ প্রাপ্ত হয়ে বালু উত্তোলন করে ড্রাম ট্রাকে করে পরিবহন করছিলেন। কুশলপুর ও চিরিরবন্দর সড়কের চড়কডাঙ্গা বাজারে স্থানীয় জনতা, কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মিলে গাড়ী চলাচলে বাধা প্রদান করে মারধর এবং চাঁদা দাবি করে। এ ঘটনায় চিরিরবন্দর থানায় ২০২৩ সালের ১৯ এপ্রিল ১১ জনকে নামীয় ও অজ্ঞাত ১০/১৫ জনের নামে একটি মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত বালু মহাল ইজারার বিষয়ে উপজেলা ভূমি অফিস, জেলা প্রশাসক অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, কুশলপুর বালুমহালটি সরকারিভাবে বাংলা ১৪২৯ সালে ইজারাই দেয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতেও কোন নথিপত্র পাওয়া যায়নি। চিরিরবন্দর উপজেলা ভূমি অফিসের নাজির মোশাররফ হোসেন বলেন, বাংলা ১৪২৯ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বালুঘাট সরকারি ভাবে ইজারা দেয়া হয়নি। অনেকটা জোর করে অবৈধভাবে কতিপয় লোক বালু ব্যবস্যা করত। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কয়েকবার জরিমানাও করা হয়েছে। মামলার আসামী পূর্ব সাইতাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন বলেন-ওই বালুঘাটটি অবৈধভাবে দিনাজপুরের এক নেতা চালাত। স্কুলের পাশ দিয়ে ড্রাম ট্রাকে করে দিনরাত বালু পরিবহন করত। প্রচন্ড ধূলাবালি ও রাস্তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রতিবাদ স্বরুপ স্থানীয় এলাকাবাসি ও আশেপাশের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করে। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলেসহ পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে উপজেলা প্রশাসন বালু পরিবহন বন্ধ করে দেয়। কয়েকদিন পর জানতে পারি তাকেসহ আরো ১০ জনকে ও অজ্ঞাত ১০/১৫ জনকে আসামী করে মামলা করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও চারণ কবি সরকার নির্মল চন্দ্র সরকার বলেন-এলাকাবাসিসহ ছাত্ররা মিলে মানববন্ধন করা হলো, প্রশাসন বালুর ট্রাক বন্ধ করল, কোনকিছু ঘটলই না। অযথা হয়রানি করতে এলাকাবাসির নামে মিথ্য মামলা করা হল। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আরো বলেন, বালুঘাট অবৈধভাবে চালাত। অবৈধ ইজারাদার হয়েও দলীয় প্রভাব খাঁটিয়ে মিথ্যা মামলাটি করেছে। মামলার আরেক আসামী আব্দুস সামাদ উক্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন-মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা কমল চন্দ্র রায় চার্জশীট থেকে নাম বাদ দিতে অনেক টাকা দাবি করেন। যেখানে কোন কিছু ঘটেইনি, সেখানে কেন টাকা দিব ? এ কথা বলাতে কোন তদন্ত না করেই চার্জশীট প্রদান করেছে। মামলার বাদি গত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর আত্মগোপনে থেকে মামলা না চালানোর জন্য একটি এফিডেভিট করে দিয়েছেন, কিন্তু গ্রেফতারের ভয়ে আদালতে হাজির হচ্ছেন না। আদালতে বার বার তারিখ পড়ছে। আমরা গরীব মানুষ, কষ্ট করে মামলা চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। পুর্ব সাইতাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন- উক্ত মিথ্যা মামলা তুলে নেয়া না হলে, আবারো রাস্তায় মানববন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। সাঁইতাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা সন্তোষ কুমার রায় বলেন, উক্ত বালু মহাল ইজারা ছিলনা। জেলার নেতারা প্রশাসনের তোয়াক্কা না করে জোর করে চালাতেন। স্থানীয় জনগণ ও ছাত্র ছাত্রীরা মানববন্ধন করে বালু পরিবহন বন্ধ করে দিয়েছিল। এলাকাবাসির বিরুদ্ধে করা মামলাটি মিথ্যা। এ ব্যাপারে মামলার বাদির বক্তব্য নিতে তার সাথে বিভিন্নভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তাকে বাড়িতেসহ সম্ভাব্য বেশ কয়েকটি জায়গায় গিয়েও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার অবস্থান জানতে দিনাজপুর কোতয়ালী থানার শরণাপন্ন হলে দিনাজপুর কোতয়ালী থানার অফিসার ইনচার্জ মতিউর রহমান জানান, ওই ছাত্রলীগ নেতা লাপাত্তা। মামলা যেহেতু চিরিরবন্দরে রুজু হয়েছে, তাই বাদির বিষয়ে জানতে হলে চিরিরবন্দর থানায় যোগাযোগ করতে হবে।

বড়াইগ্রামে কৃষকদের অংশগ্রহণে পার্টনার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের বড়াইগ্রামে কৃষকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী পার্টনার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)' প্রকল্পের আওতায় কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর এই আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌসের সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হুসনেয়ারা খাতুনের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন পার্টনারের রাজশাহী অঞ্চলের সিনিয়র মনিটরিং অফিসার মো. আব্দুল লতিফ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নাটোর কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক মোসা. লুৎফুন্নাহার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নুরে আলম সিদ্দিকী, সমবায় কর্মকর্তা আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মারফুদুল হক ও কৃষি সমপ্রসারণ কর্মকর্তা মাহদী হাসান বক্তব্য রাখেন। সভায় কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা জানান, উপজেলার কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে ইতোমধ্যে ৩৫টি কৃষক পার্টনার স্কুল গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে রয়েছে ২৫ জন করে কৃষক সদস্য। এসব স্কুলে কৃষকদের মাঝে উত্তম কৃষি চর্চা, ফল ও সবজি উৎপাদনে মানদণ্ড নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উন্নয়ন এবং কৃষি উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পৈত্রিক বাড়িতে বৈশাখী মেলা

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার মসূয়া গ্রামে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী অস্কার বিজয়ী বিশ্ব নন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পৈত্রিক বাড়িতে গতকাল বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বৈশাখী মেলা। প্রতি বছর বৈশাখের শেষ গতকাল বুধবার থেকে পাঁচদিন ব্যাপী চলে এ মেলা। বৈশাখী মেলার প্রচলন সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষ জমিদার হরি কিশোর রায় চৌধুরীর সময়কাল থেকে শুরু হয়। শ্রী শ্রী কাল ভৈরবী পূজা উপলক্ষে তিনি এ মেলার প্রচলন শুরু করে ছিলেন। এ বাড়িটি এলাকায় রায় বাড়ি নামেই পরিচিত। করোনা মহামারির সময় ও গত বছর আওয়ামী দলীয় কোন্দলের কারণ ব্যাতীত কাল ভৈরবী পূজা না হলেও মেলা প্রচলনের শুরু থেকে অদ্যাবদি মেলা বন্ধ হয়নি। বাড়ির সামনের খোলা মাঠ ও পুকুর ঘাটের সামনে বসে এ মেলা। যেখানে মাটির পুতুল, হাড়ি-পাতিল, খেলনা, তৈজসপত্র, কসমেটিক, কাঠের জিনিস ইত্যাদি নানা রকম স্টলে মুখরিত হয় রায় বাড়ির প্রাঙ্গণ। নাগরদোলা ও চরকিতে চরে বিনোদনে মেতে ওঠে শিশু কিশোর। মেলা চলাকালীন সময়ে দূরদূরান্ত থেকে শত শত মানুষ মেলা পরিদর্শন, কেনা কাটা ও বিনোদনের জন্য আসে। এ বাড়িতে ১৮৬০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। ১৮৮৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন সত্যজিৎ রায়ের পিতা ছড়াকার সুকুমার রায়। দেশ বিভাগের পূর্বে উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সপরিবারে কলকাতা চলে যান।

বাঁশের তৈরী সামগ্রীর চাহিদা কমে যাওয়ায় কারিগরদের দূর্দিন

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের চিলমারীতে বাঁশের তৈরী সামগ্রীর চাহিদা কমে যাওয়ায় কারিগরদের সংসারে দূর্দিন দেখা দিয়েছে। উপজেলার রমনা ইউনিয়নের জোড়গাছ ও রাণীগঞ্জ ইউনিয়নের ফকিরেরহাট এলাকায় যুগ যুগ ধরে বাঁশ শিল্পের কাজ করে আসছে। আগে একসময় বাঁশ শিল্পের ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং তাদরে ব্যবসা ছিল রমরমা। কালের বিবর্তনে বাঁশ শিল্পের চাহিদা কমে যাওয়ায় এই শিল্প প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। একসময় পরিবারের নানা কাজের পাশাপামি গৃহস্থলির কাজেও বাঁশের তৈরী জিনিসপত্রের ব্যবহার ছিলো প্রতিটি ঘরেঘরে। বিশেষ করে ফসল মাড়াইয়ে বাঁশের তৈরী কুলা, ডালি, ঝাটা, চাঙ্গারি ব্যবহার ছিল বেশী। এছাড়া গরুর মুখোশ হাঁস-মরুগির খাঁচা, ঝুড়ি, মাছ রাখার খলাই সহ সাংসারিক নানা কাজে বাঁশের তৈরী সামগ্রীর কদরও ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিলমারী জোড়গাছ ও ফকিরের হাট এলাকার পল্লীতে বাঁশের তৈরী এসব সামগ্রী। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও এ কাজ করতেন। স্থানীয় হাটে বাজার ছাড়াও ফেরি করে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করা হতো এসব সামগ্রী।

সম্পাদকীয়

কাপ্তাই হ্রদের সংকট: অবহেলার দায় কে নেবে?

রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ শুধু একটি কৃত্রিম জলাধার নয়–এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জীবনরেখা। যোগাযোগ, কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য খাত থেকে শুরু করে হাজার হাজার মানুষের জীবিকায় সরাসরি সম্পৃক্ত এই হ্রদ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে পানি হ্রাসের কারণে এক ভয়াবহ সংকট তৈরি হয়, যা এবার চরম রূপ নিয়েছে। দ্রুত পানি কমে যাওয়ায় একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছয়টি উপজেলার নৌপথ। স্থবির হয়ে পড়েছে ব্যবসা, শিক্ষা ও জনজীবন। হ্রদের অব্যাহত নাব্যতা হ্রাস এবং ড্রেজিংয়ের অভাবেই এই দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রাঙামাটির ১০টি উপজেলার মধ্যে মাত্র চারটিতে সড়ক যোগাযোগ থাকলেও বাকিগুলোর একমাত্র ভরসা কাপ্তাই হ্রদের নৌপথ। কিন্তু পানির স্তর কমে যাওয়ায় জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, বাঘাইছড়ি ও নানিয়ারচর উপজেলার সঙ্গে জেলা সদরের সংযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই উপজেলাগুলোর বাসিন্দারা আজ বাধ্য হয়ে চড়া ভাড়ায় ছোট নৌযান ব্যবহার করছেন, তাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারছে না, শ্রমজীবীরা কর্মহীন, আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মালামাল পরিবহনে পড়ছেন চরম সংকটে। এই পরিস্থিতি শুধু মানবিক বা সামাজিক সমস্যা নয়–এটি একটি জাতীয় পর্যায়ের অব্যবস্থাপনার ফলাফল। কাপ্তাই হ্রদে দীর্ঘদিন ধরে কোনো কার্যকর ড্রেজিং হয়নি। ফলে হ্রদের গভীরতা কমে এসেছে আশঙ্কাজনকভাবে। একসময় যেখানে সর্বোচ্চ স্তর ছিল ১১৮ এমএসএল (মিন সি লেভেল), এখন সেখানে ৮০ এমএসএল-এ নেমে এসেছে পানি। অথচ এই হ্রদের পানির ওপর নির্ভর করে দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র–কাপ্তাই কর্ণফুলী বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমানে কেন্দ্রটির পাঁচটি ইউনিটের মধ্যে চারটি বন্ধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে মাত্র চার মেগাওয়াট, যা দেশের চাহিদার তুলনায় নগণ্য। বিশেষজ্ঞরা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বহুবার ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। এটি অবহেলা, সমন্বয়ের অভাব এবং পরিকল্পনার দুর্বলতার একটি দৃষ্টান্ত। প্রতিবছর খরার সময় সংকট দেখা দিলেও তা সাময়িক আলোচনা পেরিয়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু পাহ-াড়ি ছড়া ও ঝরনার প্রবাহ কমে যাওয়ার বাস্তবতায় এখন কাপ্তাই হ্রদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সরকারের উচিত অবিলম্বে একটি জরুরি ভিত্তিতে হ্রদের ড্রেজিং শুরু করা এবং হ্রদের পানি ধারণক্ষমতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পাশাপাশি বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণও জরুরি হয়ে উঠেছে। রাঙামাটির জনগণ কেবল বর্ষাকালে সুবিধা পেয়ে বছরজুড়ে অবহেলায় থাকবে–এটা কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের নীতি হতে পারে না। কাপ্তাই হ্রদের সংকটের সমাধানে এখন আর অবহেলার সুযোগ নেই। এটি যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জনজীবনের সমন্বিত সংকট। টেকসই সমাধানে এখনই রাষ্ট্রকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রপাতি কেনায় কোটি টাকার অনিয়ম: জবাবদিহির ঘাটতি কতদূর?

গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অনিয়মের বলি হয়, তাহলে সেটি শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়, গোটা জাতির জন্যই হতাশাজনক। গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যন্ত্রপাতি কেনাকাটায় শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর ৭ কোটি ৩০ লাখ টাকার অনিয়মের যে অভিযোগ তুলেছে, তা উদ্বেগজনক ও গভীর তদন্তসাপেক্ষ। অডিট প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য কার্যাদেশে ৯০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে মাত্র সাত দিনের মধ্যে 'সরবরাহ' সম্পন্ন দেখিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও তাইওয়ান থেকে এত স্বল্প সময়ে পণ্য সরবরাহ বাস্তবিকভাবে অসম্ভব–এটি অডিটরদের মতামত নয়, এটি বাস্তবতাও। উল্লেখযোগ্য হলো, এই যন্ত্রপাতিগুলোর বিদেশি আমদানির কোনো প্রামাণ্য কাগজ যেমন ইনভয়েস, কেমিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট বা বাজারদর যাচাই- কিছুই পাওয়া যায়নি। বরং দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসনের নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে ঘিরেই এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়। বিভাগের চাহিদাপত্র না থাকা সত্ত্বেও স্পেসিফিকেশন প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ এক শিক্ষকের হাতে। তিনি আবার যন্ত্রপাতি গ্রহণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন– যা সুস্পষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। অভিযোগের মুখে সাবেক উপাচার্য ও সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক নিজেদের দায় এড়ানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের বক্তব্য পরিস্থিতিকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একটি সরকারি প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে এত অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠলে, সেটির দায় কেউ নিতে চায় না– এটি প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ব্যবস্থার ব্যর্থতারই প্রতিফলন। শিক্ষা অডিট অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রকৃত তদন্ত ছাড়া এই অর্থের সঠিক ব্যবহারের কোনো নিশ্চয়তা নেই। গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন বলেছে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা বলে, অনেক সময়ই এমন অভিযোগ ফাইলবন্দি হয় এবং কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। আমরা মনে করি, এই ধরনের অনিয়মের ঘটনায় একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্টদের দায় নিরূপণ করা জরুরি। শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয়, প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সম্পৃক্ততা থাকা উচিত। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেনাকাটার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত প্রতিটি টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে শুধু অর্থ অপচয় নয়, এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা ও উন্নয়নও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই দায় এড়ানো নয়, এই অনিয়মের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর তদন্ত আজ সময়ের দাবি।

শস্য বিমা: কৃষকের সুরক্ষায় অবিলম্বে বাস্তব পদক্ষেপ জরুরি

বাংলাদেশের কৃষি আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৪৯ শতাংশ জমি বর্তমানে লবণাক্ততার কারণে চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, যার মধ্যে খরা অন্যতম ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। খরার কারণে প্রতিবছর কৃষকের ক্ষতি দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকায়। এই প্রেক্ষাপটে "শস্য বিমা"নিয়ে আলোচনা যতই হোক, কার্যকর বাস্তবায়নের অভাব কৃষকদের হতাশ করছে বারবার। কৃষক পর্যায়ে শস্য বিমার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহল একমত হলেও, বিষয়টি এখনো মূলত কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। কৃষি সচিবের ভাষায়, নীতিগত সম্মতি থাকলেও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জীবিকা ও ফসলের ভবিষ্যৎ আজও অনিশ্চিত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খরাপ্রবণ অঞ্চলের ৬৪ শতাংশ আবাদি জমি প্রতিবছর খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, শৈত্যপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি–এসব মিলিয়ে কৃষকের জন্য বছরজুড়েই অনিশ্চয়তা। অথচ এই অনিশ্চয়তা দূর করতে শস্য বিমা একটি সম্ভাবনাময় সমাধান হতে পারে। তবে এর বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিমা কোম্পানিগুলোর সীমিত সক্ষমতা, দুর্বল প্রযুক্তি, অদক্ষতা এবং কৃষকের আর্থিক অক্ষমতা। এখানে রাষ্ট্রের দায়িত্বকে এড়ানো যায় না। সরকার যদি কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে চায়, তবে বিমা খাতে প্রণোদনা, নীতিগত সহায়তা ও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে এখনই। শস্য বিমাকে জনপ্রিয় করতে হলে প্রিমিয়াম কমিয়ে তা কৃষকদের সামর্থ্যের মধ্যে রাখতে হবে। ক্ষতিপূরণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করা, স্থানীয় পর্যায়ে বিমা সুবিধা সহজলভ্য করা এবং কৃষকদের মাঝে বিমা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও প্রচার বাড়ানো জরুরি। গুটিকয়েক করপোরেট প্রতিষ্ঠান শস্য বিমা চালু করলেও তা এখনও সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ। সরকার একসময় সিলেটে একটি শস্য বিমা প্রকল্প চালু করেছিল, যা নানা জটিলতায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারকে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় যেতে হবে। জাতীয় কৃষি নীতিতে শস্য বিমা নিয়ে একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজন এবং বিমা বিধিমালায় সময়োপযোগী পরিবর্তন আবশ্যক। শস্য বিমা শুধু কৃষকের আর্থিক সুরক্ষার জন্য নয়, বরং পুরো কৃষি খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি এখনো কৃষিভিত্তিক। তাই কৃষককে সুরক্ষা দেওয়া মানে পুরো দেশের অর্থনীতিকে সুরক্ষা দেওয়া। আজ না হলে কাল, শস্য বিমা বাস্তবায়নের দাবি আরও জোরালো হবে। তবে সেটি যেন বিলম্বিত না হয়, তার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট মহলের।

কেমিক্যাল আতঙ্ক নয়, চাই বিজ্ঞানসম্মত আম চাষ

মো: তাইফ আলী

বাংলাদেশে এখন আমের মৌসুম। এ সময় কৃষকের চোখে-মুখে থাকে আশার আলো। সারা বছরের পরিশ্রমে ফলানো ফসল বিক্রি করে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ; কিন্তু বছরের পর বছর ধরে কিছু ভুল ধারণা ও অজ্ঞতার কারণে 'কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো' অভিযোগে টনকে টন আম প্রশাসনের হাতে জব্দ ও ধ্বংস হচ্ছে। সাতক্ষীরায় সম্প্রতি প্রায় সাড়ে আট হাজার কেজি আম ধ্বংস করা হয়েছে, শুধু 'রাসায়নিক দিয়ে পাকানো' এমন অভিযোগে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অবস্থান কি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফল পাকানোর জন্য কিছু অনুমোদিত রাসায়নিকের ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশেও আম পাকানোর জন্য সেসব রাসায়নিকই ব্যবহার করা হয়। এসব রাসায়নিকের মধ্যে অন্যতম হলো ইথোফন (উঃযবঢ়যড়হ)। এটি বাজারে রাইপেনার বা প্লান্ট গ্রোথ হরমোন (পিজিআর) নামে পরিচিত। এটি উদ্ভিদের বিকাশ নিয়ন্ত্রণকারী একটি পদার্থ, যা ব্যবহারে ফল দ্রুত ও অভিন্নভাবে পাকতে সাহায্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডঐঙ), ঋঅঙ এবং ঈড়ফবী অষরসবহঃধৎরঁং ঈড়সসরংংরড়হ ইথোফনকে অনুমোদিত রাইপেনার বা ফল পাকানোর উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ইথোফন নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকলে তা নিরাপদ। আমে ইথোফনের সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা (গজখ) হলো ২.০ সম/শম। আমাদের দেশের কৃষকদের অনেকে এখনো পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মেনে রাইপেনার প্রয়োগ করেন না। অনেকসময় তারা প্রয়োগের নিয়ম বা পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত না জানলেও, বিভিন্ন ল্যাব পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, এমন অবস্থাতেও ইথোফনের কোনো ক্ষতিকর রেসিডিউ ভোজ্য অংশে পাওয়া যায় না। কারণ এটি পানিতে দ্রবণীয়, দ্রুত ভেঙে যায় এবং মূলত ফলের বাইরের আবরণে সীমাবদ্ধ থাকে। আমের খোসা ফেলে দিলে বা ধুয়ে খেলে এর ঝুঁকি প্রায় শূন্যের সমান। আমরা বিগত সময়ে মধুপুরের আনারসে ইথোফনের রেসিডিউ পরীক্ষা করেছি এবং সেখানে ভোজ্য অংশে কোনো রেসিডিউ পাওয়া যায়নি। তাহলে প্রশ্ন হলো- শুধু 'কেমিক্যাল' শব্দটি শুনেই ফল ধ্বংস করা কি যুক্তিসঙ্গত? নিশ্চয়ই নয়। কারণ এখানে 'কেমিক্যাল' বললেই তা ক্ষতিকর হয়ে যায় না। মূল কথা হলো, কোন রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়েছে, কী মাত্রায় হয়েছে এবং সেটি মানবদেহের জন্য নিরাপদ কি না- এই প্রশ্নগুলোর বৈজ্ঞানিক উত্তর জানতে হবে। সমস্যা হলো- প্রশাসন ও জনসাধারণের একশ্রেণী এখনো মনে করে, কেমিক্যাল দিয়ে পাকানো মানেই ক্ষতিকর। এ ভুল ধারণা থেকেই যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়া শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কৃষকের আম ধ্বংস করা হয়। আর এই বিশ্লেষণ ছাড়া শুধু অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে কৃষকের দিনের পর দিন শ্রম দিয়ে উৎপাদিত ফল ধ্বংস করা ন্যায়সঙ্গত নয়। এই ধরনের নির্বিচার ধ্বংস দেশের কৃষি অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাহলে করণীয় কী : আমাদের উচিত হবে প্রশাসন, কৃষক ও জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রশাসন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো মিলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে : ১. প্রথমত, প্রশাসনকে বুঝতে হবে, জব্দ করা প্রতিটি আম ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। ২. যদি দেখা যায় আমে ইথোফনের উপস্থিতি অনুমোদিত মাত্রার নিচে বা ভোজ্য অংশে নেই, তাহলে সেই আম ন্যায্যভাবে বাজারজাত করতে দেয়া উচিত। ৩. আর যদি ফলগুলো বিক্রির অনুপযুক্ত হয়, তাহলে তা বিনষ্ট করার বদলে শিল্পপ্রক্রিয়াজাত খাদ্যে ব্যবহার (যেমন, আচার) বা পশুখাদ্য, জৈবসার উৎপাদন হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে সম্পদ ও পরিবেশ দুই-ই সুরক্ষিত থাকে। ৪. চাষিদের জন্য নিরাপদ রাইপেনার ব্যবহারে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। বর্তমানে বাংলাদেশে নিরাপদ ফল পাকানোর চেম্বার নিয়ে গবেষণা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় নিরাপদ উপায়ে ফল পাকানোর জন্য সরকারিভাবে চেম্বার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে, যাতে করে কৃষকরা সুলভ মূল্যে বিভিন্ন ধরনের ফল নিরাপদ উপায়ে পাকানোর ব্যবস্থা করতে পারে। ৫. জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। সর্বোপরি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়নের আগে কোনো খাদ্যই 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। এটা যেমন কৃষকের প্রতি অন্যায়, তেমনি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে একধরনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা। আমাদের এখন প্রয়োজন আতঙ্ক নয়, বৈজ্ঞানিক সচেতনতা, বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ এবং সমন্বিত নীতিমালা। কৃষক, প্রশাসন ও জনগণের যৌথ উদ্যোগেই নিরাপদ, টেকসই ও সুষ্ঠু খাদ্যব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব।

হাড় ক্ষয় ও দুর্বল রোগের কারণ ও প্রতিকার

ডা. ফারহানা মোবিন

আমাদের দেশে বেশ আয়োজন করে মা দিবস পালন করা হয়। কিন্তু মায়ের স্বাস্থ্যের দিকটা বরাবরই থাকে উপেক্ষিত। অথচ সুস্থ সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য গর্ভবতী মাকেও হতে হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এজন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা যেমন জরুরি তেমনি জরুরি মায়ের পুষ্টিকর খাবার। Osteoporosis বা হাড় ক্ষয় ও দুর্বল তেমন একটি রোগ যার অন্যতম কারণ অপুষ্টি। আজ আমরা Osteoporosis বা হাড় ক্ষয় ও দুর্বল রোগের বিষয়ে আপনাদের বিস্তারিত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো। নারীদের Osteoporosis (হাড় ক্ষয় ও দুর্বল) হওয়ার কারণ ও প্রতিকার- আগেই বলেছি- অস্টিওপরোসিস (Osteoporosis) মানে হাড় দুর্বল ও হাড়ের মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র হয়ে যাওয়া। নারীদের অস্টিওপরোসিস হয় পুরুষের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ বেশি। নারীদের প্রায় ৩৫ এবং পুরুষের সাধারণত বয়স ৪০ হওয়ার পর থেকে হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। প্রতি বছর পুরো দেহের চেক আপ করাতে হবে। আমাদের অজানা কোনো অসুখ থাকলে পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়বে। অনেক রোগী আছেন যাদের দেহের কোনো কোনো হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে অথচ কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যখন রোগী অনেক সিরিয়াস পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ধরা পড়ে। এই জন্য প্রতি বছর পুরো দেহের চেক আপ করালে অনেক ক্ষতিকর পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। সঠিক খাদ্যাভাস ও জীবন-যাপন পদ্ধতির অভাবে হাড় ক্ষয় হয়ে যায়। হাড় আমাদের পুরো দেহের ওজন বহন করে, আমাদেরকে সঠিক ভাবে চলাচল করতে সাহায্য করে, আমাদেরকে সোজাভাবে দাঁড়াতে এবং দৌড়ানোর জন্য অবদান রাখে। নারীদের অস্টিওপরোসিস হওয়ার কারণ- ১. প্রতি মাসে নারীদের পিরিয়ড এর মাধ্যমে রক্তপাত হয়। দীর্ঘদিন বা দীর্ঘ বছর যাবত সঠিক ভাবে পুষ্টিকর খাবার এর অভাব।

২. মা হওয়ার প সন্তান কে খাওয়ানো এবং সেই অনুপাতে সঠিক পরিমাণে খাবার ও বিশ্রামের অভাবে মায়েদের হাড় দুর্বল হয়ে যায়। এই দুর্বলতা নারীদের বয়স ৪০ হওয়ার পর থেকে আরো প্রকট হতে শুরু করে। ৩. কিশোর বয়সে অতিমাত্রায় কায়িক পরিশ্রমের অভাব, বয়স বৃদ্ধি, দেহের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন তৈরি না হওয়া বা সঠিক ভাবে কাজ করতে না পারা। যেমন: মেনোপজ হওয়ার পর থেকে অধিকাংশ নারীদের অস্টিওপরোসিস হতে শুরু করে। মেনোপজ মানে পিরিয়ড চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া। মেনোপজ হলে নারীদের দেহে জরুরি কিছু হরমোনসহ বহুবিধ পুষ্টির ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতি গুলো হাড়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ৪. গর্ভাবস্থার সময়ে সঠিকভাবে আয়রন ও ক্যালসিয়ামের ঘাটতি, পরবর্তীতে হাড় দুর্বল করে ফেলে। ৫. অতিমাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম কিন্তু সেই অনুপাতে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব। ৬. দীর্ঘ বছর যাবৎ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, রক্ত শূন্যতা, নিয়মিত সূর্যের আলোতে না থাকা। ৭. দীর্ঘ বছর অতিমাত্রায় খাবার নিয়ন্ত্রণ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, কোনো ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে হাড় দুর্বল হতে পারে। ৮. কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, দীর্ঘ বছর মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের হাড় ক্ষয় হতে পারে। হাড় ক্ষয় ও দুর্বল রোগের প্রতিকার- ১. নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার যেমন: শাকড়সবজি, বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ফল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, দুধ এবং দুধ দিয়ে তৈরি খাবার খেতে হবে। ২. বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ৩. নিয়মিত হাঁটাড়চলা, বাসার কাজে অংশগ্রহণ, যতটা পারা যায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠাড়নামা করতে হবে। ৪. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস বা নির্ণয় হওয়া কোনো অসুখ থাকলে সেই মোতাবেক চিকিৎসা করাতে হবে। ৫. বাড়ন্ত বয়স, গর্ভাবস্থা, মাতৃদুগ্ধ দান করার সময়ে, মেয়েদের পিরিয়ডের সময়ে, বড় কোনো অপারেশন হবার পরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিনড়ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।

৬. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া হাড়ের ব্যথা কমানোর ঔষধ খাওয়া অনুচিত। ৭. দেহের কোনো মাংস পেশি অথবা হাড়, কোমর, ঘাড় বা পায়ের পাতার মধ্যে দীর্ঘ বছর যাবৎ ব্যথা বা জ্বালা পোড়া, অবশভাব থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ৮. ইউটিউব দেখে বা গুগল থেকে লেখাপড়া করে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যায়াম করা, কোনো ঔষধ খাওয়া বা কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো থেকে বিরত থাকবেন।

৯. প্রতি বছর পুরো দেহের চেক আপ করাতে হবে। আমাদের অজানা কোনো অসুখ থাকলে পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়বে। অনেক রোগী আছেন যাদের দেহের কোনো কোনো হাড় ক্ষয় হয়ে গেছে অথচ কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যখন রোগী অনেক সিরিয়াস পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ধরা পড়ে। এই জন্য প্রতি বছর পুরো দেহের চেক আপ করালে অনেক ক্ষতিকর পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। ১০. যাদেরকে অতিমাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় তাদেরকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। এর পাশাপাশি নিয়মিত সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। ১১) যে-সব নারীর বার বার গর্ভপাত হয়, তাদেরকে পরবর্তীতে সন্তান নেয়ার আগে থেকেই চিকিৎসকের অধীনে থাকতে হবে। কারণ বার বার গর্ভপাত হলে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিনড়ডিসহ বহুবিধ পুষ্টির অভাব হয়। এসব নিয়ম কানুন মেনে চললে আমরা অবশ্যই Osteoporosiং বা হাড় ক্ষয় ও দুর্বল রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবো। লেখক: স্ত্রী ও প্রসূতি বিদ্যা এবং ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ। এমবিবিএস, এমএস, পিজিটি (গাইনি এন্ড অবস্), সিসিডি (বারডেম হসপিটাল), সি - কার্ড (মিরপুর হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল)।

নারীর স্বাধিকার ও সমাজের বিবিধ প্রতিরোধ

তাসলিমা আক্তার

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি, ফিকাহ ও হাদীস চষে"

বহু আগে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা এই কবিতার চিত্রটি এখনো বিদ্যমান। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, নাকি শতবর্ষ পিছিয়ে যাচ্ছে আবার নতুন করে! নাসার মহাকাশচারী নারী সুনিতা উইলিয়াম যখন মহাকাশ জয় করে পৃথিবীতে ফিরলো তখন আমাদের দেশে ফতোয়া জারি হলো, নারীগণ মাহারাম ছাড়া একা বাড়ির বাইরে যেতে পারবেনা। আকাশ সমান এই মূর্খতার সীমা নেই। নারী অধিকারের কথা উঠলেই বাংলাদেশে একদল বক ধার্মিক হই হই করে উল্লম্ফন করতে থাকে। নারী কি করবে, কোন ধরনের পোশাক পরবে কিংবা সমাজ পরিবর্তনে তার ভূমিকা কীড়তার সব কিছুই নির্ধারণ করার দায়িত্ব নিয়ে যেন তারা বসে থাকে। আর কোনো কাজ তাদের নেই। একজন অশিক্ষিত অযোগ্য পথচারীও হয়ে উঠে নারীর অভিভাবক। এমনকি দশ বারো বছর বয়সী কোনো বালকও নারীর সমালোচনায় মুখর হতে পারে, কারণ সেই অধিকার তাকে দেওয়া হয়ে গেছে। ধর্মীয় ফতোয়া ও কুসংস্কার নারীদেরকে অন্ধকারে রাখতে চায়। টেনে পিছিয়ে দিতে অপতৎপরতা চালায়। নারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তাদের চোখে ভয়াবহ ও আপত্তিজনক। বাংলাদেশ সব ধর্মের, সকল মতের মানুষের একটি দেশ। এখানে উগ্র ধর্মান্ধতার স্থান কখনো ছিল না। আগামীতেও থাকবে না। একদল নারী আছে, তারা আরো এককাঠি এগিয়ে থাকে। এমন সবিরোধী কর্মকাণ্ড করার মত মানসিকতা খুবই ভয়ংকর! মাত্র কয়েকদিন আগে দেখলাম আগাগোড়া কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে কতিপয় নারী বিবৃতি দিচ্ছে, নারীদের কাজ ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। সন্তান জন্মদান, সন্তানের লালন পালন এবং স্বামীর মনোরঞ্জন ও তার সন্তুষ্টি রক্ষা করাই নারীর একমাত্র কাজ। এই সকল বিবৃতি সরাসরি অন্য নারীদের জন্য অবমাননাকর। এটা চরম ধরনের ধৃষ্টতা। পুরুষের সামনে সাকির মত সুরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আরব্য রজনীর দেশ এই বাংলাদেশ নয়। রাজু ভাস্কর্যের সামনে দু'হাত প্রসারিত করে আসমানে উড়তে চাওয়া নারীর প্রতিচ্ছবিই আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এবং এটিই অমোঘ এবং শেষ উচ্চারণ। দিন দিন এই ধরনের মানসিকতার নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশকে অন্ধকারে দিকে ঠেলে দিতে পারে। এর জন্য তাদের সুশিক্ষার অভাব, পারিবারিক চাপ, ধর্মের অপব্যবহার, ধর্মান্ধতা দায়ী। এই নারীরা অন্য নারীদেরকে সর্বদা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। সুযোগ পেলে যখন তখন হেনস্তা করে। এরা আসলে নিজেকে নিয়ে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগে। যখন একটি স্বাধীন নারী নিজেকে সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যায়, যখন নারী শিক্ষা, সংস্কৃতি অনেক দূর অগ্রসর হয়, নিজের পছন্দের পোশাক নির্বাচন করে তখন কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত নারীরা সেটা সহ্য করতে পারেনা। তাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অন্য নারীদেরকেড়য়ারা তাদের থেকে এগিয়ে গেলোড়তাদের প্রতি হিংসাত্মক আচরণের মাধ্যমে। এই বিষয়ে সবাইকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে, কুসংস্কার ও অন্ধত্ব দূর করতে পারলে, তবেই নারীর এগিয়ে যাওয়াটা মসৃণ হবে। আমরা সবসময় জেনেছি, বলেছিড় নারী কোন পোশাক পরবে, কীভাবে চলবে সেটা তার ব্যক্তিগত চয়েস। যারা হিজাব, নিকাব বা বোরকা পরছেন তাদেরকে অত্যন্ত সমীহ করা হয়েছে কারণ এটা তার ব্যক্তিগত পছন্দ। কিন্তু এই সমীহ করা যেন প্রগতিশীল, শিক্ষিত নারীদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে! আস্কারা পেয়ে তারা এখন মাথার উপর চেপে বসতে চাইছে। লাঠি উঁচিয়ে অন্যদেরকে শায়েস্তা করতে উঠেপড়ে লেগেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এরা পারলে নারীদেরকে একঘরে করে রাখে। আর শিক্ষিত নারীরা নিজেকে সংখ্যালঘু ভাবতে বাধ্য হওয়ার মত এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে দিন কাটায়। এ যেন নিজ ভূমে পরবাস! কবিগুরুর ভাষায়, "আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।" আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা বাঙালি। আবহমান কাল ধরে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে বুকে লালন করে আসছি। আমাদের চলনে বলনে এর ছাপ থাকবে সুস্পষ্ট। বাংলার প্রাচীন কালেই শাড়ি ছিল নারীদের প্রধান পোষাক। এর সাথে থাকতো না কোনোপেটিকোট কিংবা ব্লাউজ। একটা বিশেষ কায়দায় নারীরা এই পোশাক পরে অভ্যস্ত ছিলেন। এই পোশাক পরেই আমাদের পূর্ব নারীগণ ঘরে এবং বাইরে দিনযাপন করতো। তারা ক্ষেতে খামারে কাজ করতো। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আয়-রোজগারও করতো। সময়ের সাথে সাথে সমাজের প্রতিটি পারিপার্শ্বিক কাঠামোতেই আসে পরিবর্তন। নারীরা শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে গেছে বহুদূর। তারা তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করে থাকে। "চলাই জীবন, থেমে যাওয়ার নাম মরণ"ড় এই উক্তিকে মাথায় রেখে বেশির ভাগেরাই বৈশ্বিক চলমানতার সাথে নিজেকে পরিবর্তন করেছে। এই ক্ষেত্রে নারীর পোশাকেও এসেছে ধারাবাহিক পরিবর্তন। স্বচ্ছন্দে চলাফেরার জন্য পাশ্চাত্য ধাঁচের পোশাকও নির্বাচন করে থাকে। এবং এই চলমানতা থাকবেই। একদিকে যখন নারীরা শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এর বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশের নারীরা এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। কাজ করছে ঘরে-বাইরে, যে যার দক্ষতা অনুযায়ী। আর এই সময়ে কিনা কিছু নারী এসে দাবি করছে, "নারীর কাজ কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনে সীমাবদ্ধ!" আপাদমস্তক আচ্ছাদিত আরবীয় সংস্কৃতির কালো পোশাক যদি হয় আপনার পছন্দ তা আপনি পরুন না! কিন্তু সেই একই জিনিস অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চাওয়ার দাবিটা অন্যায়, এই দাবি অসভ্যতা, অন্যায্য- এটা আপনাকে বুঝতে হবে! নারী প্রশ্নে বাংলাদেশে এই পারিপার্শ্বিক চাপ সবসময়ই ছিল। কিন্তু ইদানীং বহুলাংশে এই সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক মাসের কিছু খণ্ডচিত্র সমাজের জন্য খুবই ভয়াবহ এক সময়ের ইঙ্গিত বহন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে "ওড়না কেনো ঠিক করে পরা হলো না" সেই অজুহাতে চরম হেনস্তা করা হলো। কিছু অন্ধ মৌলবাদী উল্লম্ফন করে উত্ত্যক্তকারী পুরুষটির পক্ষ নিলো। ফুলের মালা পরিয়ে তাকে আরো দুষ্কর্ম করার জন্য আস্কারা দেওয়া হলো। দু'হাজার পঁচিশে এসে এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আজকাল রাস্তা-ঘাটে, বাসে, মেট্রোতে কিছু নারী ওত পেতে থাকে অন্য নারীকে পোশাকের বিষয়ে হেনস্তা করার জন্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দেশ এখন মৌলবাদী নারী-পুরুষের দখলে। দেশটাকে তারা পিছিয়ে নিয়ে যেতে চায় সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়ে, যখন কারো ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে জীবন্ত দাফন করা হতো। যখন নারীরা ছিল শুধু ভোগ্যপণ্য! আজ ঠিক সেই সুরে সুর মিলিয়ে বলা হচ্ছে, নারীর জীবনের উদ্দেশ্য স্বামীর ভোগ্য হওয়া। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কখনো এই অবস্থা মেনে নেয়নি। নেবে না। প্রতিটি শিক্ষিত নারী পুরুষ এই অবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান করে। একটা বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত, অন্ধ প্রগতি বিরোধী না হয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এই জনগোষ্ঠীকে। বহির্বিশ্বে তাকিয়ে দেখুন, যেই দেশ শিক্ষায় যত বেশি এগিয়ে সেই দেশই কিন্তু বিশ্বে রাজত্ব করছে। তারাই বৈশ্বিক কাঠামোর নীতি নির্ধারণ করছে। তাদের আবিষ্কৃত টুলসগুলোই কিন্তু নির্বিশেষে সবাই ব্যবহার করছে। এমনকি ধর্মীয়ভাবে এগিয়ে যেতে হলেও সুশিক্ষা গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। ইতিহাস সাক্ষী, যারা সময়ের পরিবর্তনশীলতা গ্রহণ করেছে, তারা উন্নতি করেছে। কেবল গায়ের জোরে কিংবা গলার জোরে কোনো জাতি কখনো সফল হতে পারেনি। বরং তারা তিরস্কৃত হয়েছে। আপনাদের মত অন্ধ ধর্মীয় ব্যক্তিদের জন্য বহির্বিশ্বের কাছে আমরা "সন্ত্রাসবাদী" বলে পরিচিত হয়েছি। এর প্রধান সমাধান যুগোপযোগী শিক্ষাগ্রহণ করা। এর কোনো বিকল্প নেই। না পুরুষের জন্য, না নারীর জন্য। শেষ পর্যন্ত, নারীর স্বাধিকার নিশ্চিত না হলে দেশের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। সমাজে সৌন্দর্য ও শক্তি তখনই বিকশিত হবে, যখন সবাই একসঙ্গে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধত্ব এড়িয়ে, সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে। পুরুষের সামনে সাকির মত সুরা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আরব্য রজনীর দেশ এই বাংলাদেশ নয়। রাজু ভাস্কর্যের সামনে দু'হাত প্রসারিত করে আসমানে উড়তে চাওয়া নারীর প্রতিচ্ছবিই আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। এবং এটিই অমোঘ এবং শেষ উচ্চারণ। এইচআর/জিকেএস

বাংলাদেশে সমস্যা বেশি তাই সুযোগও বেশি, তৈরি হও

সাইফুল হোসেন

বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ। বিগত কয়েক দশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বাংলাদেশে এখনো নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। তবে এই সমস্যাগুলোই নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। আসলে সমস্যা থাকা মানেই সম্ভাবনার দ্বার খোলা থাকা। আজকের বিশ্ব অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখা যায়, যে-সব দেশ দ্রুত উন্নতি করেছে, তাদের প্রায় সবাই বড় বড় সমস্যাকে সমাধানে রূপান্তর করে এগিয়েছে। বাংলাদেশও এই পথে হাঁটছে। বাংলাদেশের অন্যতম বড় সমস্যা হলো বেকারত্ব। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ৪.২ শতাংশ। যদিও প্রকৃত চিত্র আরও উদ্বেগজনক। প্রতি বছরই নতুন করে প্রায় ২০-২২ লাখ তরুণ-তরুণী কর্মবাজারে প্রবেশ করছে, যাদের বড় অংশই প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে চাকরি পাচ্ছেন না। তবে এখানেই লুকিয়ে আছে সম্ভাবনা। বেকারত্ব দূরীকরণে স্বনির্ভরতা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এসএমই) সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে এসএমই খাতে প্রায় ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে চাকরির বাজারে সংকট থাকলেও উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা এবং সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে সমস্যা বেশি থাকলেও তা হতাশার কারণ নয়, বরং এই সমস্যাগুলোই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে। সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়েই তৈরি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান, বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। প্রয়োজন শুধু উদ্ভাবনী চিন্তা, উদ্যোগী মনোভাব এবং সমস্যাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা। এছাড়া, বাংলাদেশে রয়েছে নগরায়ণ ও পরিবেশগত সমস্যা। রাজধানী ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও দূষিত শহর। ট্র্যাফিক জ্যাম, বায়ু দূষণ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে ঢাকার বসবাসের মান অবনতি হয়েছে। কিন্তু এখানেও রয়েছে সম্ভাবনা। আধুনিক নগরায়ণ, স্মার্ট সিটি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারি খাতের উদ্যোগে স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট, গ্রিন বিল্ডিং এবং রিনিউয়েবল এনার্জি খাতে বিপুল বিনিয়োগ হচ্ছে। এই খাতে ২০২২ সালে বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) জানিয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের কৃষি খাতে বহু সমস্যা রয়েছে। জমির উর্বরতা হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রযুক্তির অভাবে কৃষকেরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তবে কৃষিপ্রযুক্তি (অমৎরঞবপয) এবং কৃষিপণ্যের মানোন্নয়নে নতুন নতুন স্টার্ট-আপ তৈরি হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে কৃষি প্রযুক্তি খাতে প্রায় ৩০টিরও বেশি নতুন কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তারা সফলভাবে দেশবিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করছে। প্রযুক্তি খাতেও রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, কিন্তু সেখানেও লুকিয়ে রয়েছে বড় সুযোগ। ই-কমার্স, ডিজিটাল মার্কেটিং, ফিনটেক এবং আইটি সার্ভিস খাতে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ই-কমার্স খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৭০%। বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তারা প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। বাংলাদেশের তুলনায় প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং ভিয়েতনামের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই দেশগুলো তাদের সমস্যা থেকেই নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ভারতের প্রযুক্তি ও স্টার্ট-আপ সেক্টরে বিপ্লব এসেছে, যা মূলত তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টার ফলাফল। ভিয়েতনাম উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশও এই উদাহরণগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সমস্যাকে সুযোগে রূপান্তরের পথে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, বাংলাদেশে সমস্যা বেশি থাকলেও তা হতাশার কারণ নয়, বরং এই সমস্যাগুলোই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে। সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়েই তৈরি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান, বিনিয়োগের ক্ষেত্র এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। প্রয়োজন শুধু উদ্ভাবনী চিন্তা, উদ্যোগী মনোভাব এবং সমস্যাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা। লেখক : কলামিস্ট, ইউটিউবার এবং ফাইনান্স ও বিজনেস, স্ট্রাটেজিস্ট অ্যান্ড সিইও, ফিনপাওয়ার লিডারশিপ ইন্টারন্যাশনাল।

আবারও শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রীলঙ্কায় তীব্র অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকা সরকারবিরোধী আন্দোলন মোকাবেলায় পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া রাজাপাকসা। গতকাল শনিবার গভীর রাতে জরুরি অবস্থা জারির পর থেকেই তা কার্যকর হবে বলে এক ঘোষণায় জানিয়েছে দেশটির সরকার। প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “শ্রীলঙ্কার জরুরি পরিস্থিতির কারণে এবং জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও পরিষেবা বজায় রাখতে প্রেসিডেন্ট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।” প্রেসিডেন্টের এ আদেশ ৩০ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সর্বশেষ এ জরুরি অবস্থায় কী কী বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু এর আগের জরুরি অবস্থায় সামরিক বাহিনী মোতায়েন, কোনো অভিযোগ ছাড়াই লোকজনকে গ্রেপ্তার ও বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে দেওয়াসহ প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো হয়েছিল। এবার এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই তার নিন্দা জানান দেশটির বিরোধীদলীয় নেতা সাজিথ প্রেমাদাসা ও শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত। গোটাবায়াকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে সাজিথ বলেন, “সঙ্কটের সমাধান খোঁজার বদলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।” জরুরি অবস্থা জারির এ সিদ্ধান্তকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ বলে অভিহিত করেছেন কানাডার রাষ্ট্রদূত ডেভিড ম্যাককিনন। “গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শ্রীলঙ্কাজুড়ে চলা বিক্ষোভে নাগরিকরা ব্যাপকভাবে অংশ নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছিল, এতে দেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছিল।” এনডিটিভি জানিয়েছে, গত শুক্রবার একদল শিক্ষার্থী পার্লামেন্টে হামলা চালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ফের কাঁদুনে গ্যাস ছোড়ে ও জলকামান ব্যবহার করে। প্রেসিডেন্ট ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে এ দিন থেকে দেশটির সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মীদের শুরু করা ধর্মঘটে দ্বীপটি প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। ধর্মঘটের কারণে গত শুক্রবার শ্রীলঙ্কাজুড়ে হাজার হাজার দোকান, স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। কলম্বোর প্রধান রেলস্টেশন বন্ধ ছিল। নিকটবর্তী টার্মিনাল থেকে শুধু কিছু সরকারি বাস চলাচল করেছে। দেশটির স্বাস্থ্যকর্মীরাও ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। তবে হাসপাতালগুলোতে জরুরি পরিষেবা অব্যাহত ছিল। কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র আর্থিক সংকট মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে ভারত মহাসাগরের দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কা। কোভিড-১৯ মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর বাড়তে থাকা তেলের মূল্য ও প্রেসিডেন্ট গোটাবায়া সরকারের কর হ্রাসের সিদ্ধান্তে মারাত্মক অর্থ সংকটে পড়েছে দেশটি। চলতি সপ্তাহে দেশটির অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ব্যবহার করার মতো মাত্র ৫ কোটি ডলার রিজার্ভ আছে শ্রীলঙ্কার।

সৌরভ গাঙ্গুলির বাড়িতে নৈশভোজে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কলকাতা সফরে গিয়ে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলির বাড়িতে বাহারি পদের খাবারে নৈশভোজ সেরেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যা সৌরভের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার গুঞ্জনের পালে আবার হাওয়া দিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, গত শুক্রবার রাতে দেহরক্ষীসহ একটি সাদা এসইউভি গাড়িতে সৌরভের বাড়িতে পৌঁছান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাকে নমস্তে ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরের সরু রাস্তায় ভিড় তৈরি হয়। পরে খাবারের টেবিলে সৌরভ গাঙ্গুলি ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা যায় অমিত শাহকে। ৪৯ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটারের বাসায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নৈশভোজকে ঘিরে যে জল্পনা রটেছে, তা অবশ্য বরাবরের মতোই নাকচ করে দিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, নৈশভোজকে ঘিরে রাজনৈতিক কোনোকিছুই ধরে নেওয়া উচিত নয়। অমিত শাহকে তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চেনেন এবং এর আগে বেশ কয়েক বার দেখাও করেছেন। অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা বিসিসিআই’র অনারারি সেক্রেটারি, যে অর্থে বিসিসিআইর সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির সহকর্মী। সেই হিসাবে এই সফরকে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ দাবি করা হচ্ছে। নৈশভোজের আগে সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, “...আমাদের অনেক কথা বলার আছে। আমি তাকে ২০০৮ সাল থেকে চিনি। যখন আমি খেলতাম, আমরা দেখা করতাম। কিন্তু সফরে থাকার কারণে ততটা সাক্ষাৎ হতে না। “আমি তার ছেলের সঙ্গে কাজ করি। এটি একটি পুরানো সমিতি (বিসিসিআই)।” খাবার মেন্যুতে কী কী রয়েছে- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সৌরভ হেসে উত্তর দেন, “...বাড়ি গিয়ে দেখবেন। তিনি (অমিত শাহ) নিরামিষাশী।” এই সাক্ষাতকে ঘিরে রাজনৈতিক কিছু আছে কি না, সেই প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তবে এমন জল্পনা এর আগেও তিনি নাকচ করেছেন। গত বছরের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে অমিত শাহের সঙ্গে তার বৈঠকের বিষয়ে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হয়েছিল।

প্রিন্স অ্যান্ড্রু, প্রিন্স হ্যারি ও মেগান থাকবেন না রানির প্লাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসনে আরোহনের ৭০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে (প্লাটিনাম জুবিলি) যোগ দিতে পারছেন না তার ছেলে প্রিন্স অ্যান্ড্রু। একইসঙ্গে বাকিংহাম প্যালেসের বারান্দায় সেদিন রানির পাশে থাকবেন না প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান মার্কেল। আগামী জুনে ব্রিটেনে উদ্যাপিত হবে রানির ঐতিহাসিক প্লাটিনাম জুবিলির এই অনুষ্ঠান। কয়েকটি ব্রিটিশ গণমাধ্যমের খবরে এই তথ্য জানানো হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, প্লাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানে প্রাসাদের বারান্দায় রানির সঙ্গে যোগ দেবেন না প্রিন্স অ্যান্ড্রু, প্রিন্স হ্যারি এবং মেগান। রানি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে এই তিনজন থাকবেন না। প্রাসাদ সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, রাজপরিবারের দায়িত্ব যারা পালন করছেন কেবল তারাই ঐ দিন তার পাশে থাকবেন। এ ছাড়া কিছু আত্মীয়ও থাকবেন। প্রাসাদের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনার পর রানি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ২ জুনের অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের সেসব সদস্যরাই থাকবেন যারা রানির পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে প্রিন্স অ্যান্ড্রু যুক্তরাষ্ট্রে তার বিরুদ্ধে ওঠা যৌন কেলেঙ্কারির মামলা অর্থের বিনিময়ে আপোষ-রফা করেছেন। ২০১৯ সালে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠার পর থেকে তিনি রাজপরিবারের দায়িত্ব থেকে উধাও। গত জানুয়ারিতে তার রাজ উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান মার্কেল দুই বছর আগে স্বেচ্ছায় রাজপরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিলাওয়ালকে আমন্ত্রণ জানালেন ব্লিঙ্কেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর এই প্রথম কোনো শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তা যোগাযোগ করলেন। নবনিযুক্ত পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টোনি ব্লিঙ্কেন। এ সময় বিলাওয়ালকে যুক্তরাষ্টে আমন্ত্রণ জানান ব্লিঙ্কেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ডন। প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী ১৮ মে জাতিসংঘের সদর দফতরে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ব্লিঙ্কেন। দুই দিনের মন্ত্রী পর্যায়ের এই সম্মেলনে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর সভাপতিত্ব করবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা যায়, সবশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশীর সঙ্গে ফোনালাপ করেছিলেন ব্লিঙ্কেন।

পশ্চিমা বিশ্বকে ‘প্রলয়’ সংকেত পাঠাবেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী ৯ মে সোমবার রাশিয়া পালন করবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ৭৭ তম বার্ষিকী। আর বিজয়ের সেই দিবসের কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পশ্চিমা বিশ্বকে পাঠাতে চলেছেন ‘প্রলয়’ সংকেত। ইউক্রেইনে রুশ বাহিনীর লড়াইয়ের এই সময়ে রাশিয়া কুচকাওয়াজে তাদের বিশাল অস্ত্রসম্ভার জাহির করার মধ্য দিয়ে এই সংকেত পাঠাবে। ইউক্রেইনে আগ্রাসন শরুর পর থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোর আরোপ করা একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন পুতিন। কিন্তু এই বিচ্ছন্নতার মুখেও তিনি অটল। কুচকাওয়াজে সেনা, ট্যাংক, রকেট এবং ব্যালিস্টিক নানা ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শনীর আগে পুতিন রেড স্কয়ারে ভাষণ দেবেন। আর তার এই ভাষণের সময়ই আকাশে চক্কর দেবে রাশিয়ার আইএল-৮০ ‘ডুমসডে’ কমান্ড বিমান। ২০১০ সালের পর এই প্রথম ‘ডুমসডে’ বিমান উড়াতে চলেছে রাশিয়া। ইলিউশিন আইএল-৮০ মডেলের এই বিমানগুলোকে বলা হয়, ‘প্রলয়ঙ্করী’ বিমান বা ‘কেয়ামতের’ বিমান। রাশিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক কৌশলগত এই ফাইটার জঙ্গি বিমান পারমাণবিক যুদ্ধে শত্রু নির্মূলের লক্ষ্য নিয়েই তৈরি। তাছাড়া, পরমাণু যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে স্থলভাগে থাকা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ধ্বংস হয়ে গেলেও এই বিমান উড়ন্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশ এ বিমানকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলেই মনে করে। এই প্রলয়ংকরী বিমান উড়িয়েই পুতিন পশ্চিমাদেরকে প্রলয়সংকেত দিতে চান বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বকে সরাসরি সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলতে চান, পরিস্থিতি বেশি বিগড়ে গেলে এবং রাশিয়া অস্তিত্ব সংকটে পড়লে মস্কো যে কোনও মূল্যে এর প্রতিশোধ নিতে পারে এবং ‘ডুমসডে’ বিমান ব্যবহার করে তারা নিজেদেরকে শত্রুর অস্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারে। বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে দুইটি মিগ-২৯ জঙ্গি বিমান এই ডুমসডে প্লেনকে পাহারা দিয়ে উড়বে। গত বুধবার কুচকাওয়াজের মহড়ায় এই বিমানটিকে শহরের ওপর দিয়ে উড়তে দেখা গেছে। বিজয় দিবসে এই বিমানের পাশাপাশি উড়বে সুপারসনিক ফাইটার এবং টিইউ-১৬০ স্ট্র্যাটেজিক বোম্বারও। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় একথা জানিয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রায় ১১ হাজার সেনা কুচকাওয়াজে অংশ নেবে। আর রেড স্কয়ারে প্রদর্শন করা হবে ১৩১ ধরনের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামসহ ৭৭টি বিমান।

ইউক্রেইনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন অনবরতই ইহুদি প্রেসিডেন্টের এই দেশকে নাৎসিমুক্তকরণের লক্ষ্য নিয়ে অভিযান চালাচ্ছেন বলে যুক্তি দেখিয়ে এসেছেন। ইউক্রেইনে বাস করা রুশভাষী জনগণকে নাৎসিদের নিপীড়ন থেকে সুরক্ষিত রাখতেই রাশিয়া এই অভিযান চালাচ্ছে বলে দাবি করে এসেছেন তিনি। সেইসঙ্গে নেটো জোটের সম্প্রসারণের আশঙ্কায় রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির মুখে থাকার কথাও বলেছেন পুতিন। তবে তার সেইসব যুক্তি ধোপে টেকেনি। ইউক্রেইন এবং পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়ার নাৎসি নিপীড়নের অভিযোগ বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলছে, পুতিন কোনও উস্কানি ছাড়াই ইউক্রেইনে আগ্রাসন চালাচ্ছেন।

কিউবার রাজধানীতে বিস্ফোরণ, নিহত ২২

আন্তর্জাতিদক ডেস্ক : কিউবার সবচেয়ে নামী একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বড় ধরনের এক বিস্ফোরণে অন্তত ২২ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়েছে। গত শুক্রবার দেশটির রাজধানী হাভানার কেন্দ্রস্থলে সারাতোগা হোটেল প্রাঙ্গণে এ বিস্ফোরণ ঘটে, এতে হোটেল ভবনের একটি অংশ কয়েক তলা পর্যন্ত ধসে পড়েছে বলে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী ও রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম। বিবিসি জানিয়েছে, হাভানার পুরনো অংশে হোটেলটির সামনে পার্ক করে রাখা একটি গ্যাস ট্যাঙ্কারে আগুন লাগার পর তা বিস্ফোরিত হয়ে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বন্ধ থাকা হোটেলটি চার দিনের মধ্যে খোলার কথা ছিল। সারাতোগার বাইরের দিকের অধিকাংশ দেয়াল ধসে পড়ায় এটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হোটেলটি কিউবার ঐতিহাসিক পুরনো কংগ্রেসনাল ভবন ক্যাপিতোলিওর ঠিক উল্টো পাশেই। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া লোকজনকে খুঁজে বের করতে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে। নিহতদের মধ্যে গর্ভবর্তী এক নারী ও একটি শিশু আছে বলে জানিয়েছেন কিউবার প্রেসিডেন্ট। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াজ কানেল জানান, গ্যাস লিক থেকে ঐতিহাসিক এ হোটেলে বিস্ফোরণটি ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। হাভানার কালিক্সতো গার্তিয়া হাসপাতালে আহতদের দেখে বের হওয়ার সময় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি বলেন, “কোনোভাবেই এটা বোমা বা হামলার ঘটনা নয়। এটি শুধু খুব দুর্ভাগ্যজনক একটি দুর্ঘটনা।” এই কালিক্সতো গার্তিয়া হাসপাতালে বহু আহতকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বিস্ফোরণের পর পুরনো হাভানার পুরো অংশজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মহামারীতে ক্যারিবীয় দ্বীপ কিউবার গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন খাত প্রায় স্থবির হয়ে থাকার পর ধাপে ধাপে সচল হচ্ছে, শুরু হচ্ছে পর্যটকদের আনাগোনা। সারাতোগা হোটেলের এক ব্লক পরের বাসিন্দা জাসিরা দে লা কারিদা সিবিএস নিউজকে জানান, বিস্ফোরণটিকে তিনি ভূমিকম্প বলে মনে করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পর তারা আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলি ও ধুলার মেঘ উঠতে দেখেছেন। বিস্ফোরণের সময় হোটেলটির ঠিক পেছনেই একটি স্কুলে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল।

বিনোদন

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আবেগঘন পোস্ট দিয়ে বিতর্কে টালিউড তারকা অঙ্কুশ

বিনোদন ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে বর্তমান ভূরাজনৈতিক উত্তাপ যেন শুধু সীমান্তে সীমাবদ্ধ নেই-তেজ ছড়াচ্ছে বিনোদন জগতেও। এই দ্বন্দ্বের আবহে দুই দেশের তারকারাও সরব হয়েছেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে। এমন উত্তাল সময়েই বাংলাদেশকে নিয়ে একটি আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। তবে ভিন্ন আবহে এমন পোস্ট করে প্রশংসার পাশাপাশি তোপের মুখেও পড়তে হয় তাকে। শেষমেশ সেই পোস্টটি মুছে ফেলেন অঙ্কুশ। টালিউডে অঙ্কুশ হাজরার জনপ্রিয়তা যেমন প্রবল, তেমনি বাংলাদেশের দর্শকদের মাঝেও রয়েছে তার বিশাল অনুরাগী ভক্তগোষ্ঠী। মাহিয়া মাহি, নুসরাত ফারিয়ার মতো তারকাদের বিপরীতে একাধিক ছবিতে অভিনয় করে দেশের প্রেক্ষাগৃহেও নজর কেড়েছেন তিনি। বাংলাদেশের শুটিং স্পট, আতিথেয়তা ও দর্শকপ্রেমে বরাবরই মুগ্ধ এই অভিনেতা। সম্প্রতি অঙ্কুশ তার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে একটি পুরনো ছবি শেয়ার করেন, যেটি ছিল প্রায় ১১ বছর আগের বাংলাদেশ সফরের সময়কার। ক্যাপশনে লেখেন- “হঠাৎ খুঁজে পেলাম। প্রায় ১১ বছর আগের ছবি। শেষবার বাংলাদেশে গিয়েছিলাম শুটিং করতে। অপেক্ষায় থাকলাম আবার কবে যেতে পারব। কারণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা অভিনেতা হিসেবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যদি কোথাও পেয়ে থাকি সেটা হলো বাংলাদেশ।” এই পোস্টে যেমন বাংলাদেশের ভক্তরা আপ্লুত হয়ে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন, তেমনি কিছু ভারতীয় নেটিজেন বিষয়টিকে রাজনৈতিক আবেগে টেনে কটাক্ষ করতে শুরু করেন। চলমান ভারত-পাকিস্তান টানাপড়েন ও ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আবেগের মাঝে অঙ্কুশের বাংলাদেশ-প্রেম অনেকের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিতর্ক বাড়তে থাকলে, অভিনেতা চুপিসারে পোস্টটি মুছে ফেলেন। যদিও তার তরফ থেকে এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য আসেনি। তবে অনেকে মনে করছেন, রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর সময়ে এমন পোস্ট তার পেশাদার অবস্থান ও জনপ্রিয়তায় প্রভাব ফেলতে পারে-এই আশঙ্কা থেকেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত।

দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে ‘দুজন দুজনার’, জুটিতে পার্থ-মারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : নতুন নাটক ‘দুজন দুজনার’-এ চতুর্থবারের মতো জুটি বাঁধলেন জনপ্রিয় অভিনেতা পার্থ শেখ ও উদীয়মান অভিনেত্রী মারিয়া শান্ত। রাজধানীর উত্তরার একটি শুটিং হাউসে এরই মধ্যে নাটকটির শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন আনিসুর রহমান রাজীব এবং গল্পের রূপরেখা দাঁড় রিয়েছেন তার সহকারী রাহাত রনি। নাটকের কাহিনিতে উঠে এসেছে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ দুটি মানুষের জীবনসংগ্রাম ও আত্মোপলব্ধির গল্প। পারিবারিকভাবে বিয়ে হলেও স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই রয়েছে অতীতের স্মৃতি ও সম্পর্ক, যা নিয়ে দাম্পত্য জীবনে নানা জটিলতা তৈরি হয়। তবে ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারেন-জীবনের অতীত থাকতেই পারে, কিন্তু বিবাহোত্তর সম্পর্ক, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংসারের বন্ধনই প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি। এ নাটকে বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করা পার্থ শেখ বলেন,“গল্পটা এতটাই সুন্দর ছিল যে কাজ করতে ভালো লেগেছে। মারিয়ার সঙ্গে কাজ করাটা সবসময়ই আরামদায়ক। ও পরিশ্রমী ও মনোযোগী অভিনেত্রী। ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে ও সামনে অনেক ভালো করবে।” অন্যদিকে মারিয়া শান্ত বলেন, “পার্থ ভাইয়ের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয়। একসঙ্গে কাজ করে সবসময় ভালো রেসপন্স পেয়েছি।

‘ফিফটি শেডস’ পরিচালকের চিরবিদায় চলে গেলেন জেমস ফোলি

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া-না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা জেমস ফোলি। ‘ফিফটি শেডস অব গ্রে’ সিরিজের দুটি পর্ব পরিচালনার মাধ্যমে যিনি বিশ্বজুড়ে আলোচনায় এসেছিলেন, সেই গুণী নির্মাতা গত সপ্তাহে লস অ্যাঞ্জেলেসে নিজ বাসায় ঘুমের মধ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মস্তিষ্কের ক্যানসারে ভুগছিলেন। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে জেমস ফোলি শুধুমাত্র একটি নাম নয়, বরং তিনি ছিলেন একটি যুগের গল্পকার। তার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘রেকলেস’ মুক্তি পায় ১৯৮৪ সালে। এরপর একে একে তিনি উপহার দিয়েছেন ‘গ্লেনগ্যারি গ্লেন রোস’, ‘ফিয়ার’, ‘কনফিডেন্স’, ‘পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার’ এবং ‘দ্য করাপ্টর’ -এর মতো প্রশংসিত চলচ্চিত্র। তবে তার সবচেয়ে আলোচিত ও বাণিজ্যিকভাবে সফল কাজ ছিল ‘ফিফটি শেডস’ সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব-‘ফিফটি শেডস ডার্কার’ এবং ‘ফিফটি শেডস ফ্রিড’। মূলপর্ব ‘ফিফটি শেডস অব গ্রে’ পরিচালনা করেননি ফোলি, তবে স্যাম টেইলর-জনসন দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর তিনিই পরবর্তী দুটি কিস্তি পরিচালনা করেন। ই. এল. জেমস-এর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই রোমান্টিক থ্রিলার সিরিজ বিশ্বজুড়ে কাঁপিয়ে তোলে বক্স অফিস। শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, টেলিভিশনেও ছিল তার সমান আধিপত্য। তিনি ছিলেন নেটফ্লিক্সের প্রথম দিককার জনপ্রিয় সিরিজ ‘হাউজ অব কার্ডস’ এর অন্যতম প্রধান পরিচালক। এই সিরিজের ১২টি পর্ব পরিচালনা করেন তিনি। পাশাপাশি ‘টুইন পিকস’, ‘বিলিয়নস’ এবং ‘হ্যানিবাল’ -এর মতো সফল সিরিজেও তার সরব উপস্থিতি ছিল। প্রসঙ্গত, ফোলির পরিচালনা জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন সংগীতজগতেও সক্রিয়। বিশেষ করে ম্যাডোনার তিনটি মিউজিক ভিডিও-‘পাপা ডোন্ট প্রিচ’ ‘লাইভ টু টেল’ এবং ‘ট্রু ব্লু’ পরিচালনা করে তিনি ব্যাপক প্রশংসিত হন। এরপর ম্যাডোনাকে নিয়ে তৈরি করেন সিনেমা ‘হুজ দ্যাট গার্ল’ ফোলির আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হলিউডসহ বিশ্ব চলচ্চিত্রজগত। তার দীর্ঘ কর্মজীবনের অসাধারণ সব সৃষ্টিকর্ম চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

শাহিদ কাপুরের ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক, ওটিটিতে নতুন রেকর্ড

বিনোদন ডেস্ক : ওটিটি দুনিয়ায় প্রবেশ করে যেন নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছেছেন বলিউড তারকা শাহিদ কাপুর। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ওয়েব সিরিজ ‘ফর্জি’ দর্শক ও সমালোচক-উভয়ের মন জয় করে নেয় দ্রুতই। রাজ ও ডিকে পরিচালিত সেই থ্রিলার সিরিজের অসাধারণ গল্প, নির্মাণশৈলী আর শাহিদের দুর্দান্ত অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছিল ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শকরা। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার সামনে এলো ‘ফর্জি টু’-এর চমকপ্রদ খবর-এই সিজনের জন্য শাহিদ কাপুর নিচ্ছেন ৪৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক, যা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একজন অভিনেতার জন্য রীতিমতো রেকর্ড।

চলচ্চিত্রে সাধারণত শাহিদের পারিশ্রমিক ২৫-৩০ কোটি রুপির মধ্যে থাকলেও, ওয়েব সিরিজের জন্য এই অঙ্ক এখন এক লাফে পৌঁছেছে ৪৫ কোটিতে। অর্থাৎ ওটিটির জন্য শাহিদের ফি স্ট্রাকচার একেবারে আলাদা ও আকাশছোঁয়া। সূত্রের দাবি, এটাই তার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক।

নায়িকা নার্গিসের বেদনাময় যাত্রা যৌনপল্লীর আলো থেকে ললিউডের শিখরে, তারপর গুলিতে মৃত্যু

বিনোদন ডেস্ক : পাকিস্তানের লাহোরের নিষিদ্ধপল্লী থেকে উঠে আসা এক মেয়ে-যার জীবন শুরু হয়েছিল যৌনপল্লীর অন্ধকারে, কিন্তু শেষ হয়েছিল রূপালি পর্দার আলোঝলমলে দুনিয়ায়। তিনি ছিলেন ষাট ও সত্তরের দশকের আলোচিত অভিনেত্রী নার্গিস বেগম। তার জীবনের উত্থান যেমন নাটকীয়, তেমনি তার মৃত্যু ছিল নির্মম ও ট্র্যাজিক। মায়ের চক্রান্ত আর স্বামীর হাতে খুন হয়ে শেষ হয় এক সম্ভাবনাময় অভিনেত্রীর করুণ অধ্যায়। নার্গিসের জন্ম লাহোরের হীরামাণ্ডিতে। তার মা ছিলেন পেশাদার যৌনকর্মী ও দক্ষ নৃত্যশিল্পী। সেই সূত্রেই ছোটবেলা থেকেই নার্গিসের নাচ-গানে হাতেখড়ি হয় এবং কিশোরী বয়সেই মায়ের পথ অনুসরণ করে মুজরায় অংশ নিতে শুরু করেন। সেখানেই এক অনুষ্ঠানে তার পারফরম্যান্স নজর কাড়ে এক চলচ্চিত্র প্রযোজকের। সেখান থেকেই তার চলচ্চিত্রজগতে পদার্পণ। ১৯৬৪ সালে ‘ইশরাত’ সিনেমার মাধ্যমে নার্গিসের রূপালি যাত্রা শুরু। এরপর শতাধিক সিনেমায় তিনি অভিনয় করেন, অধিকাংশ ছবিতে আইটেম গার্ল হিসেবে।

থালাপাথি বিজয়ের ব্লকবাস্টার ‘লিও’ ত্যাগ, কেন পেছালেন সাই পল্লবী?

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাই পল্লবী আবারও প্রমাণ করলেন, অভিনয়ের জগতে তিনি কেবল জনপ্রিয়তার পেছনে ছুটেন না, বরং তাঁর কাছে চরিত্রের গভীরতা ও নারীর সম্মানই মুখ্য। থালাপাথি বিজয় অভিনীত সুপারহিট সিনেমা ‘লিও’-এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি কেবল ভক্তদের নয়, পুরো চলচ্চিত্র দুনিয়াকেই চমকে দিয়েছিলেন। আর সেই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল তার চিন্তাশীলতা, আত্মসম্মানবোধ ও শিল্পীসুলভ বাছাই। ২০২৩ সালে একটি ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, ‘গার্গি’ ও ‘প্রেমাম’ খ্যাত সাই পল্লবীকে ‘লিও’ সিনেমার ‘সাথিয়া পার্থিবান’ চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এ চরিত্রটি ছিল সিনেমার মূল চরিত্র পার্থিবানের স্ত্রীর ভূমিকায়। যদিও সিনেমাটির পরিচালক লোকেশ কানাগারাজ ও তারকা থালাপাথি বিজয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ যেকোনো অভিনেত্রীর জন্য স্বপ্নস্বরূপ-সাই পল্লবী সেই লোভনীয় প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণটা একেবারে স্পষ্ট: চরিত্রের গভীরতা এবং নারীর প্রতি সম্মান। সাই পল্লবী জানান, “আমি এমন সিনেমাতেই কাজ করতে আগ্রহী, যেখানে নারী চরিত্রকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধুমাত্র উপস্থিতি নয়, চরিত্রের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও অবস্থান আমাকে আকর্ষণ করে। ‘লিও’-তে সেই ভারসাম্য আমি পাইনি।” পরবর্তীতে এই চরিত্রে অভিনয় করেন তৃষা কৃষ্ণান। এবং সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬২৩ কোটি রুপি আয় করে রীতিমতো বক্স অফিস কাঁপিয়ে তোলে। এটি থালাপাথি বিজয়ের ক্যারিয়ারের অন্যতম সফল সিনেমা হিসেবে পরিণত হয়। এদিকে বিজয় এখন ব্যস্ত রয়েছেন তার শেষ সিনেমা ‘জননায়ক’ নিয়ে, যা ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এই ছবি দিয়েই তিনি চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিয়ে পূর্ণকালীন রাজনীতিতে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছেন। অন্যদিকে সাই পল্লবী তার নিজস্ব ভাবনা ও বিশ্বাস ধরে রেখেই এগিয়ে চলেছেন অভিনয়ের পথ ধরে। সম্প্রতি তিনি নাগা চৈতন্যের সঙ্গে তেলেগু সিনেমা ‘থান্ডেল’-এ অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এছাড়া বর্তমানে তিনি রণবীর কাপুরের বিপরীতে নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত বলিউড মেগা প্রজেক্ট ‘রামায়ণ’-এ অভিনয় করছেন। ইতোমধ্যে এ সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে এবং এটি নিয়েও দর্শকদের প্রত্যাশা তুঙ্গে।

সাই পল্লবীর এই সাহসী সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন অভিনয়ের প্রতি তার দায়বদ্ধতার প্রতিফলন, অন্যদিকে চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থান ও প্রতিনিধিত্ব নিয়েও এক জরুরি বার্তা বহন করে।

নতুন ধাঁচের গোয়েন্দা চরিত্রে মোশাররফ করিম

বিনোদন ডেস্ক : দর্শকের প্রিয় মুখ মোশাররফ করিম আবারও ফিরছেন রহস্যভেদ করতে, তবে এবার একেবারে ভিন্নধরনের গোয়েন্দা চরিত্রে। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘বঙ্গ’-র জন্য নির্মিত ওয়েব ফিল্ম ‘মির্জা’-তে তাকে দেখা যাবে এক অচেনা কিন্তু মনকাড়া গোয়েন্দা রূপে, যিনি মারপিটে কাঁচা, দৌড়াতে পারেন না, বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই-তবু বুদ্ধির জোরে অপরাধীদের ঠেকাতে প্রস্তুত। তবে একটা শর্তে-তদন্তের আগে টাকা! পরিচালনা করেছেন অভিনেতা ও নির্মাতা সুমন আনোয়ার। তিনি জানান, ‘মির্জা’ শুধুমাত্র একটি সিনেমা নয়, এটি একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রজেক্ট হিসেবে তৈরি হচ্ছে। প্রথম কিস্তির নাম ‘ক্লাব টোয়েন্টি নাইন’, যেখানে দেখানো হবে মির্জার গোয়েন্দা হয়ে ওঠার শুরুর কাহিনি। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে আসবে নতুন নতুন কিস্তি। মির্জা চরিত্রটি প্রচলিত গোয়েন্দার প্রতিচ্ছবি নয়। তিনি খানিকটা স্থূলকায়, শারীরিকভাবে সীমিত, তবে মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণতায় সমান পারদর্শী। তার বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এতটাই ধারালো যে, সীমিত উপকরণেই জটিল রহস্যের সুরাহা করতে পারেন। তার জীবনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য-কোনো তদন্তের আগে অর্থ গ্রহণ করা, যেটি পোস্টারে উঠে এসেছে জনপ্রিয় ক্যাপশনে: ‘পরে তদন্ত, আগে টাকা, মির্জা সাহেবের হিসাব পাকা।’ অন্য একটি পোস্টারে তাকে দেখা গেছে হুমকি-ধমকির সুরে বলছেন- ‘আইতাছে মির্জা, ক্রিমিনাল ভাগি যা!’ ‘মির্জা’ চরিত্রে মোশাররফ করিম আবারও প্রমাণ করছেন যে, তিনি কেবল গাম্ভীর্যপূর্ণ বা নাটকীয় চরিত্রে নয়, ব্যতিক্রমী, কৌতুকাত্মক ও প্রান্তিক চরিত্রেও সমানভাবে সাবলীল। তার সর্বশেষ রিলিজ হওয়া ‘চক্কর’ সিনেমায় গোয়েন্দা কর্মকর্তা মঈনুল হিসেবে যে রহস্য-উন্মোচনের ছাপ রেখেছিলেন, এবার তা আরও রঙিন ও ব্যতিক্রমী হয়ে ধরা দেবে ‘মির্জা’-তে। সিনেমাটিতে মোশাররফ করিম ছাড়াও অভিনয় করেছেন পারসা ইভানা, এরফান মৃধা শিবলু, তামান্না হক বর্ণা, সৌমি ও দিলরুবা দোয়েল। শুটিং হয়েছে গত বছর সেপ্টেম্বরে, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝেও। নির্মাতা জানান, ওই সময় মানসম্মত একটি প্রোডাকশন চালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না।

খেত থেকে বিলেতি ধনেপাতা তোলার পর পাহাড়ি ছড়ার পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। দেবতাছড়ি, কাপ্তাই, রাঙামাটি।

অভয়নগরে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসা ও ওষুধ পেলেন ২০০ রোগী

অভয়নগর, যশোর প্রতিনিধি : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যশোরের 'অভয়নগর ব্লাড ব্যাংক'র এক দশক পূর্তি উপলক্ষে ভবদহ এলাকার ২০০ নারী-পুরুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেওয়া হয়েছে। উপজেলার সুন্দলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এই ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলীমুর রাজিব, ঢাকা বারডেম হাসপাতালের গাইনি ও অবস ডা. ফারহানা মিতু, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের ডা. নিয়ামত মুন্সী, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের ডা. রাকিবুল ইসলাম, ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালের সিনিয়র হাউজ অফিসার (আইসিইউ) ডা. কাজী নওফেল হায়দার, যশোর সদর হাসপাতালের ডেন্টিস্ট মনোয়ার মোর্শেদ নয়ন।চিকিৎসাসেবা নিতে আসা বৃদ্ধা জয়ন্তী বালা বলেন, 'ভবদহের জলাবদ্ধ এলাকায় বসবাস। ডাক্তার দেখানো ও ওষুধ কিনতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরত্বে অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যেতে হয়। আজ অভয়নগর ব্লাড ব্যাংক সুন্দলী ইউনিয়নে এসে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবার সঙ্গে ওষুধ দিয়েছে। আশাকরি উপকৃত হবো।'ভবদহ এলাকার ৯৬ গ্রামের রণজিৎ কুমার বলেন, 'ফ্রি পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলাম আমার ডায়াবেটিস হয়নি। প্রেসারও স্বাভাবিক। তবে কিছু সমস্যা ধরা পড়ায় ফ্রি ওষুধ পেয়েছি। এত সুন্দর আয়োজনের জন্য অভয়নগর ব্লাড ব্যাংকের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। বার বার এমন আয়োজন করার আহবানও করেছি।'এ ব্যাপারে অভয়নগর ব্লাড ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ সোহায়েব ইমতিয়াজ ইয়াদ বলেন, 'স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'অভয়নগর ব্লাড ব্যাংক' সফলতার সঙ্গে দশ বছর অতিক্রম করে ১১ বছরে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কাজের আয়োজন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ভবদহের সুন্দলী ইউনিয়নে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে প্রায় ২০০ রোগীকে বিনামূল্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসাসেবা, পরামর্শ ও ওষুধ দেওয়া হয়েছে। যেমন দাঁত, গাইনোকলোজিক্যাল, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, উচ্চতা অনুযায়ী সঠিক ওজন নির্ধারণ এবং পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শসহ বিভিন্ন ধরণের সেবা দেওয়া হয়েছে।

কলেজ শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: তিন কিশোরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : জুলাই অভ্যুত্থানে পটুয়াখালীর দুমকিতে এক শহীদের কলেজপড়ুয়া মেয়েকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় তিন কিশোরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশ। তদন্তকারী কর্মকর্তা ও দুমকি থানার পরিদর্শক মো. রফিকুল ইসলাম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ অভিযোগপত্র দাখিল করেন।বিষয়টি নিশ্চিত করে দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, তিন কিশোরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। পটুয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) সাজেদুল ইসলাম জানান, ভুক্তভোগীর দায়ের করা মামলায় প্রাথমিকভাবে দুই কিশোরের নাম ছিল। তদন্ত চলাকালে আরেক কিশোরের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। ২২ মার্চ এজাহারভুক্ত আসামিদের রিমান্ড আবেদন করা হলে ২৭ মার্চ আদালত এক কিশোরকে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে তিন দিনের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন। জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর আরেক অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করে।তবে তৃতীয় অভিযুক্ত কিশোর এখনো পলাতক রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তারে একাধিক অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু সে আত্মগোপনে রয়েছে।মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১৮ মার্চ শহীদ বাবার কবর জিয়ারত শেষে নানাবাড়ি ফেরার পথে ওই ১৭ বছর বয়সী কলেজছাত্রী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হন। ঘটনার পরদিন সে নিজেই দুমকি থানায় একটি মামলা করেন। গ্রেপ্তার হওয়া দুই কিশোরকে আদালতের নির্দেশে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।এদিকে, তদন্ত চলাকালে গত ২৬ এপ্রিল ঢাকার শেখেরটেক এলাকায় একটি ভাড়া বাসা থেকে ধর্ষনের শিকার ওই কলেজছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর তার গ্রামের বাড়িতে শহীদ পিতার কবরের পাশে দাফন করা হয়।প্রসংগত, ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যে কারণে এমপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন রহমান ভিডিও কলে ওই পরিবারের সাথে কথা বলেন। এর পরপরই এনসিপির সভাপতি নাহিদ ইসলাম এবং সংগঠক আলমসহ অধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ ওই বাড়িতে পরিবারের খোজ নিতে আসন।

বিস্তীর্ণ ধানখেতের মাঝে তালগাছের সারি। বোরাইল, কাহালু, বগুড়া।

দাকোপে ফাঁস দেওয়া লাশ উদ্ধার

দাকোপ, খুলনা : খুলনার দাকোপে গোবিন্দ মন্ডল (৪৫) নামে এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার বেলা ১১টায় উপজেলার মাদিয়া শশ্মান ঘাট সংলগ্ন চড়া নদী থেকে লাশটি উদ্ধার হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় একটি গামছা দিয়ে লাশের দু'হাত বাধা এবং আরেকটি গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ছিল। জানা যায় উদ্ধার হওয়া লাশটি উপজেলার দাকোপ ইউনিয়নের মধ্য দাকোপ এলাকার মৃত অনন্ত মন্ডলের ছেলে গোবিন্দ মন্ডল। দাকোপের ৭ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য পরিতোষ মন্ডল ও গ্রাম পুলিশ নারায়ন হালদার জানায়, ভবেন্দ্রনাথ মন্ডল নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে তারা লাশের বিষয়টি জানতে পেরে থানা পুলিশকে জানায়। নিহতের বড় ভাই নিতাই মন্ডল বলেন, গত ২দিন গোবিন্দের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি বলেন তরমুজ ক্ষেত ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একজনের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। এক পর্যায়ে এ ঘটনায় তাকে মারপিট ও জীবনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। ফলে এ ঘটনার জের হিসাবে গোবিন্দ হত্যাকান্ডের শিকার হতে পারে বলে তিনি আশংকা করছেন। এ ঘটনায় তিনি হত্যা মামলা দায়ের করবেন বলে জানান। এবিষয়ে দাকোপ থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সিরাজুল ইসলাম জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা রহস্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

রাণীনগর-আত্রাইয়ে আওয়ামীলীগ-যুবলীগের ৫ নেতা গ্রেফতার

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর এবং আত্রাই থানাপুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে বিস্ফোরক মামলায় আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের ৫জন নেতাকে গ্রেফতার করেছে। বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের শনিবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো: রায়হান জানান, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অপরাধীদের ধরতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে উপজেলার পারইল ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ভান্ডার গ্রামের গিয়াস উদ্দীনের ছেলে সাজেদুর রহমান সাজু (৫২),বড়গাছা ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও গহেলাপুর গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে জহুরুল ইসলাম (৩২) এবং সদর ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিম বালুভরা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে আব্দুর রহিম (৩৭) কে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা সবাই উপজেলা বিএনপির দলীয় অফিসে হামলা,ভাংচুর ও ককটেল বিস্ফোরনের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার তদন্ত প্রাপ্ত আসামী। গ্রেফতারকৃতদের শনিবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।অপর দিকে আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাহাবুদ্দীন জানান,শুক্রবার রাতে উপজেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঘোষপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে আব্দুস সালাম (৬০) ও একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও একই গ্রামের আব্দসু সামাদের ছেলে রেজাউল করিম (৪২) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা আত্রাই থানায় দায়েরকৃত একটি বিস্ফোরক মামলার তদন্তপ্রাপ্ত আসামী। তাদেরকে শনিবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মান্দায় আ'লীগ ও সহযোগী সংগঠনের চার নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের চার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৯ মে) রাতভর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামের আফসার আলীর ছেলে ও সাবেক ছাত্রলীগনেতা আসলাম হোসেন টিপু (৩২), ইউনিয়ন আওয়ামী লীগেরনেতা হটোইর গ্রামের প্রানেশ্বর সরকারের ছেলে প্রদীপ সরকার (৪৫), হোসেনপুর গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে হেলাল উদ্দিন (৩২) ও তুড়ুকগ্রামের আছির উদ্দিনের ছেলে নুর হোসেন (৪০)।মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে দোকানঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের একটি মামলায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

মতলব উত্তরে ইয়াবা ও গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি আটক

মতলব উত্তর, চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় দুই মাদক কারবারি কে আটক করেছেন থানা পুলিশ। ৫০২ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ কুখ্যাত মাদক সম্রাট মোঃ রেজাউল করিম (২৫) কে ও ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ মোঃ তাজুল ইসলাম প্রকাশ তাজু (৪৪) আটক করা হয়েছে। থানা সূত্রে জানা যায়,মতলব উত্তর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ রবিউল হকের দিক-নির্দেশনায় এসআই(নিরস্ত্র) মোঃ জাফর আহমেদ সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ অত্র থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করিয়া মতলব উত্তর থানাধীন ১১নং পশ্চিম ফতেপুর ইউপির দক্ষিণ গাজীপুর উদমদী পাম্প হাউজের পশ্চিম পাশে বেড়িবাধ সড়কের উপর হইতে ধৃত আসামী মোঃ রেজাউল করিম (২৫) আটক করে। নিকট হইতে ০৩টি নীল রংয়ের জিপার পলিব্যাগের ভিতর রক্ষিত সর্বমোট ৫০২ (পাঁচশত দুই) পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট, ওজন ৫০.২ গ্রাম, মূল্য অনুমান ১লাখ ৫০ হাজার৬০০ টাকা উদ্ধার পূর্বক জব্দ করেন। সে কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার মল্লিকা দীঘি গ্রামেরমোঃ হারুনুর রশিদের ছেলে। ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।মতলব উত্তর থানার এসআই(নিরস্ত্র) একেএম ইউনুছ, এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ সাজেদুর রহমান এএসআই(নিরস্ত্র) রবিউল হোসেন, কনস্টেবল সোহেল রানাসহ অত্র থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করিয়া শুক্রবার (৯মে-২০২৫) রাত ২২.৩০ ঘটিকার সময় মতলব উত্তর থানাধীন সাদুল্যাপুর ইউপির বদরপুর সাকিনস্থ সোলেমান শাহ প্রকাশ ল্যাংটার মাজারের পশ্চিম উত্তর কোনে শিকদার বাড়ী সংলগ্ন আম বাগানের ভিতর হইতে মোঃ তাজুল ইসলাম প্রকাশ তাজু (৪৪) আটক করা হয়। এ সময় তাহার ডান হাতে থাকা একটি প্লাষ্টিকের বাজারের ব্যাগের ভিতর ক) সাদা পলিথিনের ভিতরে রক্ষিত অনুমান ৫০০ (পাচঁশত) গ্রাম গাঁজা, মূল্য অনুমান ১০হাজার টাকা উদ্ধার পূর্বক জব্দ করা হয় ।সে কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার খয়রাবাদ গ্রামের মৃত আঃ খালেকের ছেলে। ধৃত আসামীর বিরুদ্ধে মতলব উত্তর থানার এফআইআর নং-১৭, তারিখ- ১০ মে, ২০২৫; ধারা- ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; রুজু করা হইয়াছে।

আড়ানী হাটে দেড় কেজি ওজনের লাউ সাড়ে ৩ টাকা

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী হাটে এক থেকে দেড় কেজি ওজনের এক পিচ লাউ সাড়ে ৩ টাকায় পাইকারী হিসেবে ক্রয় করতে দেখা গেছে। শনিবার (১০ মে) সকালে আড়ানী আহেলে হাদিস জামে মসজিদের সামনে এই লাউ ক্রয় করেন স্থানীয় মহন আলী নামের এক ব্যবসায়ী। জানা গেছে, আড়ানী পৌরসভার গোচর, কুশাবাড়িয়া, হামিদকুড়া, নুরনগর, বেড়েরবাড়ি, শাহাপুর, চকসিংগা, চকরপাড়া, পিয়াদাপাড়া এলাকায় প্রচুর পরিমানে লাউ চাষ হয়। এই লাউ প্রতি চাষিরা বিক্রি করে।

জাসদের সকল অংশের ঐক্য করে এবার আমরা ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবো

রংপুর প্রতিনিধি : ৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল 'জাসদ'। আজ বহু খন্ডে বিভক্ত। খন্ড বিখন্ড ভাগ গুলোকে এক করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সকল অংশের ঐক্য করে এবার আমরা ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবো বলে মন্তব্য করেছেন ব্যারিস্টার ফারাহ খান। শনিবার (১০ মে) দুপুরে রংপুরের সুমি কমিউনিটি সেন্টারে রংপুর বিভাগের সকল জেলার জাসদের সব অংশের নেতা-কর্মীদের নিয়ে মত বিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। ব্যারিস্টার ফারাহ খান বলেন- ১৯৭১ সালে যে স্বপ্নের সোনার বাংলার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা দেখেছি স্বাধীনতার পরে দেশের গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিলো, মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো, আমরা দেখেছি সারাদেশে লুটপাট শুরু হয়েছিলো। আমরা এমন স্বাধীনতা চাইনি বলেই আমাদের নেতা সিরাজুল আলম খান দাদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ গঠিত হয়েছিলো। তিনি আরো বলেন, ১৯৭২ সালে জাসদ একটি বটগাছ ছিল কিন্তু সেই জাসদ ব্যক্তি স্বার্থে খন্ড বিখন্ড হয়ে গত ৫৩ বছরে পরগাছা হয়ে গেছে। সেই কারণে আমি আজ আপনাদের কাছে এসেছি কারণ জাসদ কোন নেতার দল নয়, জাসদ কর্মিদের দল। জাসদের কর্মীরাই এ দলের প্রাণ ও শক্তি। তাই জাসদকে আবারো কর্মিদের কাছে ফিরিয়ে নিতে হবে। আমরা কোন অংশের কোন নেতা কে বাদ দিচ্ছিনা কিন্তু আপাতত আমরা নেতাদের ঐক্য করবো না। আমরা কর্মীদের ঐক্য করবো আগে, কারণ আমরা নেতাদের ঐক্য হতে দেখেছি ১৯৯৭ সালে, আবার সেই ঐক্য আমরা ভাঙতেও দেখেছি বছর ঘুরতে না ঘুরতে যখন নেতাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। তাই এবার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে আগে তারপর আমরা নেতাদের কাছে যাবো। ব্যারিস্টার ফারাহ খান আরো বলেন- বড় দলের নেতারা আমাদের একটি দুটি আসন দেয় আর আমরা সেই আসন নিয়ে খুশি হয়ে যাই। কিন্তু জাসদই হতে পারতো এই দেশের মুল কান্ডারী। আমরা দেখি আওয়ামী লীগ বা বিএনপির সাথে জোট বেঁধে রাজনীতি করে এলাকায় যেতে পারিনা কিন্তু অন্য দলের দল্য কেন শাস্তি ভোগ করবো। জাসদ ভোটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। একটি বা দুটি আসনের জন্য বড় বড় দলের সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার দরকার নেই। মতবিনিময় সভায় জাসদ নেতা আনিসুল ইসলাম রাজু, শফিয়ার রহমান, ইসমাইল হোসেন বাদলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ব্যারিস্টার ফারাহ খান নিউক্লিয়াস প্রধান স্বাধীনতার রুপকার জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান দাদার ভাতিজি।

মুজিবনগরে ভুয়া চিকিমুজিবনগরে ভুয়া চিকিৎসকের ৩ মাস, সহযোগীর ১ মাস জেলৎসকের ৩ মাস, সহযোগীর ১ মাস জেল

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় যতারপুরে চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে তাফহিমুল হুসাইন (৩৭) নামের এক ভূয়া চিকিৎসকের ৩ মাস কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল এ অভিযানপরিচালনা করেন। একই সঙ্গে দণ্ডিত ভুয়া চিকিৎসকের সহযোগী সাগর আলীর (২৩) ১ মাস কারাদণ্ড এবং গাড়ি চালক ইমনের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।দণ্ডিত ভুয়া চিকিৎসক তাফহিমুল হুসাইন ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বহরমপুর গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে । তার শ্বশুর বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে। সহযোগী সাগর আলী গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং গাড়িচালক ইমন একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে।ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, হামিদুল ইসলাম প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র নামে যতারপুরে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন তাফহিমুল হুসাইন। তার চিকিৎসা সেবা নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে সন্দেহসৃষ্টি হলে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার সুপ্রিয়া গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে অভিযান পরিচালনা করেন।এসময় ওই চিকিৎসকের বিএমডিসি ও বিডিএসের কোন সনদ না থাকা এবং অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার করে তিনি এ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন বলে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রমান পায়।

পাকা বট ফল খেতে এসেছে একটি কোকিল। কাস্টমস ঘাট, খুলনা।

পঞ্চগড় ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন যাত্রীদের মাঝে ছিনতাই আতঙ্ক

তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় প্রতিনিধি : পঞ্চগড় ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন যাত্রীদের মাঝে চিন্তায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। জানা যায় পঞ্চগড় রেলস্টেশন থেকে ফিরে আসা ঢাকা গামী একতা এক্সপ্রেস আক্কেলপুর স্টেশন ক্রস করলে সান্তাহার স্টেশন এর মাঝামাঝি ভাঙ্গা ব্রিজ নামক এলাকায় রাত অনুমান ২.৩০ টায় ঠ নং বগির গাড়ীতে নিপা নামে মহিলা যাত্রীর স্বর্ণের চেইন গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যায়। ভুক্তভোগী জানায় দিনাজপুর স্টেশন থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি স্থানে বাড়িতে থাকা ছিনতাইকারি দল আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলা থেকে চ্যাম্পি চিনে নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি চিৎকার করলে কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে ঘটনাটি জানেন এবং নিজে কেন সতর্ক থাকিনি বলে জানান। এ সময় পাশের ছিটে থাকা রিফাত নামে এক যুবক ফেসবুকে পোস্ট করলে পুলিশ তাকে শাসিয়ে যান। ছেড়ে আসার পর নাটর স্টেশন পার হলে পরে স্টেশন আসার আগে গাড়ি স্লো হলে বাহির থেকে আরেক আরেক ছিনতাইকারি দল অপর পাশে মহিলা যাত্রীর ভেনেটি ব্যাগ নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

কালীগঞ্জে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু, স্বামী পলাতক

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জে এক গৃহবধুর রহস্যজনক মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে। নিহত গৃহবধূর তানজিলা বেগম (২৫) উপজেলার জামালপুর মধ্যপাড়া গ্রামের মো. আমজাদ হোসেনের কণ্যা। অভিযোগ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, মোক্তারপুর ইউনিয়নাধীন পোটান গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে মোত্তাকিনের সাথে বিগত ৮ বছর ৪ মাস পূর্বে জামালপুর মধ্যপাড়া গ্রামের মো. আমজাদ হোসেনের মোসা. তানজিলা আক্তারের বিবাহ হয়। তাদের সংসারে মিথিলা (৩) ও মোরসালিন (১) নামে দুইজন কণ্যা ও পুত্র সন্তান রয়েছে। তানজিলার সাথে স্বামী মোত্তাকিনের প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। মোত্তাকিন পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই তানজিলাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করত।

দেবহাটায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরন

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে এই আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে দেবহাটা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবহাটা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইদ্রিস আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন দেবহাটা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব ও জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য মহিউদ্দিন সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে উপজেলা সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনির আহম্মেদ, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাহজাহান আলী, সহকারী ইন্সট্রাক্টর মোঃ শাহেদুজ্জামান ও দেবহাটা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি আর.কে.বাপ্পা। ঈদগাহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইফুল্লাহ আল তারিকের সঞ্চালনায় অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন দেবহাটা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার দাশ, গোবরাখালি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত কুমার মল্লিক, কুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, প্রাথমিক স্কুল হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গড়ার প্রথম স্তর। এই শিক্ষাই একজন শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তাই শিক্ষকদেরকে আন্তরিকতার সাথে শিক্ষা দানের পাশাপাশি পুঁথিগত শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা দিতে হবে। বক্তারা বিগত সরকারের শিক্ষা কারিকুলামে যে অসংগতি ছিল সেগুলো দূর করে বর্তমান সরকারের শিক্ষা নীতির আওতায় শিক্ষা দানের আহবান জানান।

ডিশলাইনে ডিজিটাল সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে ও বিরোধীতার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ফুলবাড়ি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ডিশ লাইন এনালগ সিস্টেমের পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে এবং এর বিরোধীতার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ফুলবাড়ী স্যার্ট ভিশন ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক কর্তৃপক্ষ। আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সহকারী অধ্যাপক জারজিস আহমেদ।লিখিত বক্তব্যে রন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সহকারী অধ্যাপক জারজিস আহমেদ বলেন, সরকারের লাইসেন্স নিয়ে গত প্রায় ৩০ বছর ধরে ফুলবাড়ীতে স্যার্ট-ভিশন কেবল টিভি নেটওয়ার্ক ক্যাবল লাইন সংযোগ (ডিশ লাইন) প্রদান করে আসছি। গ্রাহকদের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক ফি ১৫০ টাকার মাধ্যমে ব্যবসায়ীক কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এতে প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।তিনি বলেন, প্রায় ৪ বছর পূর্বে বাংলাদেশ সরকার ক্যাবল লাইনের গ্রাহক পর্যায় থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে, সকল ক্যাবল গ্রাহককে ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় আনতে সরকারের পক্ষ থেকে দেশের সকল বৈধ ক্যাবল অপারেটরদের জানানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্যাট ভিশনও তার আওতাভুক্ত হওয়ায় গ্রাহকদের ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় আসার লক্ষ্যে টিভি স্ক্রোলের মাধ্যমে, কালেকশন ম্যান ও অফিসে মিটিং-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের জানিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে লাইসেন্সসহ ব্যবসায়িক অন্যান্য কাজে ডিজিটাল সিস্টেম না করায় আমরা বাধাগ্রস্থ হচ্ছি।তিনি আরও বলেন, পার্শ্ববর্তী পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলা থেকে ফ্যাসিবাদীরা এই এলাকার ব্যবসা দখলের চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। তারা তাদের নিজের ব্যবসা ডিজিটালাইজড করলেও ফুলবাড়ীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।যেহেতু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার আইনি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং ক্যাবল লাইনের ডিজিটাল বক্স সরকারের নির্দেশনার একটি অংশ। তাই সফলকে ডিজিটাল লাইনের আওতাভুক্ত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা পরিচালনা ও সরকারের শতভাগ রাজস্ব আদায়ে সহযোগীতা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।এসময় ডিজিটালের সেট আপ বক্সের বিভিন্ন সুবিধা তুলে ধরেন তিনি বলেন, সেটাআপ বক্স নিলে, পরিষ্কার ঝকঝকে ছবি, ১/২ মাস চালাতে না চাইলে কোন মাসিক বিল না দেয়ার সুবিধা, মাত্র ১৫০টাকায় ২৪০ টির বেশি চ্যানেল দেখতে পাবে, শতভাগ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করা অন্যতম।

রোদে ধান শুকিয়ে নিচ্ছেন কিষানিরা। নিকলী, কিশোরগঞ্জ।

লিভারপুলে প্রথম মৌসুমেই স্লটের প্রভাবে বিস্মিত সালাহ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইয়ুর্গেন ক্লপের উত্তরসূরি হয়ে অ্যানফিল্ডে যোগ দিয়েই দলে এতটা প্রভাব রাখতে পারবেন আর্না স্লট, অভিষেক মৌসুমেই তিনি এত বড় সাফল্য পেয়ে যাবেন, তা ভাবেননি মোহামেদ সালাহ। ২০২৩-২৪ মৌসুমের শেষে অ্যানফিল্ড ছেড়ে যান ক্লপ। তার জায়গায় গত বছরের গ্রীষ্মে দায়িত্ব নেন স্লট। ফেইনুর্ড ছেড়ে আসা এই ডাচের কোচিংয়ে শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফুটবল খেলতে শুরু করে লিভারপুল। মাঝে একটু ছন্দপতনে অন্যান্য প্রতিযোগিতায় শিরোপা স্বপ্ন ভেঙে গেলেও, প্রিমিয়ার লিগে দারুণ পথচলা ধরে রাখে দলটি। এপ্রিলের শেষে টটেনহ্যাম হটস্পারকে ৫-১ গোলে গুঁড়িয়ে, চার ম্যাচ হাতে রেখে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করে স্লটের লিভারপুল। দলের এই সাফল্যে সবচেয়ে বড় অবদান সালাহর। ২৮ গোল করে এখন পর্যন্ত লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। অ্যাসিস্টের তালিকায়ও সবার ওপরে তার নাম, সতীর্থদের ১৮টি গোলে অবদান রেখেছেন তিনি। দুর্দান্ত এই পারফরম্যান্সে ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের মৌসুমের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হওয়ার পর ফ্রান্স ফুটবলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোচের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান সালাহ। "এত দ্রুত আমরা (লিগ শিরোপা) জিততে পারব, আশা করিনি। এই পালাবদল এত দ্রুত সফল হবে, কে ভাবতে পেরেছিল? আমার মনে হয়, কেউ না। প্রাক-মৌসুমে আর্না স্লট আমার কাছে এসে বলেছিলেন, দলে অন্যান্য খেলোয়াড়দের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠতে।"]

"আমি তাকে চিন্তা করতে মানা করেছিলাম, কারণ আমি সবসময় আমার সেরা অবস্থাতেই থাকি। কারো জন্য উদাহরণ হতে নয়, কারণ আমি এভাবেই খেলি। তিনি জানিয়েছিলেন, ম্যাচে আমার থেকে কী চান। আর তা হলো, মাঠে অনেক দায়িত্ব নিয়ে দৌড়ানো, যা আমার পছন্দ হয়েছিল।"লিগে পরের ম্যাচে রোববার পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের মুখোমুখি হবে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৯টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করা হলো না বাংলাদেশ 'এ' দলের

স্পোর্টস ডেস্ক : আগের দুই আনফিসিয়াল ওয়ানডে জেতায় সুযোগ ছিলো আজকের তৃতীয় ও সবশেষ ওয়ানডেটি জিতে নিউজিল্যান্ড 'এ' দলকে হোয়াইটওয়াশ করার। ২২৮ রানের লক্ষ্য দিয়ে ১৬৬ রানে কিউইদের ৬টি উইকেটও তুলে নিয়েছিলো বাংলাদেশ 'এ' দল। কিন্তু ম্যাচটি আর শেষ পর্যন্ত জিততে পারলো না তারা। সিলেটে ডিন ফক্সক্রফট ও জাকারি ফক্সের দৃঢ়তায় আর কোনো উইকেট না হারিয়েই নিউজিল্যান্ড ম্যাচটি জিতে নিয়েছে, ৪ উইকেটের জয়ে বল হাতে ছিলো ১০টি। ৭ নম্বরে নামা ফক্সক্রফট ৪৩ বলে ৩৬ ও আট নম্বরে নামা ফকস ৪২ বলে ২৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। রান তাড়া করতে ক্রিজে নামা নিউজিল্যান্ডের সব ব্যাটারই দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন। রিস মারিউ ৩৩, ডেল ফিলিপস ৩৪, নিক ক্যালি ১৯, জো কার্টার ৩৩, মুহাম্মদ আব্বাস ১৯ ও কার্টিস হিপি ১০ রান করেন। বাংলাদেশের হয়ে নাসুম আহমেদ, মোসাদ্দেক হোসেন ও নাঈম হাসান ২টি করে উইকেট নেন। আগে ব্যাট করা বাংলাদেশ ৫৪ রানের মধ্যেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে, ১০৪ রানে পড়ে ৬ উইকেট। এই ৬ উইকেটের মধ্যে একমাত্র সাইফ হাসানই বলার মতো রান (৩১) করেন।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ মোহামেডানকে চাপে ফেলার সুযোগ হারাল আবাহনী

স্পোর্টস ডেস্ক : সুযোগ ছিল শিরোপা লড়াইয়ে মোহামেডানের ওপর চাপ বাড়ানোর, কিন্তু তা পারল না আবাহনী। পুলিশ এফসির বিপক্ষে পয়েন্ট হারিয়ে লড়াই আরও জমিয়ে তুলতে পারল না আকাশি-নীল জার্সিধারীরা। ময়মনসিংহের শহীদ রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া স্টেডিয়ামে শনিবার গোলশূন্য ড্র করেছে আবাহনী। লিগে দুই দলের প্রথম পর্বের দেখায় ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল মারুফুল হকের দল। আগের দিন ফর্টিস এফসির বিপক্ষে মোহামেডান ১-১ ড্র করায়, আবাহনীর সামনে সুযোগ আসে ব্যবধান কমানোর। কিন্তু আক্রমণভাগের মলিনতায় পারেনি তারা। ফলে ১৪ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা মোহামেডানের চেয়ে তারা আগের রাউন্ডের মতো পিছিয়ে রইল ৭ পয়েন্টে। আবাহনীর ড্রয়ের হতাশা আরও বেড়েছে ম্যাচের শেষ দিকে পাপন সিং দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখায়। দিনের অন্য ম্যাচে, মুন্সিগঞ্জের শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমক উপহার দিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।

মিলানে পরাজয়ের পর ফ্লিকের কাছে 'ক্লাসিকো' আরও কঠিন

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্বপ্ন ভাঙার বেদনা এখনও তাজা। ইন্টার মিলানের বিপক্ষে দারুণ লড়াইয়ের পরও সেমি-ফাইনাল থেকে বিদায়ের ক্ষত এখনও দগদগে। এর মধ্যেই লা লিগায় মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রেয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। সান সিরোয় হারের পর স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে খেলা আগের সবসময়ের চেয়ে আরও কঠিন মনে হচ্ছে বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিকের। ইউরোপের সফলতম দলটির বিপক্ষে খেলা কখনও সহজ নয়। লা লিগার ৩৫তম রাউন্ডে রোববার মুখোমুখি হবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল। বার্সেলোনার মাঠে খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া আটটায়। ইন্টার মিলানের বিপক্ষে সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে ৪-৩ গোলে হেরে ইউরোপ সেরার মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে বার্সেলোনা। তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন লা লিগায়। ৩৪ ম্যাচে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা, ৪ পয়েন্ট কম রেয়ালের। স্পেনের শীর্ষ লিগের শিরোপার গতিপথ নির্ধারণ করে দিতে পারে আসছে লড়াইটি। মিলানের তিক্ত রাত ভুলে এই ম্যাচে মনোযোগ দিতে চান ফ্লিক। "মিলানে হারের পর সবাই জানি, (ক্লাসিকো) লড়াই সহজ হবে না। অমন একটি ম্যাচের পর এটা সহজ নয়। তবে আমরা ভালো করছি। এখনও চারটি ম্যাচ বাকি, আর ক্লাসিকো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যা করতে চাই, তা নিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে।"

"খেলোয়াড়দের ভাবনা নিয়ে ওদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। সবাই জানে যে, ক্লাসিকোয় তাকে শতভাগ দিতে হবে। আগ্রাসী হতে হবে, দাপুটে থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে ভক্তদের সমর্থন, আমরা খেলব ঘরের মাঠে।" চলতি আসরে এ নিয়ে চতুর্থবার মুখোমুখি হচ্ছে বার্সেলোনা ও রেয়াল। আগের তিন ম্যাচেই জয়ের স্বাদ পেয়েছেন ফ্লিক, এর দুটিতে পেয়েছেন শিরোপার উষ্ণ ছোঁয়া। আরেকটি জয়ে লা লিগায় শিরোপার দুয়ারে চলে যাবে বার্সেলোনা। ফ্লিক এসব নিয়ে যদিও খুব একটা ভাবছেন না, তার মনোযোগ কেবল তিন পয়েন্টে। "এই ধরনের ম্যাচে মাদ্রিদও জিততে চাইবে, আমরাও জয়-ই চাইব। আমি শিরোপা নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, আমরা জিততে চাই। আমরা এভাবেই ম্যাচটা খেলতে চাই, স্রেফ ম্যাচটাতে নজর দিতে চাই।" "লড়াইয়ে আমরা মুদ্রার দুই পিঠই দেখতে পারি। যখন আমরা ওদের বিপক্ষে খেলি, ওরাও আমাদের ওপর চাপ তৈরি করেকেউ জানে না, ঠিক কী ঘটবে।

নিষেধাজ্ঞার ভয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে বাধ্য হলো ভারত!

স্পোর্টস ডেস্ক : দুই দেশের সংঘাতের মাঝেই এশিয়ান বিচ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। শুক্রবার ওমানের মাস্কাটে হয়েছে দুই দলের লড়াই। এই লড়াইয়েও উত্তেজনা যে ছিল না এমন নয়। ভারত প্রতিবাদে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিল। যদিও আয়োজকরা তাদের এই বলে সতর্ক করে দেয়, এই ধরনের আচরণ তাদের টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। দুই দেশের সংঘাতের জেরে শুরুতে এই ম্যাচ বয়কটের কথাও ভেবেছিল ভারতীয় দল। দেশে জনরোষের মুখে পড়তে হবে- এমন ভাবনায় ম্যাচ না খেলার পক্ষে অবস্থান নিতে চেয়েছিল। কিন্তু এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশন নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানার শাস্তির কথা বলে সতর্ক করে দিলে বাধ্য হয়ে খেলতে নামে তারা। এই প্রসঙ্গে ভারতের হ্যান্ডবল ফেডারেশনের নির্বাহী পরিচালক আনন্দেশ্বর পান্ডে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল ফেডারেশনের চার্টার অনুসারে এই ম্যাচ বয়কট করলে আমাদের ১০ হাজার ডলার জরিমানা দিতে হতো। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও নিষিদ্ধ হওয়া লাগতো দুই বছর। তাই আইএইচএফ ক্যাটাগরিকালি আমাদের জানায়, ভারত যদি এই ম্যাচ না খেলে তাহলে সেটা অলিম্পিক চার্টারের চেতনা বিরোধী কাজ হবে। তাই আমাদের কোনও বিকল্প ছিল না।' পুল ম্যাচটা অবশ্য ২-০ ব্যবধানে হেরেছে ভারত। সম্ভাবনা আছে দুই দল আবারও একই ইভেন্টে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারে। সেক্ষেত্রে কী করা হবে এমন প্রশ্নে পান্ডে বলেছেন, 'আমন্ত্রণের বিষয়টি এক মাস

আগেই অগ্রীম জানানো হয়েছে। ভারতের নারী ও পুরুষদের দলও মাস্কাটে পৌঁছায় ৫ মে। তাই আমরা জানতাম না যে দুই দেশের পরিস্থিতি এতটা বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে।

সম্ভাবনা আছে দুই দলের আবারও সেমিফাইনাল ও ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার। আমরা মন্ত্রণালয় ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশনার অপেক্ষায় আছি। যদি কয়েক দিনের মধ্যে না আসে, তাহলে আমরা দলকে বলবো পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা ছেড়ে দিতে। যদি তেমন কিছু হয়।' টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৫ মে। এই টুর্নান্টে আবার ২০২৬ বিশ্ব বিচ হ্যান্ডবলের বাছাই টুর্নামেন্টও।

অনিশ্চয়তায় বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্যালেন্ডার, এশিয়া কাপ

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্যালেন্ডারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। স্থগিত হয়ে গেছে আইপিএল ও পিএসএল। যার ফলে ভারতের বাংলাদেশ সফর ও এশিয়া কাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবর, আগস্টে বাংলাদেশ সফরে হয়তো আসবে না ভারত। তার পর সেপ্টেম্বরে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। সেখানেও তারা অংশগ্রহণ করবে না বলে জানা গেছে। প্রয়োজন পড়লে তারা মূলত আগস্ট-সেপ্টেম্বর উইন্ডোকে আইপিএলের বাকি অংশ শেষ করার জন্য ব্যবহার করতে চাইছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে আরও বলা হয়েছে, আইপিএল আগে শেষ হলেও বাংলাদেশ সফর ও এশিয়া কাপ খেলতে চায় না তারা। আগস্টের সফর নিয়ে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সূচি প্রকাশ করেছে। সফরে তিন ওয়ানডের সঙ্গে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা। ভারতের আসার কথা ১৩ আগস্ট। এদিকে, পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) স্থগিত হওয়ায় পরিস্থিতি আরও

ঘোলাটে হয়ে গেছে। শুরুতে অবশ্য তারা জানিয়েছিল বাকি ৮টি ম্যাচ সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়োজন করবে। সেই লক্ষ্যে তারা মরুর বুকে খেলোয়াড়দের নিতে প্রস্তুতিও শুরু করেছিল। বাংলাদেশের দুই তারকা নাহিদ রানা ও রিশাদ হোসেন এবং সঙ্গে থাকা দুই বাংলাদেশি সাংবাদিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান ছেড়েছিলেন।

কিন্তু তারা পরে সেখান থেকে চড়েছেন বাংলাদেশের বিমানে। তাতে চলতি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সিরিজটি হয়তো আলোর মুখ দেখবে না! সিরিজ শুরু হওয়ার কথা ২৫ মে। বাংলাদেশের পাকিস্তান সফরে যাওয়ার কথা ২১ মে। বিসিবি অবশ্য এখনই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয়। যেহেতু আয়োজক পাকিস্তান এবং এমন পরিস্থিতিও নজিরবিহীন। তাই সিরিজ বাতিল কিংবা পেছানোর সিদ্ধান্তটা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকেই আসার কথা। এখন তাই সব মিলে সময়ের অপেক্ষা।

স্বাস্থ্য

যে লক্ষণে বুঝবেন ডায়াবেটিস বেড়েছে কি না

স্বাস্থ্য: বিভিন্ন উৎসব কিংবা অনুষ্ঠানে একটু আধটু অনিয়ম হয়ে যায় সবারই! আর একটু অনিয়মেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর বেড়ে যায় রক্তে শর্করার পরিমাণ। ঈদ ও এর পরবর্তী সময়ে সবাই মুখোরোচক সব সুস্বাদু খাবার খান। আর এ কারণে হঠাৎ করেই বেড়ে যেতে পারে রক্তে শর্করার পরিমাণ। যদিও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ মুশকিল। অনেক সময় দেখা যায়, হুট করেই বেড়ে গেছে ব্লাড সুগার। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ওষুধ, শরীরচর্চা ও খাওয়া-দাওয়া নিয়ম মেনে করলে এটি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এগুলোর হেরফের ঘটলেই বেড়ে যেতে পারে রক্তে শর্করার পরিমাণ। অনেক সময় অজান্তেই বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। তবে তা সহজেই আপনি বুঝতে পারবেন কয়েকটি লক্ষণে। এই লক্ষণগুলো সকালেই বেশি প্রকাশ পায়। জেনে নিন কী কী- ১. মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ২. বমি বমি ভাব ৩. ঝাপসা দৃষ্টি ৪. মনোযোগের অভাব ৫. ঘন ঘন পানি পিপাসা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) মতে, খাবারের আগে রক্তে শর্করা মাত্রা ৮০-১৩০ এমজি/ডিএল হওয়া উচিত। আর খাবারের ২ ঘণ্টা পরে ১৮০ এমজি/ডিএল এর কম হওয়া উচিত। তবে

রক্তে শর্করার লক্ষণ বয়স, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই এ বিষয়ে চিকিৎসকরের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। **রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে যা করবেন-** >> নিয়মিত রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করুন। >> রুটিনমাফিক খাবার খান ও শরীরচর্চা করুন। >> রাতে দ্রুত খেয়ে নিন। এরপর কিছুক্ষণ হাঁটুন। >> কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার রাতে একেবারেই খাবেন না। >> প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। >> ডায়াবেটিস বেশি বেড়ে গেলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নিন।

প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহারে চুলের ক্ষতি?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : চুলে জমে থাকা ময়লা, চুলের গোড়ায় জমে থাকা অতিরিক্ত তেল দূর করতে শ্যাম্পু ব্যবহার করা জরুরি। তবে প্রতিদিন বা অতিরিক্ত শ্যাম্পুর ব্যবহার চুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। শ্যাম্পু অতিরিক্ত ব্যবহার করলে কী হয়? চুল রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে যায়। খুশকির উপদ্রব দেখা দিতে পারে। চুল ভঙ্গুর হয়ে যায়। আগা ফেটে যেতে পারে। চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে চুল ঝরে পড়ে। **কত দিন পর পর চুলে শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন?** চুলে প্রতিদিন শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন না। পানি দিয়েও প্রতিদিন চুল না ধোয়ার চেষ্টা করুন। সপ্তাহে তিনবার চুলে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। তবে আরও কিছু ব্যাপারের উপরেও নির্ভর করে এটা। যেমন যাদের চুল অতিরিক্ত তৈলাক্ত, তাদের ঘনঘন শ্যাম্পু ব্যবহার করতেই হয়। আবার চুল স্টাইলিং করতে গিয়ে স্প্রে বা জেল ব্যবহার করলেও শ্যাম্পু প্রয়োজন। যারা অতিরিক্ত ঘামেন, তাদের শ্যাম্পু ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে বেশি। ক্যাপ বা হ্যাট পরলেও চুলের গোড়ায় ঘাম জমে যায়। **শ্যাম্পুর বদলে কী ব্যবহার করা যায়?** শ্যাম্পুতে কেমিক্যাল থাকে। ফলে বারবার ব্যবহারে চুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চুল পরিষ্কার করতে শ্যাম্পুর বদলে ব্যবহার করতে পারেন প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি হেয়ার প্যাক। এক কাপ টক দইয়ের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস ও ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে রাখুন। ৩০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। বেকিং সোডার সঙ্গে পানি মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। ভেজা চুলের গোড়ায় এই পেস্ট ঘষে ঘষে লাগিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পরিষ্কার হয়ে যাবে মাথার ত্বক।

যাদের জন্য আম ক্ষতিকর

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আম খুবই সুস্বাদু একটি ফল। সবারই পছন্দের এই ফল স্বাদে খুবই মিষ্টি ও রসালো হয়। তবে জানেন কি, কারও কারও ক্ষেত্রে অতি সুস্বাদু ফলটিই হতে পারে ক্ষতির কারণ। যদিও অস্বীকার করার কারণ নেই যে আমে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। অন্যান্য ফলের তুলনায়, আমে উদ্ভিদ যৌগ ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আছে, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই ফলে থাকা পটাসিয়াম শরীরে সোডিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যা উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। তবে আমের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও আছে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক, আম কাদের জন্য ক্ষতিকর- >> আম কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে যদি কারও সিন্থেটিক উপাদানের প্রতি অ্যালার্জি থাকে, তাহলে আমের প্রোটিন ল্যাটেক্স তাদের শরীরে অ্যালার্জির সৃষ্টি করে। তাই যাদের অ্যালার্জি আছে তারা আম খাওয়ার আগে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। >> আমে প্রাকৃতিকভাবেই শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে। যা শরীরে শর্করার পরিমাণ অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক চিনিও ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন সমস্যা বাড়াতে পারে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা আম খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। >> আমের জাত অনুযায়ী এতে ফাইবারের পরিমাণও কমবেশি হয়। তবে আমের বীজ ও খোসায় সর্বাধিক ফাইবার থাকে। যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়। আবার আমের বীজ বা খোসা খেলেও তা হজম হতে চায় না। >> একসঙ্গে অনেকগুলো আম খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এর কারণ হলো অন্যান্য খাবারের তুলনায় আমে ফাইবার কম থাকে। অন্যদিকে এতে প্রাকৃতিক শর্করার পরিমাণ ও ক্যালোরি বেশি থাকে। যা ওজন বাড়ায়। >> বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত আম খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে। কারণ এতে অত্যধিক জিআই থাকে। আমে গাঁজনযোগ্য কার্বোহাইড্রেট থাকায় তা আইবিএস ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (আইবিএস) দেখা দিতে পারে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া।

তরমুজের বীজ খেলে শরীরে কী হয়?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : তরমুজ খাওয়ার সময় একটি বা দুটি বীজ গিলে ফেলা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এ ছাড়া তরমুজের জুস তৈরির সময় সাধারণত বীজসহই ব্লেন্ড করা হয়। তবে এই বীজ খেয়ে ফেলার পর অনেকেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যান যে, পেটে কোনো সমস্যা হবে না তো! আসলে তরমুজের বীজ খেয়ে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই বরং আপনার লাভ হবে। এমন অনেক জিনিস আছে আমাদের শরীরের জন্য ভালো, তবে তা আমরা ফেলে দিয়ে থাকি। তরমুজের বীজও ঠিক তেমনই উপকারী একটি খাবার। আমেরিকার কৃষি দপ্তর পরামর্শ দিচ্ছে, তরমুজের দানা ফেলবেন না। তরমুজ কাটার পর সেই দানাগুলো একস্থানে জড়ো করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে রেখে দিন। যখন খুশি স্ন্যাকস হিসেবে খেয়ে নিন। এবার জেনে নিন তরমুজের বীজ খেলে শরীরে কী হয়? **প্রোটিনের উৎস** তরমুজের বীজে উচ্চমাত্রায় প্রোটিন থাকে। সারাদিন আপনার যে পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন হয়, তার ৬০ শতাংশ পাওয়া যায় এক কাপ তরমুজের দানায়। এ ছাড়া শরীরের প্রয়োজনীয় নানা ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডও আছে এ বীজে। তার মধ্যে একটি হলো আর্গিনাইন, যা উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনারি হার্ট ডিজিজের চিকিৎসায় এটি বেশ উপকারী। এ ছাড়া গ্লুটামিক অ্যাসিড, লাইসিন, ট্রিপ্টোফানের মতো প্রোটিনও থাকে তরমুজের বীজে। **ভিটামিন বি'র উৎস** তরমুজের বীজে আরও পাওয়া ভিটামিন বি। আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, খাবারকে অ্যানার্জিতে পরিণত করতে সাহায্য করে ভিটামিন বি। নিয়াসিনের মতো জরুরি ভিটামিন বি মেলে তরমুজের বীজে। যার কাজ হলো স্নায়ুতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। এমনকি ত্বক ঠিক রাখতেও নিয়াসিন জরুরি। এতে আরও আছে থিয়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, ভিটামিন বি৬। **মিনারেলস থাকে** তরমুজের বীজে থাকে ম্যাগনেসিয়ামও। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ম্যাগনেসিয়াম ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া কার্বোহাইড্রেট হজমেও ভূমিকা রাখে। ব্ল্যাড সুগারের সমস্যা এড়াতে তরমুজের বীজ খেতে পারেন নিয়মিত। এ ছাড়া এ বীজে ফসফরাস, আয়রন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ও জিংক আছে। **ভালো ফ্যাটের উৎস** এককাপ শুকনো তরমুজের বীজে থাকে ৫১ গ্রাম ফ্যাট। যার মধ্যে ১১ শতাংশই হলো স্যাচুরেটেড ফ্যাট। বাকিটা পলিস্যাচুরেটেড,

মনোস্যাচুরেটেড ও ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, মনো ও পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ওমেগা ৬ ফ্যাটি অ্যাসিড আবার উচ্চরক্তচাপও নিয়ন্ত্রণ করে। এ বীজে কিন্তু ক্যালোরির পরিমাণ বেশি। এক কাপ তরমুজের শুকনো বীজে থাকে ৬০০ ক্যালোরি। তাই বুঝে-শুনে খাওয়া উচিত।

রক্তের গ্রুপ বলে দেবে হৃদরোগের ঝুঁকি আছে কি না!

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, অত্যধিক মানসিক চাপ, স্থূলতা ইত্যাদি। তবে আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি আছে কি না তা আগেই জানাবে রক্তের গ্রুপই। সাম্প্রতিক এক গবেষণা এমনটাই জানাচ্ছে। আপনার রক্তের গ্রুপ পজিটিভ হবে না কি নেগেটিভ, তা নির্ভর করে লোহিত রক্তকণিকায় প্রোটিনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কারণে। রক্তকণিকায় প্রোটিনের উপস্থিতি থাকলে রক্তের গ্রুপ হবে পজিটিভ। আর রক্তে প্রোটিন না থাকলে রক্তের গ্রুপ হবে নেগেটিভ। যাঁদের রক্তের গ্রুপ 'ও',তারা হলেন সর্বজনীন দাতা। 'এবি' রক্তের গ্রুপের মানুষেরা সর্বগ্রহীতা। 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন' এর এক জার্নালে প্রকাশিত

সমীক্ষা অনুসারে, 'এ' ও 'বি'গ্রুপের রক্তের মানুষের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। 'ও' গ্রুপের রক্তের মানুষের উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যান্যের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। হৃদরোগের পাশাপাশি 'এ' গ্রুপের মানুষদের স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে 'ও' গ্রুপ ছাড়া 'এ', 'বি' ও 'এবি' রক্তের গ্রুপের মানুষদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। গবেষকরা প্রায় ৪ লাখ মানুষের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, যাদের রক্তের গ্রুপ 'এ'ও 'বি' তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৮ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে 'এ' রক্তের গ্রুপের মানুষদের কোলেস্টেরল থাকলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও অনেক বেশি থাকে। তাই এসব রক্তের গ্রুপের মানুষের উচিত আগে থেকেই সতর্ক থাকা।